ডিসেম্বর ২০২৩ ■ বর্ষ ০৮ ■ সংখ্যা ১২

বন্দর বার্তা

মেরিটাইম বিষয়ক মাসিক প্রকাশনা

নতুন সম্ভাবনায় বৃহত্তর চট্টগ্রাম

শিল্প-বাণিজ্যের দিনবদলে আগামীর বন্দর

ঘটনাপ্রবাহে মেরিটাইম বিশ্ব ২০২৩

আশঙ্কাজনক গতিতে বাড়ছে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন

বৈশ্বিক শিপিং খাতে তীব্র মন্দার শঙ্কা চলছে ব্যয়সংকোচন

বিএসসিতে আরও ২১টি সমুদ্রগামী জাহাজ যুক্ত করার পরিকল্পনা

ডিসেম্বর ২০২৩
বর্ষ ০৮, সংখ্যা ১২

বন্দরবার্তা
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের মেরিটাইম
বিষয়ক মাসিক প্রকাশনা

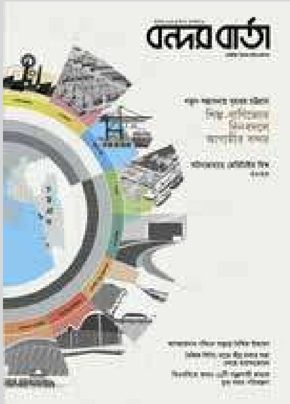

প্রধান পৃষ্ঠপোষক
রিয়ার এডমিরাল মোহাম্মদ সোহায়েল,
ওএসপি, এনইউপি, পিপিএম, পিএসসি

সম্পাদক
মো. হাবিবুর রহমান

সম্পাদনা পর্ষদ
রম্য রহিম চৌধুরী
মো. মমিনুর রশিদ
মো. ওমর ফারুক
মাহবুব মোরশেদ চৌধুরী

নির্বাহী সম্পাদক
তাজুল হক

সহযোগী সম্পাদক
বিপ্লব সরকার

নিয়মিত প্রদায়ক
এনামুল করিম
কাজী মেরাজ উদ্দিন আরিফ
শরিফুল আলম শিমুল
ইলোরা শারমীন

প্রতিবেদক
ওমর ফারুক ইমন

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক
মনির খান শিমুল

জনসংযোগ
এ এন এম ফারুক হোসেন চৌধুরী
মোহাম্মদ তারেক

আলোকচিত্রী
এস এম শামসুল হুদা

ডিজাইন ও ডিটিপি
তৌফিক আহমেদ
আবিদা হাফছা
মাহমুদ হোসেন প্রিন্স
মির্জা নাঈম অলিউল্লাহ্

মুদ্রণ ব্যবস্থাপনা
হাবিবুর রহমান সুমন, আলেয়া ফেরদৌসী

প্রকাশক চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ-এর পক্ষে
কনটেন্ট পরিকল্পনা ও প্রণয়ন,
ডিজাইন, প্রকাশনা :

ENLIGHTEN | VIBES

বাড়ি ০৬, সড়ক ০৩, সেক্টর ০৫
উত্তরা, ঢাকা-১২৩০
ফোন : ০২-৪৮৯৫৬৭৪৮
ইমেইল : enlightenvibes@gmail.com

সম্পাদকীয় যোগাযোগ
বন্দরবার্তা
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ
বন্দরভবন, ৩য় তলা, চট্টগ্রাম।
ফোন : ০২-৩৩৩৩৩০৮৬৯
ইমেইল : bandarbarta@gmail.com

সম্পাদকীয়

বৃহত্তর চট্টগ্রাম অঞ্চলের অর্থনৈতিক সম্ভাবনার পূর্ণ বাস্তবায়ন, কৌশলগত গুরুত্ব বৃদ্ধি এবং দেশের ক্রমবর্ধমান অর্থনীতিকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানই হলো এসব প্রকল্পের মূল লক্ষ্য

সম্প্রতি বন্দর এবং হিন্টারল্যান্ড কানেক্টিভিটি উন্নয়নে অভূতপূর্ব অগ্রগতির সাক্ষী হলাম আমরা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১১ নভেম্বর মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্রবন্দরের প্রথম টার্মিনাল নির্মাণকাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন এবং চ্যানেলের উদ্বোধন করেন। ১৪ নভেম্বর ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে চট্টগ্রাম বন্দরের নতুন সংযোজন পতেঙ্গা কনটেইনার টার্মিনাল উদ্বোধন এবং বে টার্মিনালের মাস্টারপ্ল্যানের মোড়কও উন্মোচন করেন তিনি। এর আগে ১১ নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী কক্সবাজারে আইকনিক রেলস্টেশন ও দোহাজারী-কক্সবাজার রেলপথের উদ্বোধন করেন। মাতারবাড়ী বন্দর চ্যানেল ও টার্মিনাল ছাড়াও কক্সবাজারে তিনি সদ্যসমাপ্ত মোট ১৪টি প্রকল্পের উদ্বোধন ও চারটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। প্রকল্পগুলোর মধ্যে রয়েছে কক্সবাজার বিমানবন্দর উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বাঁকখালী নদীর ওপর সেতু ও অ্যাপ্রোচ সড়ক নির্মাণ, ২১২ একর ভূমি ভরাট, ৪ দশমিক ৭৮ কিলোমিটার স্লোপ প্রটেকশন বাঁধ নির্মাণ, সমন্বিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ডিজাইন ও স্থাপনাকরণ প্রকল্প, গোরকঘাটা-শাপলাপুর সড়ক প্রশস্তকরণ, মাতারবাড়ী ১ হাজার ২০০ মেগাওয়াট আল্ট্রা-সুপার ক্রিটিক্যাল কয়লাভিত্তিক তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র, সাবমেরিন কেবলের মাধ্যমে কুতুবদিয়া দ্বীপকে জাতীয় গ্রিডে সংযুক্তকরণ প্রকল্প ইত্যাদি।

বাংলাদেশের বাণিজ্যিক কার্যক্রমের প্রাণকেন্দ্র বন্দরনগরী চট্টগ্রাম। সমুদ্রতীরবর্তী ও পরিবহন নেটওয়ার্কসহ বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে কৌশলগত সুবিধাজনক অবস্থানের সুবাদে এই অঞ্চল ব্যবসা-বাণিজ্যের বিকাশের জন্য বিশেষ উপযোগী। এখানে রয়েছে দেশের ব্যস্ততম সমুদ্রবন্দর, যেখানে দেশের মোট বৈদেশিক বাণিজ্যের ৯০ শতাংশের বেশি পণ্য হ্যান্ডলিং হয়। আর বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পগুলো সম্পন্ন হলে আরও বদলে যাবে শিল্পনগরী চট্টগ্রামের চিত্র। এসব প্রকল্পের মূল লক্ষ্যই বৃহত্তর চট্টগ্রাম অঞ্চলের অর্থনৈতিক সম্ভাবনার পূর্ণ বাস্তবায়ন, কৌশলগত গুরুত্ব বৃদ্ধি এবং দেশের ক্রমবর্ধমান অর্থনীতিকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান। ঢাকা-চট্টগ্রাম-কক্সবাজার সড়ক ও রেল সংযোগের উন্নয়ন এবং এই নেটওয়ার্ককে কেন্দ্র করে শিল্পায়নের ওপর জোর দিয়েছে সরকার। ২০৪১ সাল নাগাদ উন্নত ও স্মার্ট অর্থনীতি গড়ে তোলার রূপকল্প বাস্তবায়নে এই কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এসব প্রকল্পসহ সর্বোতভাবে অনন্য ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে চট্টগ্রামের সামনে বিশ্বের অন্যতম গতিশীল ও বেগবান দুটি অর্থনৈতিক অঞ্চল সার্ক ও আসিয়ানের সংযোগ কেন্দ্র হয়ে ওঠার সম্ভাবনা রয়েছে। প্রস্তাবিত ট্রান্স-এশিয়ান হাইওয়ে ও রেলওয়ে করিডোরের সাথে চট্টগ্রামের সরাসরি সংযোগ স্থাপন হবে। চট্টগ্রামে আন্তর্জাতিক সমুদ্র, বিমান, রেল ও সড়ক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হলে তা সার্ক ও আসিয়ান অঞ্চলসহ বিশ্বের অন্যান্য অর্থনৈতিক অঞ্চলের সাথে চট্টগ্রামের বাণিজ্যিক সংযোগ প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখবে। সদ্য উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা প্রকল্পগুলো ঘিরে শিল্পনগরী চট্টগ্রাম কীভাবে বদলে যাবে এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে আরও টেকসই ভূমিকা রাখবে তা নিয়ে বিস্তারিত রয়েছে প্রধান রচনায়।

আরও একটি ঘটনাবহুল বছর পার করতে যাচ্ছে বৈশ্বিক মেরিটাইম খাত। ব্ল্যাক সি গ্রেইন ইনিশিয়েটিভ থেকে রাশিয়া সরে আসায় বৈশ্বিক শিপিং খাতে নতুন করে সংকট তৈরি হয়েছে। এর পাশাপাশি জলবায়ু সংকট, লোহিত সাগরের অস্থিতিশীল পরিস্থিতির মতো প্রভাবকের কারণে সংকট আরও ঘনীভূত হয়েছে। এছাড়া শ্রমিক আন্দোলনের কারণে যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার পশ্চিম উপকূলীয় বন্দরগুলোয় নেমে আসে স্থবিরতা। তবে বছরের দ্বিতীয়ার্ধে ইউক্রেনের অস্থায়ী মানবিক করিডোরের ঘোষণা, শ্রমিক ধর্মঘটের সমাপ্তির মতো স্বস্তির বাতাসও মিলেছে। এছাড়া ইতিবাচক আরও কিছু খবর সমুদ্র পরিবহন খাতে ঘুরে দাঁড়ানোর ইঙ্গিত দিচ্ছে। বিদায়ী বছর কেমন কাটাল বৈশ্বিক মেরিটাইম খাত তাই নিয়ে এবারের 'ফিরে দেখা ২০২৩'।

প্রিয় পাঠক, আমরা চাই এ দেশের মেরিটাইমচর্চাকে একটি সুদৃঢ় ভিত্তিতে দাঁড় করাতে। বৈচিত্র্যময় আঙ্গিকে, সমৃদ্ধ কলেবরে বন্দরবার্তার পথচলা বাংলাদেশের মেরিটাইম খাতের বিকাশে আরও সহায়ক হবে-সেই প্রত্যাশা। বছরজুড়ে সাথে থাকার জন্য কৃতজ্ঞতা, সবাইকে নতুন বছরের শুভেচ্ছা।

প্রধান রচনা

নতুন সম্ভাবনায় বৃহত্তর চট্টগ্রাম
শিল্প-বাণিজ্যের দিনবদলে আগামীর বন্দর

এ সংখ্যায় থাকছে

০৪

সম্প্রতি মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্রবন্দরসহ চট্টগ্রামকেন্দ্রিক বেশ কয়েকটি অবকাঠামো প্রকল্পের উদ্বোধন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এসব অবকাঠামোর ওপর ভর করে শিল্প, বাণিজ্য ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাচ্ছে বৃহত্তর চট্টগ্রাম। প্রস্তুত হচ্ছে যোগাযোগ-জ্বালানি খাতে আঞ্চলিক হাব হয়ে ওঠার জন্য। বাড়ছে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন অভিযাত্রায় সামনে থেকে নেতৃত্ব প্রদানের সক্ষমতা।

সম্পাদকীয় ▪ ০২

মুখর বন্দর ▪ ১৯

- পতেঙ্গা কনটেইনার টার্মিনাল উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী
- মাতারবাড়ী চ্যানেল উদ্বোধন ও বন্দরের প্রথম টার্মিনালের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন প্রধানমন্ত্রী
- বিশ্বব্যাংক বে-টার্মিনাল প্রকল্পে দ্রুত অর্থায়ন করবে
- ন্যাশনাল সিঙ্গল উইন্ডো দ্রুত বাস্তবায়নের ওপর গুরুত্বারোপ
- সিঙ্গাপুরের দুই কনটেইনার জাহাজের ১০ লাখ টাকা জরিমানা
- আরও একধাপ এগোল বে-টার্মিনাল বাস্তবায়ন
- বিএসসিতে আরও ২১টি সমুদ্রগামী জাহাজ যুক্ত করার পরিকল্পনা
- ৫০ বছর পর চট্টগ্রাম বন্দরে শুভেচ্ছা সফরে রুশ নৌবহর
- চীন মোংলা বন্দর উন্নয়নকাজ পাচ্ছে

বন্দর বিচিত্রা ▪ ১৭

বন্দর পরিচিতি : রিঝাও বন্দর
গ্রন্থ পরিচিতি : সল্ট টু দ্য সি
মেরিটাইম ফ্যাক্ট : বায়োফাউলিং
মেরিটাইম ব্যক্তিত্ব : লিওনেল লুকিন
মেরিটাইম ইভেন্টস : মেরিটাইম বিষয়ক নানা আয়োজনের সূচি

আন্তর্জাতিক সংবাদ ▪ ১৩

- শিপিং খাতে তীব্র মন্দার শঙ্কা, চলছে ব্যয়সংকোচন
- মেরিটাইম খাতে প্রতারণামূলক কর্মকাণ্ড বাড়ছে
- অবৈধ মৎস্য শিকারের জেরে অভিবাসী হচ্ছেন পশ্চিম আফ্রিকার জেলেরা
- ২০২৪ সালে ইইউ কার্বন শুল্ক বাবদ বৈশ্বিক শিপিং খাতের সম্ভাব্য ব্যয় ৩৬০ কোটি ডলার
- স্পট রেটের লাগাতার পতনে প্রভাবিত হবে দীর্ঘমেয়াদি ফ্রেইট রেট
- কনসেশন চুক্তির অবসানে কনটেইনার টার্মিনাল অপারেটরদের মধ্যে প্রতিযোগিতা বাড়ছে
- কনটেইনার শিল্পের অতিরিক্ত সক্ষমতা টেকসই হবে না
- বিশ্বের সিকি ভাগ পুরনো কনটেইনার জাহাজের মালিক এমএসসি
- শীতকালীন চাহিদা বৃদ্ধির জেরে ট্যাংকারের শেয়ারদর বাড়ছে
- দানবাকৃতির ঢেউয়ের স্বরূপ জানতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার
- পরিবেশবান্ধব জ্বালানি রূপান্তরে শিপিং ইন্ডাস্ট্রির ব্যয় বাড়ছে

সংখ্যা এবং লেখচিত্র ▪ ২৩

কার্গো পরিবহনের হালচাল : ভেসেল ইউটিলাইজেশন ও নিয়ারশোরিং

খতিয়ান ▪ ২৩

বন্দরে কনটেইনার ওঠানামার তুলনামূলক মাসিক পরিসংখ্যান

০৯

ফিরে দেখা ২০২৩

ঘটনাপ্রবাহে মেরিটাইম বিশ্ব ২০২৩

আরও একটি ঘটনাবহুল বছর পার করতে যাচ্ছে বৈশ্বিক মেরিটাইম খাত। ব্ল্যাক সি গ্রেইন ইনিশিয়েটিভ থেকে রাশিয়া সরে আসায় বৈশ্বিক শিপিং খাতে নতুন করে সংকট তৈরি হয়েছে। এর পাশাপাশি জলবায়ু সংকট, লোহিত সাগরের অস্থিতিশীল পরিস্থিতির মতো প্রভাবকের কারণে সংকট আরও ঘনীভূত হয়েছে। এছাড়া শ্রমিক আন্দোলনের কারণে যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার পশ্চিম উপকূলীয় বন্দরগুলোয় নেমে আসে স্থবিরতা। তবে বছরের দ্বিতীয়ার্ধে ইউক্রেনের অস্থায়ী মানবিক করিডোরের ঘোষণা, শ্রমিক ধর্মঘটের সমাপ্তির মতো স্বস্তির বাতাসও মিলেছে। এছাড়া ইতিবাচক আরও কিছু খবর সমুদ্র পরিবহন খাতে সুদিন আসার ইঙ্গিত দিচ্ছে।

১৯

জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াকরণে বছরে আয় ৮০ কোটি ডলার

৮ নভেম্বর শিল্প মন্ত্রণালয় ও ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম অর্গানাইজেশন (আইএমও) এর যৌথ আয়োজনে এক কর্মশালায় শিল্প মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জাকিয়া সুলতানা প্রধান অতিথির বক্তব্যে বলেন, জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ বাংলাদেশের জন্য একটি সম্ভাবনাময় খাত। বাংলাদেশ বিশ্বের মধ্যে অন্যতম প্রধান জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াকারী দেশ।

দেশে জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ শিল্প থেকে বছরে আয় হয় **৮০০ মিলিয়ন বা ৮০ কোটি ডলারের বেশি**

রাজস্ব আয় **প্রায় ১০ থেকে ১২ কোটি ডলার**

এ শিল্পে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত **৩০-৫০ হাজার মানুষ**

পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল **প্রায় ১,৫০,০০০ মানুষ**

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে রয়েছে **১০৮টি জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ ইয়ার্ড**

কার্যত সচল **৫০টি**

বার্ষিক জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ সক্ষমতা **১ কোটি মেট্রিক টনের বেশি**

বার্ষিক গড় প্রবৃদ্ধি **প্রায় ১৪% শতাংশ**

দেশের মোট আয়রন (লোহা) চাহিদার **৬০%- ৭০%** আসে এ শিল্প থেকে

এ শিল্পের ওপর নির্ভরশীল **৩০০টিরও অধিক রি-রোলিং স্টিল মিল**

ইভি ইনফোগ্রাফিকস

১৩

আন্তর্জাতিক সংবাদ

আশঙ্কাজনক গতিতে বাড়ছে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন

গত পাঁচ মাস ধরে বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধির পরিমাণ আগের সব রেকর্ডকে ছাড়িয়ে গেছে। এর সম্ভাব্য কারণ হিসেবে জাহাজের দূষণ কমানোকে দায়ী করেছেন একদল বিজ্ঞানী। শিপ ট্র্যাক বা মেরিন ক্লাউড কমাতে সালফারের নির্গমন প্রায় ৮০ শতাংশ কমিয়ে আনা হয়েছে। এর ফলে মেরিন ক্লাউডের পরিমাণ অনেকাংশে কমে যায় এবং সমুদ্রে তাপমাত্রা শোষণের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। এতে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল থেকে যতটা তাপ অবমুক্ত হচ্ছে, তার চেয়ে বেশি তাপ পৃথিবীতে আটকে যাচ্ছে এবং তাপমাত্রার ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি হচ্ছে।

১১ নভেম্বর সদ্যসমাপ্ত মোট ১৪টি প্রকল্পের উদ্বোধন ও চারটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

কক্সবাজারের মাতারবাড়ীতে ১ হাজার ৩১ একর জায়গার ওপর নির্মাণ করা হচ্ছে গভীর সমুদ্রবন্দর

নতুন সম্ভাবনায় বৃহত্তর চট্টগ্রাম

শিল্প-বাণিজ্যের দিনবদলে আগামীর বন্দর

দেশের নৌ-বাণিজ্যের ইতিহাসে গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের সাক্ষী চট্টগ্রাম ও পর্যটন নগরী কক্সবাজারে সাম্প্রতিক সময়ে বেশ কয়েকটি অবকাঠামো প্রকল্প উদ্বোধন করা হয়েছে। বাস্তবায়নাধীন আরও কিছু প্রকল্প। এসব অবকাঠামোর ওপর ভর করে শিল্প, বাণিজ্য ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাচ্ছে বৃহত্তর চট্টগ্রাম। প্রস্তুত হচ্ছে যোগাযোগ-জ্বালানি খাতে আঞ্চলিক হাব হয়ে ওঠার জন্য। বাড়ছে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন অভিযাত্রায় সামনে থেকে নেতৃত্ব প্রদানের সক্ষমতা।

১১ নভেম্বর মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্রবন্দরের প্রথম টার্মিনাল নির্মাণকাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন এবং নবনির্মিত চ্যানেল উদ্বোধন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

বন্দরবার্তা ডেস্ক

সদাব্যস্ত বন্দরনগরী চট্টগ্রাম বাংলাদেশের বাণিজ্যিক কার্যক্রমের প্রাণভোমরা। পরিবহন নেটওয়ার্কসহ বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে কৌশলগত সুবিধাজনক অবস্থানের সুবাদে এই অঞ্চল ব্যবসা-বাণিজ্যের বিকাশের জন্য বিশেষ উপযোগী। এখানে রয়েছে দেশের ব্যস্ততম আন্তর্জাতিক সমুদ্রবন্দর, যেখানে দেশের মোট বৈদেশিক বাণিজ্যের ৯০ শতাংশের বেশি পণ্য হ্যান্ডলিং হয়।

সাম্প্রতিক বছরগুলোয় চট্টগ্রামে বেশকিছু অবকাঠামো প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বাস্তবায়নাধীন আরও কিছু প্রকল্প। বিভিন্ন খাতে এই প্রকল্পগুলো গ্রহণ করা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্রবন্দর ও মাতারবাড়ী বিদ্যুৎকেন্দ্র, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল, মিরসরাইয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগর, চট্টগ্রাম বে টার্মিনাল, পতেঙ্গা কনটেইনার টার্মিনাল, কক্সবাজার বিমানবন্দরের সম্প্রসারণ, দোহাজারী-কক্সবাজার রেল সংযোগ ইত্যাদি।

এসব প্রকল্পের মূল লক্ষ্য বৃহত্তর চট্টগ্রাম অঞ্চলের অর্থনৈতিক সম্ভাবনার পূর্ণ বাস্তবায়ন, কৌশলগত গুরুত্ব বৃদ্ধি এবং দেশের ক্রমবর্ধমান অর্থনীতিকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান। ঢাকা-চট্টগ্রাম-কক্সবাজার সড়ক ও রেল সংযোগের উন্নয়ন এবং এই নেটওয়ার্ককে কেন্দ্র করে শিল্পায়নের ওপর জোর দিয়েছে সরকার। ২০৪১ সাল নাগাদ উন্নত ও স্মার্ট অর্থনীতি গড়ে তোলার রূপকল্প বাস্তবায়নে এই কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

চট্টগ্রাম-কক্সবাজারে প্রকল্প উদ্বোধন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ১১ নভেম্বর দুপুরে কক্সবাজারে আইকনিক রেলস্টেশন ও দোহাজারী-কক্সবাজার রেলপথের উদ্বোধন করেন। পরে সেখান থেকে ট্রেনে করে রামুতে এবং তারপর মহেশখালীর মাতারবাড়ী তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পের টাউনশিপ মাঠে আয়োজিত জনসভায় পৌঁছেন তিনি। সেখানে প্রধানমন্ত্রী সদ্যসমাপ্ত মোট ১৪টি প্রকল্পের উদ্বোধন ও চারটি প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। প্রকল্পগুলোর মধ্যে রয়েছে কক্সবাজার বিমানবন্দর উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বাঁকখালী নদীর ওপর সেতু ও অ্যাপ্রোচ সড়ক নির্মাণ, ২১২ একর ভূমি ভরাট, ৪ দশমিক ৭৮ কিলোমিটার স্লোপ প্রটেকশন বাঁধ নির্মাণ, সমন্বিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ডিজাইন ও স্থাপনাকরণ প্রকল্প, গোরকঘাটা-শাপলাপুর সড়ক প্রশস্তকরণ, মাতারবাড়ী ১ হাজার ২০০ মেগাওয়াট আল্ট্রা-সুপার ক্রিটিক্যাল কয়লাভিত্তিক তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র, সাবমেরিন কেবলের মাধ্যমে কুতুবদিয়া দ্বীপকে জাতীয় গ্রিডে সংযুক্তকরণ প্রকল্প ইত্যাদি। টাউনশিপ মাঠের জনসভা শেষে প্রধানমন্ত্রী মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্রবন্দর এলাকায় আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বন্দরের প্রথম টার্মিনাল নির্মাণকাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন এবং নবনির্মিত চ্যানেলের উদ্বোধন করেন।

নভেম্বরেই দেশের সমুদ্র পরিবহন খাত আরও দুটি যুগান্তকারী ঘটনার সাক্ষী হয়েছে। ১৪ নভেম্বর ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে চট্টগ্রাম বন্দরের নতুন সংযোজন পতেঙ্গা কনটেইনার টার্মিনাল উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। একই সময়ে চট্টগ্রাম বন্দরের আরেকটি যুগোপযোগী প্রকল্প বে টার্মিনালের মাস্টারপ্ল্যানের মোড়কও উন্মোচন করেন তিনি।

মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্রবন্দর

মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্রবন্দরের উদ্বোধনকৃত চ্যানেলটি ১৪ দশমিক ৩ কিলোমিটার দীর্ঘ, ৩৫০ মিটার প্রশস্ত ও ১৬ মিটার গভীর। আর যে টার্মিনালের নির্মাণকাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন প্রধানমন্ত্রী, সেখানে থাকবে ৪৬০ মিটার দীর্ঘ একটি কনটেইনার জেটি ও ৩০০ মিটার দীর্ঘ একটি মাল্টিপারপাস জেটি। এছাড়া একটি

মাতারবাড়ীতে কয়লাভিত্তিক তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য এরই মধ্যে দুটি জেটি নির্মাণ করেছে সিপিজিসিবিএল

পতেঙ্গা কনটেইনার টার্মিনালে তিনটি কনটেইনার জেটি ও একটি বিশেষায়িত ডলফিন জেটি রয়েছে

কনটেইনার ইয়ার্ডসহ অন্যান্য বন্দর অবকাঠামো সুবিধাও থাকবে এই টার্মিনালে।

বঙ্গোপসাগরের তীরে ১ হাজার ৩১ একর জায়গার ওপর নির্মাণ করা হচ্ছে মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্রবন্দর। ২০২০ সালের ১০ মার্চ জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভায় মাতারবাড়ী বন্দর উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদন দেওয়া হয়। প্রকল্পটির বন্দর সুবিধাদির উন্নয়ন অংশ বাস্তবায়ন করছে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ। আর প্রকল্প এলাকায় সড়ক নির্মাণ করছে সড়ক ও জনপথ বিভাগ।

মাতারবাড়ী বন্দর প্রকল্পের কাজ ২০২৬ সালের ৩১ ডিসেম্বর নাগাদ শেষ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এরপর ৮ থেকে ১০ হাজার টিইইউ কনটেইনারবাহী বড় জাহাজ সরাসরি জেটিতে ভিড়তে সক্ষম হবে। প্রাক্কলন অনুযায়ী, বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু হলে প্রথমদিকে বন্দরটি আনুমানিক ৬ লাখ থেকে ১১ লাখ টিইইউ কনটেইনার হ্যান্ডলিং করতে পারবে। এছাড়া ২০৪১ সাল নাগাদ বন্দরটি ২২ থেকে ২৬ লাখ টিইইউ কনটেইনার হ্যান্ডলিংয়ের সক্ষমতা অর্জন করবে। মাতারবাড়ী বন্দর দেশের জিডিপিতে ২ থেকে ৩ শতাংশ যোগ করবে এবং দেশের ও আঞ্চলিক অর্থনীতির প্রাণকেন্দ্র হয়ে উঠবে বলে আশা করা হচ্ছে।

রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড (সিপিজিসিবিএল) এরই মধ্যে মাতারবাড়ী আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল কোল ফায়ারড পাওয়ার প্রজেক্টের জন্য দুটি জেটি নির্মাণ করেছে, যেগুলোয় এরই মধ্যে শতাধিক জাহাজ ভিড়েছে। উদ্বোধনকৃত চ্যানেলটি এই প্রকল্পের অধীনেই নির্মাণ করা হয়েছে। গত ২০ সেপ্টেম্বর সিপিজিসিবিএল চ্যানেলটির দায়িত্ব চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করে।

মাতারবাড়ী বন্দর উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য মোট ব্যয় প্রাক্কলন করা হয়েছে ১৭ হাজার ৭৭৭ কোটি টাকা। এর মধ্যে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের বাস্তবায়নাধীন অর্থাৎ বন্দর সুবিধাদির অংশে ব্যয় হবে ৮ হাজার ৯৫৫ কোটি ৮২ লাখ টাকা। প্রকল্পের আওতায় ২৭ দশমিক ৭ কিলোমিটার সড়ক নির্মাণ করা হচ্ছে, যেটি মাতারবাড়ী বন্দরকে জাতীয় মহাসড়কের সঙ্গে সংযুক্ত করবে। বন্দর ও সড়ক নির্মাণে জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সির (জাইকা) মাধ্যমে জাপান সরকার মোট ১২ হাজার ৮৯২ কোটি ৭৬ লাখ টাকা ঋণ সহায়তা দেবে। বাকি টাকা আসবে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের নিজস্ব তহবিল ও সরকারি অর্থায়ন থেকে।

বাংলাদেশকে কেন্দ্র করে জাপান সরকারের প্রস্তাবিত একটি উদ্যোগ হলো বে অব বেঙ্গল ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রোথ ইনিশিয়েটিভ বা বিগ-বি। এরই মধ্যে এই উদ্যোগের আওতায় অনুমোদিত হয়েছে মাতারবাড়ী বিদ্যুৎ প্রকল্প। মূলত ঢাকা-চট্টগ্রাম-কক্সবাজার এলাকায় শিল্পায়নকে সামনে রেখে এই উদ্যোগটির পরিকল্পনা করা হয়েছে। এর প্রধান তিনটি স্তম্ভের প্রথমটি হলো শিল্প ও বাণিজ্য। দ্বিতীয়টি হলো জ্বালানি, যা মাতারবাড়ী প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে। তৃতীয় স্তম্ভ পরিবহন ব্যবস্থা।

বিগ-বি ধারণার আলোকেই জাপানের উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা জাইকা ২০১৬ সালে এক জরিপের মাধ্যমে মাতারবাড়ীতে গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণের জন্য স্থান চিহ্নিত করে। এই বন্দর হতে যাচ্ছে বাংলাদেশের অর্থনীতির গেম চেঞ্জার। বাংলাদেশের প্রধান আমদানি উৎস চীনসহ বিশ্বের সবচেয়ে বড় অর্থনৈতিক জোট আসিয়ানের সঙ্গে দক্ষিণ এশিয়ার বাণিজ্যে মেলবন্ধনের নিয়ামক হয়ে উঠবে এই বন্দর।

মাতারবাড়ীতে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য

শেখ হাসিনা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

একসময় যেখানে কেবল লবণ চাষ ছাড়া বলতে গেলে আর কিছুই হতো না, আজকে সেই জায়গাটা উন্নত হচ্ছে। যাদের সহযোগিতায় আজকে এই উন্নয়ন করা সম্ভব হচ্ছে, সেই জাপান সরকারকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।

বঙ্গোপসাগর ভারত মহাসাগরের একটি অংশ। কাজেই এই চ্যানেলটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা আমাদের নিজেদের কাজে একে আরও বেশি ব্যবহার করতে চাই। কর্ণফুলী নদীর তীরে চট্টগ্রাম বন্দরে কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এ কারণে আমরা চাচ্ছি সরাসরি আমাদের গভীর সমুদ্রবন্দর হোক। সম্ভাব্যতা সমীক্ষায় একসময় সোনাদিয়ায় গভীর সমুদ্রবন্দর করার প্রস্তাব এসেছিল। কিন্তু সেখানে অনেক প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে। বিশেষ করে আমরা সামুদ্রিক প্রাণবৈচিত্র্যকে নষ্ট করে বন্দর করতে চাইনি। সে কারণে মহেশখালী চলে আসি এবং মাতারবাড়ী ঘিরে বন্দর স্থাপনের পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হই। এখানে বন্দর নির্মাণের কাজ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের অধীনে হলেও এটাকে আমরা আইন করে একটা আলাদা কর্তৃপক্ষ করে দেব। ডিপ সি পোর্ট হিসেবে আইন করে দেব। এটা যেন সম্পূর্ণরূপে গভীর সমুদ্রবন্দর হয়, সে পদক্ষেপ আমরা নেব।

আমরা আনন্দিত যে, এই চ্যানেলটা ড্রেজিং করার পর এর ড্রাফট এত বেশি হয়েছে। এছাড়া এখানে এত বড় জায়গা রয়েছে যে, আমরা এখান থেকে সরাসরি ব্যবসা-বাণিজ্য করতে পারব। এই বন্দরটা চালু হয়ে গেলে ভবিষ্যতে আমাদের এমন সুদিন আসবে যে, সরাসরি বিশ্বের যেকোনো জায়গায় এখান থেকেই আমাদের বড় বড় জাহাজ চলে যাবে এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটবে। শুধু আমরা না, নেপাল, ভুটান বা ভারত–তারাও কিন্তু আমাদের এই বন্দর ব্যবহার করতে পারবে। পাশাপাশি আরও আঞ্চলিক সহযোগিতার মাধ্যমে আমরা এই গভীর সমুদ্রবন্দরটা আরও কার্যকর করতে পারব, যা আমাদের দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিরাট অবদান রাখবে।

ভৌগোলিক অবস্থানের দিক থেকে এই জায়গাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সেটা মাথায় রেখেই আমাদের এই উদ্যোগটা। আজকে আমরা সেখানে সফলভাবে বিদ্যুৎকেন্দ্র করেছি। কক্সবাজারের সাথে ঢাকাসহ সারা দেশের রেল সংযোগ হয়ে যাচ্ছে। এতে পণ্য পরিবহন, মানুষ চলাচলে বিশেষ সুবিধা হবে।

সুনীল অর্থনীতির উন্নয়নে আমরা যথাযথ পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি। মাতারবাড়ী বন্দর, বিদ্যুৎকেন্দ্র–সব কিছুই বিরাট অবদান রাখবে বলে মনে করি। সার্বিকভাবে দেশের প্রতিটা অঞ্চল যেন উন্নত হয়, সেই লক্ষ্যে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। গত দেড় দশকের উন্নয়ন অভিযাত্রায় আমরা বলতে পারি, বাংলাদেশ আজ বদলে যাওয়া বাংলাদেশ। এখন বাংলাদেশ উন্নয়নের রোলমডেল। বিশ্বে বাংলাদেশের মানুষ যেখানেই যাক, মাথা উঁচু করে চলতে পারে। বিশ্ব এগিয়ে যাচ্ছে, আমরাও তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগিয়ে যাব।

পতেঙ্গা কনটেইনার টার্মিনাল

চট্টগ্রাম বন্দরের তৃতীয় টার্মিনাল হিসেবে ২০২৪ সালের প্রথমদিকে অপারেশনাল কার্যক্রম শুরু করতে যাচ্ছে পতেঙ্গা কনটেইনার টার্মিনালে (পিসিটি)। বর্তমানে অপারেশনে থাকা বন্দরের অন্য দুটি টার্মিনাল হলো চিটাগং কনটেইনার টার্মিনাল (সিসিটি) ও নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল (এনসিটি)। এছাড়া জেনারেল কার্গো বার্থে (জিসিবি) বিশেষ প্রয়োজনে গিয়ারড ভেসেলগুলোকে (যেসব জাহাজের নিজস্ব ক্রেন থাকে) কনটেইনার হ্যান্ডলিং সেবা দেওয়া হয়।

পতেঙ্গা বোট ক্লাব ও চিটাগং ড্রাইডকের মধ্যবর্তী ২৬ একর জায়গায় চারটি জেটির সমন্বয়ে গড়ে তোলা হয়েছে পিসিটি। এর মধ্যে কনটেইনার হ্যান্ডলিংয়ের জন্য জেটি রয়েছে তিনটি, যেগুলোর প্রতিটির দৈর্ঘ্য ২০০ মিটার করে। এছাড়া তেল খালাসের জন্য রয়েছে বিশেষায়িত ডলফিন জেটি। এটির দৈর্ঘ্য ২২০ মিটার। পিসিটিতে বছরে প্রায় পাঁচ লাখ টিইইউ কনটেইনার হ্যান্ডলিং করা যাবে।

পতেঙ্গা কনটেইনার টার্মিনাল নির্মাণে মোট ব্যয় হয়েছে ১ হাজার ২২৯ কোটি টাকা। এই অর্থায়ন করেছে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ। পিসিটি নির্মাণ প্রকল্পের কার্যাদেশ দেওয়া হয় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ইঞ্জিনিয়ারিং কোরকে।

পতেঙ্গা কনটেইনার টার্মিনাল দিয়ে দেশের সমুদ্র পরিবহন খাত নতুন এক যুগে প্রবেশ করতে যাচ্ছে। টার্মিনালটি পরিচালনার দায়িত্ব সৌদি আরবের রেড সি গেটওয়ে টার্মিনাল ইন্টারন্যাশনালের (আরএসজিটিআই) বাংলাদেশি সাবসিডিয়ারি আরএসজিটি বাংলাদেশ লিমিটেডকে দেওয়া হচ্ছে। ডিসেম্বরেই এ বিষয়ে ইকুইপ-অপারেট-ট্রান্সফার ভিত্তিতে একটি চুক্তি চূড়ান্ত হওয়ার কথা। পিসিটি বাংলাদেশের প্রথম কোনো টার্মিনাল হতে যাচ্ছে, যেটি কোনো বিদেশি অপারেটর পরিচালনা করবে। এর মাধ্যমে দেশের বন্দর ব্যবস্থাপনা খাতে নতুন এক দিগন্ত উন্মোচিত হচ্ছে।

বে টার্মিনাল

চট্টগ্রামে বঙ্গোপসাগর উপকূলে বন্দরের জন্য আরেকটি নতুন টার্মিনাল নির্মাণ করা হচ্ছে। সর্বাধুনিক অবকাঠামো ও বন্দর সুবিধাদি থাকবে এই বে

চট্টগ্রাম বে টার্মিনালের নকশা প্রণয়নের সময় মাল্টিমোডাল কানেক্টিভিটিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে

চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে প্রথম পর্যায়ে ৩০ হাজার একর জায়গায় গড়ে উঠছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগর

মাতারবাড়ীতে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সিপিএ চেয়ারম্যানের বক্তব্য

রিয়ার এডমিরাল মোহাম্মদ সোহায়েল

ওএসপি, এনইউপি, পিপিএম, পিএসসি

চেয়ারম্যান, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

চট্টগ্রাম বন্দর প্রতিষ্ঠার ১৩৬তম বছরে দাঁড়িয়ে আমি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। একই সঙ্গে স্মরণ করছি জাতির পিতার পরিবারের সকল শহীদ সদস্য ও মুক্তিযুদ্ধে শহীদ সকল মুক্তিযোদ্ধাকে। সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি। তার প্রজ্ঞা ও দূরদর্শী নির্দেশনায় চট্টগ্রাম বন্দর আজ পূর্ণ গতিতে এগিয়ে চলেছে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির পথে। পাশাপাশি দেশের আমদানি-রপ্তানির গতি টেকসই করতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী চিন্তাধারা ও প্রত্যক্ষ দিকনির্দেশনায় গৃহীত হয়েছে এই মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্রবন্দর প্রকল্প।

পাঁচ হাজার বছরের নৌ-ইতিহাসে বঙ্গোপসাগরীয় অঞ্চলে বহু সমুদ্রবন্দরের অভ্যুত্থান ঘটলেও গভীর সমুদ্রবন্দরের যাত্রা এই প্রথম। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্রবন্দর চ্যানেল উদ্বোধন ও প্রথম টার্মিনাল নির্মাণকাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের মধ্য দিয়ে যাত্রা হলো এই অঞ্চলের নৌ-ইতিহাসে এক নতুন যুগের।

মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্রবন্দর উন্নয়ন প্রকল্প মূলত দুটি ধাপে বাস্তবায়িত হবে। ২০২৬ সালে এর পূর্ণাঙ্গ অপারেশনাল কার্যক্রম শুরু হবে। ১৬ মিটার গভীরতার এই বন্দরে পণ্যবাহী বড় মাদার ভেসেল ভিড়তে পারবে। ফলে পরিবহন ব্যয় কমবে প্রায় ১৫ শতাংশ। অচিরেই আন্তর্জাতিক হাব পোর্টে পরিণত হবে এই বন্দর, যা দেশের জাতীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখবে ২-৩ শতাংশ। তাই মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্রবন্দর শুধু সমৃদ্ধ সোনার বাংলা নয়, বরং সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ার প্রায় ৩০০ কোটি মানুষের উন্নত জীবনের অঙ্গীকার। প্রকল্পকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সর্বাত্মক সহযোগিতার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয় বিশেষ করে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনী, বিভাগীয় ও জেলা প্রশাসন এবং স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও জনসাধারণকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উন্নয়ন দর্শন ও স্বপ্নের মাইলফলক মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্রবন্দরের মঙ্গল কামনা করছি।

টার্মিনালে, বন্দরের কার্গো হ্যান্ডলিং সক্ষমতা অনেকটা বেড়ে যাবে তাতে। শিপিং খরচ কমাতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে টার্মিনালটি। বড় জাহাজ ভেড়ার ফলে ইউনিটপ্রতি পরিবহন খরচ কমে যাবে, যা আমদানি-রপ্তানিকারকদের জন্য লাভজনক হবে।

চট্টগ্রাম বে টার্মিনালে মোট টার্মিনাল থাকবে তিনটি। এর মধ্যে দুটি কনটেইনার টার্মিনালের প্রতিটি হবে ১ হাজার ২২৫ মিটার দীর্ঘ। এছাড়া ১ হাজার ৫০০ মিটার দীর্ঘ একটি মাল্টিপারপাস জেটি নির্মাণ করা হবে। এই টার্মিনাল থেকে পণ্য পরিবহনের সময় যেন সড়কপথের ওপর চাপ তৈরি না হয়, সেই লক্ষ্যে বে টার্মিনালের নকশা করার সময় মাল্টিমোডাল কানেক্টিভিটিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

২০১৫ সালে চট্টগ্রাম নগরীর ইপিজেড এলাকা থেকে দক্ষিণ কাট্টলী রাসমনিঘাট পর্যন্ত ৮৭০ একর জমিতে বে টার্মিনাল প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয় চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ। ২০১৬ সালে কারিগরি, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পন্নের পর ২০১৭ সালে প্রকল্পটির প্রথম মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন করা হয়। ২০২২ সালে আরেকটি মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন করা হয়, যেটির সংশোধিত সংস্করণের মোড়ক গত ১৪ নভেম্বর উন্মোচন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী।

বৃহত্তর চট্টগ্রামকে এগিয়ে নেবে আরও যেসব প্রকল্প

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল : বাংলার সমৃদ্ধ নৌ-ইতিহাসের সারথি কর্ণফুলী নদীর তলদেশে নির্মিত হয়েছে দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম সড়কপথের টানেল-বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ২৮ অক্টোবর টানেলটি উদ্বোধন করেছেন। পদ্মা সেতুর পর বাংলাদেশের সমৃদ্ধি, স্বকীয়তা ও অগ্রযাত্রার আরেকটি উজ্জ্বল নির্দশন এই টানেল। এতে দ্বিমুখী যান চলাচলের জন্য রয়েছে দুটি টিউব, যেগুলোর প্রতিটি দুই লেনবিশিষ্ট। টানেলটি নির্মাণ করা হয়েছে নদীর তলদেশ থেকে ১৮-৩১ মিটার গভীরে।

বঙ্গবন্ধু টানেল প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করেছে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের সেতু বিভাগের অধীন বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ। ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করেছে চায়না কমিউনিকেশনস কনস্ট্রাকশন কোম্পানি (সিসিসিসি) লিমিটেড। সম্ভাব্যতা সমীক্ষা করেছে সিসিসিসি ও হংকংভিত্তিক প্রতিষ্ঠান অভি অরূপ অ্যান্ড পার্টনারস হংকং লিমিটেড।

সমীক্ষা প্রতিবেদন অনুযায়ী, টানেল চালুর প্রথম বছর থেকে প্রতিদিন গড়ে ১৭ হাজার ৩৭৪টি গাড়ি চলাচল করবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। ২০৩০ সালে টানেল ব্যবহারকারী যানবাহনের সংখ্যা বেড়ে হবে ১ কোটি ৩৯ লাখ, ২০৫০ সালে ৩ কোটি ৩৯ লাখ ও ২০৬২ সালে ৫ কোটি ৫ লাখ। এই যানবাহনের প্রায় ৫০ শতাংশ হবে ট্রাক।

বঙ্গবন্ধু টানেল চট্টগ্রাম বন্দর ও মূল শহরের সঙ্গে আনোয়ারা উপজেলাকে যুক্ত করেছে। চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে গড়ে উঠছে দেশের সবচেয়ে বড় অর্থনৈতিক অঞ্চল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগর। আনোয়ারায় রয়েছে কোরিয়ান ইপিজেড, চায়না ইপিজেড, চিটাগং ইউরিয়া ফার্টিলাইজার লিমিটেড (সিইউএফএল) ও পারকি সমুদ্রসৈকত। বঙ্গবন্ধু টানেল ঢাকা-চট্টগ্রাম ও চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কসহ এর দুই পাশের দুই বড় অর্থনৈতিক করিডোরকে যুক্ত করে চট্টগ্রামকে বিনিয়োগের কেন্দ্রস্থলে পরিণত করতে পটপরিবর্তনকারী ভূমিকা রাখবে। সামগ্রিকভাবে টানেলটি দেশের মোট দেশজ উৎপাদন শূন্য দশমিক ১৬৬ শতাংশ বাড়িয়ে দেবে বলে আশা করা হচ্ছে। ভবিষ্যতে এই টানেল এশিয়ান হাইওয়ে নেটওয়ার্কের উন্নয়ন এবং বাংলাদেশের সঙ্গে প্রতিবেশী দেশগুলোর যোগাযোগ জোরদার করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগর : চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড ও মিরসরাই উপজেলার ১৮ হাজার একর এবং ফেনীর সোনাগাজী উপজেলার ১২ হাজার একর-মোট ৩০ হাজার একর জায়গায় গড়ে উঠছে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল, যার নাম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগর। দেশে নির্মাণাধীন ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চলের মধ্যে এটি

মাতারবাড়ী বন্দরে বড় আকারের জাহাজ ভেড়ার সুবাদে বৈদেশিক বাণিজ্যে গতি আসবে। সক্ষমতা বাড়বে কার্গো হ্যান্ডলিংয়ের, প্রত্যক্ষ ইতিবাচক প্রভাব পড়বে জাতীয় অর্থনীতিতে

মাতারবাড়ী তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে প্রতিটি ৬০০ মেগাওয়াট সক্ষমতার দুটি থার্মাল ইউনিট থাকবে

কক্সবাজার বিমানবন্দরের রানওয়ের দৈর্ঘ্য দাঁড়াবে ১০ হাজার ৭০০ ফুট, যা বাংলাদেশে দীর্ঘতম

সবচেয়ে বড়। দ্বিতীয় পর্যায়ে চট্টগ্রামের সন্দ্বীপ ও নোয়াখালীর আরও ১৮ হাজার জমি যুক্ত হবে বঙ্গবন্ধু শিল্পনগরের সঙ্গে।

প্রকল্পটির কাজ শুরু হয় ২০১৪ সালে। এই শিল্পনগরে শিল্প-কারখানার জন্য গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানিসহ প্রয়োজনীয় অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা থাকবে। কলকারখানার পাশাপাশি থাকবে আবাসন ও বিনোদনের ব্যবস্থা। প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা)। প্রতিষ্ঠানটির প্রত্যাশা, ২০৩০ সাল নাগাদ এখান থেকে রপ্তানি আয় হবে দেড় হাজার কোটি ডলার। বেজার তথ্য অনুসারে, এরই মধ্যে বঙ্গবন্ধু শিল্পনগরে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে ১ হাজার ২০০ কোটি ডলারের বিনিয়োগ পাওয়া গেছে।

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক থেকে প্রায় ১০ কিলোমিটার ও বন্দরনগরী চট্টগ্রাম থেকে ৬৫ কিলোমিটার দূরে গড়ে ওঠা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগর উপকূল বরাবর মেরিন ড্রাইভের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু টানেলের সঙ্গে যুক্ত হবে। এই মেরিন ড্রাইভ আবার পরে মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্রবন্দরের সঙ্গে যুক্ত হবে।

টেক্সটাইল, লোহা ও ইস্পাত, পোশাকসহ বিভিন্ন খাতের শিল্পকারখানা গড়ে উঠছে বঙ্গবন্ধু শিল্পনগরে। এখন পর্যন্ত এই শিল্পাঞ্চলে ১৫২টি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ৫ হাজার ২৭১ দশমিক ৪৭ একর জমি ইজারা দেওয়ার চুক্তি হয়েছে। এরই মধ্যে দেশি-বিদেশি স্বনামধন্য ২৬টি প্রতিষ্ঠান ৪১০ একর জমিতে কারখানা স্থাপন করেছে।

বিদ্যুৎকেন্দ্র : বাংলাদেশের বিদ্যুৎ খাতে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন হতে যাচ্ছে মাতারবাড়ী কয়লাভিত্তিক তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র। কক্সবাজারের মহেশখালীর মাতারবাড়ীতে এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড (সিপিজিসিবিএল)। ২০২৪ সালেই বিদ্যুৎ কেন্দ্রটিতে উৎপাদন শুরু হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

মাতারবাড়ী কয়লাভিত্তিক তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে দুটি থার্মাল ইউনিট থাকবে, যেগুলোর প্রতিটির উৎপাদন সক্ষমতা ৬০০ মেগাওয়াট করে। অর্থাৎ বিদ্যুৎকেন্দ্রটি চালু হলে জাতীয় গ্রিডে মোট ১ দশমিক ২ গিগাওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহ হবে। বাংলাদেশে মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতায় প্রায় ১০ শতাংশ হিস্যা থাকবে এই কেন্দ্রের। প্রায় ১ হাজার ৫০০ একর জায়গাজুড়ে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পটিতে মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৪৫০ কোটি ডলার।

মাতারবাড়ী প্রকল্পটি সরকারের অগ্রাধিকারমূলক ফার্স্ট ট্র্যাক প্রজেক্টগুলোর অন্যতম। ১ দশমিক ২ গিগাওয়াট বিদ্যুৎকেন্দ্রটি বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের (বিপিডিবি) বৃহত্তর মাল্টি-প্লান্ট কমপ্লেক্স (মহেশখালী পাওয়ার কমপ্লেক্স) পরিকল্পনার একটি অংশ। এই মহাপরিকল্পনায় কক্সবাজারের মহেশখালী উপজেলাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ এনার্জি হাব হিসেবে গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী সেখানে বেশ কয়েকটি কয়লা ও গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ করা হবে, যেগুলোর সম্মিলিত উৎপাদন সক্ষমতা হবে ৯ গিগাওয়াট। কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোর প্রতিটি ইউনিটের উৎপাদন সক্ষমতা হবে ৬০০ মেগাওয়াট থেকে ১ গিগাওয়াট।

মাতারবাড়ী তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র ছাড়াও বৃহত্তর চট্টগ্রাম অঞ্চলে নতুন আরও পাঁচটি বিদ্যুৎকেন্দ্র গড়ে উঠছে, যেগুলো সম্মিলিতভাবে ৭১৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে যোগ করবে।

চট্টগ্রাম বন্দরের তৃতীয় টার্মিনাল হিসেবে যাত্রা করতে যাচ্ছে পতেঙ্গা কনটেইনার টার্মিনাল। তবে একটি মাইলফলকে প্রথম হতে যাচ্ছে এটি। পতেঙ্গা কনটেইনার টার্মিনাল পরিচালনা করবে সৌদি কোম্পানি। বাংলাদেশে বিদেশি পোর্ট অপারেটরদের বিনিয়োগ এটাই প্রথম

কক্সবাজার বিমানবন্দর উন্নয়ন প্রকল্প : কক্সবাজার বিমানবন্দরকে অভ্যন্তরীণ বিমানবন্দর থেকে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে রূপান্তর করা হচ্ছে। এরই অংশ হিসেবে বিমানবন্দরের রানওয়ে সম্প্রসারণসহ অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়নকাজ চলমান। ২০২৪ সালেই প্রকল্পের কাজ শেষ হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

বর্তমানে বিমানবন্দরের ৯ হাজার ফুট দীর্ঘ রানওয়ের উত্তর দিকে বঙ্গোপসাগর চ্যানেল ভরাট করে আরও ১ হাজার ৭০০ ফুট সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। এতে কক্সবাজার বিমানবন্দরের রানওয়ের দৈর্ঘ্য দাঁড়াবে ১০ হাজার ৭০০ ফুট, যা হবে দেশের সর্ববৃহৎ রানওয়ে। বর্তমানে দেশে সবচেয়ে দীর্ঘ ১০ হাজার ৫০০ ফুট রানওয়ে আছে ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে।

২০২১ সালের ২৮ আগস্ট 'কক্সবাজার বিমানবন্দর রানওয়ে সমুদ্রে সম্প্রসারণ প্রকল্প' উদ্বোধন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। প্রকল্পের ১ হাজার ৯০০ কোটি টাকা নির্মাণ ব্যয়ের পুরোটাই জোগান দিচ্ছে বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (বেবিচক)। রানওয়েটির নির্মাণকাজ শেষ হলে কক্সবাজার বিমানবন্দরে দিনরাত অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ফ্লাইট পরিচালনা করা সম্ভব হবে।

কক্সবাজার বিমানবন্দরটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে রূপান্তর হলে এটি পরিবহন, লজিস্টিকস ও পর্যটন খাতে ইতিবাচক পরিবর্তন আনবে। জাতিসংঘের পর্যটন বিষয়ক সংস্থা ইউনাইটেড নেশনস ওয়ার্ল্ড ট্যুরিজম অর্গানাইজেশনের (ইউএনডব্লিউটিও) টেকসই সমুদ্র পর্যটন লক্ষ্যমাত্রার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বাংলাদেশের উপকূলীয় পর্যটনে গতি আনতে বড় ভূমিকা রাখবে নতুন বিমানবন্দরটি। ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক এয়ার ট্রাফিকে গুরুত্বপূর্ণ ট্রানজিট রুট ও রিফুয়েলিং হাব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দারুণ

চট্টগ্রাম বন্দরের চেয়ে বড় আকারের জাহাজ ভিড়তে পারবে বে টার্মিনালে। দিন-রাত ২৪ ঘণ্টাই নেভিগেশন করা যাবে, নির্ভর করতে হবে না জোয়ার-ভাটার ওপর

কক্সবাজারে মোট ৭৭টি প্রকল্পে বিনিয়োগ হয়েছে প্রায় ৩ লাখ কোটি টাকা

চট্টগ্রাম বন্দরের বিদ্যমান টার্মিনালগুলোর তুলনায় বড় আকারের জাহাজ ভিড়তে পারবে বে টার্মিনালে

সবুজ পতাকা নেড়ে কক্সবাজারের আইকনিক রেলস্টেশন থেকে ট্রেন চলাচল উদ্বোধন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। বাংলাদেশের রেল নেটওয়ার্কে এক নবযুগের সূচনাও হলো এর মাধ্যমে

সম্ভাবনা রয়েছে কক্সবাজারের। সেক্ষেত্রে বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্রসৈকতের পাশাপাশি আরও কয়েকটি বিশেষ পরিচিতি যোগ হবে শহরটির ক্ষেত্রে, যা দেশের শীর্ষ পর্যটন গন্তব্যটির ব্র্যান্ডিংয়ে সহায়ক হবে। এছাড়া প্রকল্পটির নির্মাণ ও অপারেশনাল পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কর্মসংস্থান তৈরি হবে, যা স্থানীয় আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির উন্নয়ন ঘটাবে।

দোহাজারী-কক্সবাজার নতুন রেলপথ : পর্যটন নগরী কক্সবাজারের যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আরও একধাপ এগিয়ে নিতে প্রথমবারের মতো রেলপথে সংযুক্ত করা হয়েছে শহরটিকে। দোহাজারী-কক্সবাজার রেলপথ উদ্বোধনের মাধ্যমে দেশের রেল নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণে আরেকটি মাইলফলক স্থাপিত হয়েছে। এর মাধ্যমে কক্সবাজারের সঙ্গে রাজধানী ঢাকার সরাসরি রেল সংযোগ এবং আরও বৃহৎ পরিসরে দেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে সারা দেশের যোগাযোগের দ্বার উন্মোচিত হলো।

২০১৮ সালের জুলাইয়ে শুরু হয় ১৮ হাজার ৩৪ কোটি টাকার ১০১ কিলোমিটার দীর্ঘ দোহাজারী-কক্সবাজার রেলপথ নির্মাণ প্রকল্পের কাজ। এই প্রকল্পেরই অংশ হিসেবে কক্সবাজার সমুদ্রসৈকতের কলাতলী থেকে ৬ কিলোমিটার দূরে ঝিলংজা ইউনিয়নের চান্দের পাড়ায় ২৯ একর জমিতে নির্মিত হয়েছে ১ লাখ ৮৭ হাজার বর্গফুটের দৃষ্টিনন্দন ছয়তলা রেলস্টেশন ভবন।

দেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলকে আরও উন্নত ও বিনিয়োগের জন্য আকর্ষণীয় করে তুলতে এই রেলপথ স্থাপনের পরিকল্পনা হাতে নেয় সরকার। নতুন রেলপথের মাধ্যমে পর্যটক ও ব্যবসায়ীরা দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সহজে ও সাশ্রয়ী উপায়ে কক্সবাজারের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারবেন। ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প-কারখানা, পর্যটন খাতে আসবে আমুল পরিবর্তন। এছাড়া এই রেলপথ প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশকে ট্রান্স-এশিয়ান রেলওয়ে করিডোরের সঙ্গে যুক্ত করার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। এই সম্ভাবনা বাস্তবায়িত হলে আঞ্চলিক বাণিজ্যে বাংলাদেশের অবস্থান আরও সুসংহত হবে।

কক্সবাজারজুড়ে মোট ৭৭টি প্রকল্পে বিনিয়োগ হয়েছে প্রায় ৩ লাখ কোটি টাকা। রেললাইন, গভীর সমুদ্রবন্দর, বিদ্যুৎ, জ্বালানি, পর্যটন, আন্তর্জাতিক মানের বিমানবন্দর, অবকাঠামোসহ বিভিন্ন খাতের এসব প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে পাল্টে যাচ্ছে দেশের প্রধান পর্যটন এলাকা কক্সবাজারের দৃশ্যপট।

চট্টগ্রাম বন্দরের সক্ষমতায় কীভাবে প্রভাব ফেলবে?

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক কার্যক্রমে চট্টগ্রাম বন্দরের ভূমিকা অবিসংবাদিত। সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে একের পর এক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প চট্টগ্রাম বন্দরের এই হিস্যা আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে। পতেঙ্গা কনটেইনার টার্মিনাল, বে টার্মিনালের মতো বন্দরের প্রত্যক্ষ প্রকল্প তো রয়েছেই, সাথে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল, মিরসরাইয়ের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগর, দোহাজারী-কক্সবাজার রেলপথ, কক্সবাজার বিমানবন্দর সম্প্রসারণের মতো প্রকল্পগুলো পরোক্ষভাবে বন্দরের ব্যস্ততা আরও বাড়িয়ে দেবে। এছাড়া মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্রবন্দর ও বিদ্যুৎকেন্দ্র প্রকল্প শিপিং ও এনার্জি হাব হিসেবে এই অঞ্চলের গুরুত্ব আরও বাড়িয়ে দেবে ও সমৃদ্ধির পালে হাওয়া দেবে।

চট্টগ্রাম অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো উন্নয়নের একটি বড় নিদর্শন হলো মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্রবন্দর। সর্বাধুনিক সব সুযোগ-সুবিধা থাকবে এই বন্দরে। এখানে বড় আকারের জাহাজ আসার সুবাদে দেশের সমুদ্র পরিবহন খাতে কার্গো হ্যান্ডলিংয়ের সক্ষমতা বাড়বে; গতি আসবে বৈদেশিক বাণিজ্যে। দেশের জাতীয় অর্থনীতি, ম্যানুফ্যাকচারিং, লজিস্টিকস, রিটেইলসহ অন্যান্য খাতে এর প্রত্যক্ষ ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।

মাতারবাড়ী বন্দর ভবিষ্যতে আঞ্চলিক ট্রান্সশিপমেন্ট হাব হিসেবে গড়ে ওঠার সম্ভাবনা রয়েছে। এই গভীর সমুদ্রবন্দর থেকে কেবল বাংলাদেশই নয় বরং প্রতিবেশী দেশগুলো, বিশেষ করে ভূমিবেষ্টিত যেসব অঞ্চলে সরাসরি সমুদ্র পরিবহনের সুযোগ নেই, তারাও উপকৃত হবে। যেমন সেভেন সিস্টারস হিসেবে পরিচিত ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় সাতটি রাজ্য—আসাম, অরুণাচল, মেঘালয়, নাগাল্যান্ড, মনিপুর, মিজোরাম ও ত্রিপুরা এবং নেপাল ও ভুটান এই বন্দর ব্যবহার করে উপকার পাবে।

মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্রবন্দরের নির্মাণকাজ শেষ হলে এটি সমুদ্র পরিবহন খাতে আঞ্চলিক হাবে পরিণত হবে। সেক্ষেত্রে দেশে হিন্টারল্যান্ড কানেক্টিভিটির গুরুত্ব অনেক বেড়ে যাবে। তখন চট্টগ্রাম ও মাতারবাড়ী বন্দরের পণ্য আনা-নেওয়ার কাজে বঙ্গবন্ধু টানেলের ওপর অনেকাংশে নির্ভর করতে হবে। বঙ্গবন্ধু টানেল চালু হওয়ার ফলে কেবল চট্টগ্রাম অঞ্চলের পণ্য নয়, বরং প্রতিবেশী দেশগুলোর ট্রানজিট পণ্যও সড়কপথ ব্যবহার করে পরিবহন করা সম্ভব হবে।

পতেঙ্গা কনটেইনার টার্মিনাল চট্টগ্রাম বন্দরের একটি যুগোপযোগী সংযোজন। কারণ এখানে ১০ মিটার ড্রাফটের জাহাজ ভিড়তে পারবে। এছাড়া এটি মোহনার কাছাকাছি হওয়ায় জাহাজগুলোকে বার্থিংয়ের জন্য মূল বন্দরের তুলনায় কিছুটা কম পথ পাড়ি দিতে হবে, যার ফলে কনটেইনার পরিবহন কার্যক্রমে গতি আসবে।

চট্টগ্রাম বন্দরে যে আকারের জাহাজ ভিড়তে পারে, তার চেয়ে বড় জাহাজ ভিড়তে পারবে বে টার্মিনালে। বর্তমানে চট্টগ্রাম বন্দরে সর্বোচ্চ ২০০ মিটার দীর্ঘ ও ১০ মিটার ড্রাফটের জাহাজ ভিড়তে পারে। অন্যদিকে বে টার্মিনালে ভিড়তে পারবে ২৬০ মিটার দীর্ঘ ও ১২ মিটার ড্রাফটের জাহাজ। ছয় থেকে আট হাজার টিইইউ ধারণক্ষমতার কনটেইনার জাহাজ এই টার্মিনালে বার্থিং করতে পারবে। আর এই বার্থিংয়ের সময় জোয়ার-ভাটার জটিল হিসাব মাথার রাখতে হবে না। দিন-রাত ২৪ ঘণ্টাই নেভিগেশন করা যাবে বে টার্মিনালে। এই বিশেষ সুবিধা চট্টগ্রাম বন্দরের কার্গো হ্যান্ডলিং সক্ষমতা অনেকাংশে বাড়িয়ে দেবে।

আলোকিত ভবিষ্যতের পথে যাত্রা

চট্টগ্রামকে বলা হয় বাংলাদেশের বাণিজ্যিক রাজধানী। দেশের মোট রপ্তানি বাণিজ্যের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ সম্পন্ন হয় চট্টগ্রামের ওপর দিয়ে। আমদানি বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এ হার আরও বেশি। দেশের মোট রাজস্ব আয়ের ৬০ শতাংশ আসে চট্টগ্রামকেন্দ্রিক ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে।

অনন্য ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে চট্টগ্রামের সামনে বিশ্বের অন্যতম গতিশীল ও বেগবান দুটি অর্থনৈতিক অঞ্চল সার্ক ও আসিয়ানের সংযোগ কেন্দ্র হয়ে ওঠার সম্ভাবনা রয়েছে। প্রস্তাবিত ট্রান্স-এশিয়ান হাইওয়ে ও রেলওয়ে করিডোরের সাথে চট্টগ্রামের সরাসরি সংযোগ স্থাপন হবে। চট্টগ্রামে আন্তর্জাতিক সমুদ্র, বিমান, রেল ও সড়ক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হলে তা সার্ক ও আসিয়ান অঞ্চলসহ বিশ্বের অন্যান্য অর্থনৈতিক অঞ্চলের সাথে চট্টগ্রামের বাণিজ্যিক সংযোগ প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখবে।

উদ্বোধনকৃত ও বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পগুলো বৃহত্তর চট্টগ্রাম অঞ্চলের অর্থনীতি, বাণিজ্য ও শিল্পোৎপাদনে গতি আনবে এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের গতিকে ত্বরান্বিত করবে। সার্বিকভাবে একটি স্মার্ট ও উন্নত অর্থনীতির বাংলাদেশ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে এসব উন্নয়ন প্রকল্প।

ঘটনাপ্রবাহে মেরিটাইম বিশ্ব ২০২৩

সংকটের মধ্যেও সুদিনের আভাস

আরও একটি ঘটনাবহুল বছর পার করতে যাচ্ছে বৈশ্বিক মেরিটাইম খাত। ব্ল্যাক সি গ্রেইন ইনিশিয়েটিভ থেকে রাশিয়া সরে আসায় বৈশ্বিক শিপিং খাতে নতুন করে সংকট তৈরি হয়েছে। এর পাশাপাশি জলবায়ু সংকট, লোহিত সাগরের অস্থিতিশীল পরিস্থিতির মতো প্রভাবকের কারণে সংকট আরও ঘনীভূত হয়েছে। এছাড়া শ্রমিক আন্দোলনের কারণে যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার পশ্চিম উপকূলীয় বন্দরগুলোয় নেমে আসে স্থবিরতা। তবে বছরের দ্বিতীয়ার্ধে ইউক্রেনের অস্থায়ী মানবিক করিডোরের ঘোষণা, শ্রমিক ধর্মঘটের সমাপ্তির মতো স্বস্তির বাতাসও মিলেছে। এছাড়া ইতিবাচক আরও কিছু খবর সমুদ্র পরিবহন খাতে সুদিন আসার ইঙ্গিত দিচ্ছে।

বন্দরবার্তা ডেস্ক

জাহাজ ভাঙা শিল্পের সুসময়ের পূর্বাভাস

সমুদ্র শিল্পে নিঃসরণ প্রতিরোধে নিত্যনতুন সব বিধিবিধান চালু করা হচ্ছে। বিশেষ করে জাহাজগুলোর নিঃসরণ প্রতিরোধে নেওয়া হচ্ছে বিভিন্ন উদ্যোগ। বলবৎ হচ্ছে নতুন সব নিয়ম-বিধান, যা সামনের দিনগুলোয় আরও কঠোরভাবে কার্যকর হতে পারে। এর প্রভাবে আগামী এক দশকে রিসাইক্লিংয়ের জন্য জাহাজ বিক্রির সংখ্যা দ্বিগুণ হতে পারে। শিপিং খাতসংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক সংগঠন বাল্টিক অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম কাউন্সিল (বিমকো) এমনটাই মনে করছে।

সংগঠনটি বলছে, নিঃসরণ প্রতিরোধে ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম অর্গানাইজেশনসহ (আইএমও) অন্যান্য সংস্থাগুলো যেসব নীতিমালা এরই মধ্যে গ্রহণ করেছে এবং ভবিষ্যতে করতে যাচ্ছে, সেগুলো প্রতিপালনের জন্য জ্বালানি ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনতে হবে। এর ফলে নতুন নতুন সব জাহাজ নির্মাণের প্রয়োজন হবে। সেক্ষেত্রে মালিকরা পুরনো জাহাজগুলোকে ভাঙার জন্য শিপব্রেকিং ইয়ার্ডগুলোর কাছে বিক্রি করবে।

আলোর মুখ দেখছে বাল্টিক-হরমুজ রেল নেটওয়ার্ক

বাল্টিক উপকূলীয় রুশ বন্দর সেন্ট পিটার্সবার্গ থেকে হরমুজ প্রণালীর তীরবর্তী ইরানের বন্দর আব্বাস পর্যন্ত রেল নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার উদ্যোগটি অনেকদিন ধরেই ঝুলে ছিল। অবশেষে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের পথে বড় একটি বাধা দূর হতে চলেছে।

রাশিয়ার উদ্যোগ 'ইন্টারন্যাশনাল নর্থ-সাউথ ট্রান্সপোর্ট করিডোর' নামের মাল্টিমোডাল বাণিজ্যপথের আওতায় এই নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা হচ্ছে। সমুদ্রপথের পাশাপাশি রেলপথেও পণ্য পরিবহনের সুযোগ থাকবে এই করিডোরে। তবে করিডোরের রেল নেটওয়ার্কটি ইরান সীমান্ত পর্যন্ত গিয়ে থেমে গিয়েছিল। ইরান অংশে আর কোনো কাজ হয়নি। এবার সেই অংশেই রেলপথ নির্মাণ হচ্ছে। এরই মধ্যে বিষয়টি নিয়ে ইরান ও রাশিয়ার মধ্যে ১৬০ কোটি ডলারের একটি চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে।

সাগরে কনটেইনার হারানোর প্রবণতা কমেছে

সাগরে জাহাজ থেকে পড়ে কনটেইনার হারিয়ে যাওয়ার প্রবণতা পড়তির দিকে রয়েছে। ওয়ার্ল্ড শিপিং কাউন্সিলের (ডব্লিউএসসি) প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২২ সালে মোট ৬৬১টি কনটেইনার সাগরে হারিয়ে গেছে। ২০০৮ সালের পরের বছরগুলোর বার্ষিক গড় ১ হাজার ৫৬৬ থেকে এই সংখ্যা অনেকটাই কম। বর্তমানে বিশ্বে প্রতি বছর প্রায় ২৫ কোটি কনটেইনার পরিবহন হয়। এ হিসাবে ২০২২ সালে কনটেইনার হারিয়েছে এক শতাংশের এক-সহস্রাংশেরও কম।

সাধারণত বিরূপ আবহাওয়ায় উত্তাল ঢেউ, জাহাজে-জাহাজে সংঘর্ষ, দুর্ঘটনায় জাহাজডুবি ইত্যাদি কারণে

কনটেইনার সাগরে পড়ে যায়। এতে করে যে কেবল আর্থিক লোকসানই হয়, তা নয়। বরং এর কারণে সামুদ্রিক পরিবেশ বিনষ্ট হওয়ার ঝুঁকিও তৈরি হয়।

সোলাসে নতুন কোড যুক্ত করবে আইএমও

সাগরে চলাচলকারী বাণিজ্যিক জাহাজগুলোর সুরক্ষার জন্য চালু রয়েছে সেফটি অব লাইফ অ্যাট সি (সোলাস) কনভেনশন। তবে স্বয়ংচালিত জাহাজের নিরাপত্তায় কোন চর্চা অনুসরণ করতে হবে, তার উল্লেখ নেই সোলাসে। এই ঘাটতি দূর করার লক্ষ্যে জাতিসংঘের সমুদ্রবিষয়ক সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম অর্গানাইজেশনের (আইএমও) মেরিন সেফটি কমিটি (এমএসসি) সোলাসে নতুন একটি কোড অব অপারেশন যুক্ত করতে যাচ্ছে, যা স্বয়ংচালিত জাহাজের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। ২০২৫ সালের শুরুর দিকেই 'মেরিটাইম অটোনমাস সারফেস শিপ (এমএএসএস)' শীর্ষক নতুন কোডটি কার্যকর করার পরিকল্পনা রয়েছে আইএমওর।

সমুদ্র সুরক্ষায় ইইউর নতুন কর্মপরিকল্পনা

ক্রমবর্ধমান ভূরাজনৈতিক প্রতিযোগিতা, প্রযুক্তি এবং পরিবেশগত হুমকি থেকে সমুদ্রসীমাকে সুরক্ষিত রাখতে নতুন নীতি এবং কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ)। এই কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী, ইইউ পর্যায়ে নৌ-মহড়ার আয়োজন, ইউরোপজুড়ে কোস্ট গার্ডের কার্যক্রম বৃদ্ধি, ইইউ বন্দরগুলোয় সিকিউরিটি ইন্সপেকশন জোরদার করা হবে। সেসঙ্গে উপকূল ও সমুদ্র তীরবর্তী এলাকায় টহল জাহাজের নজরদারি জোরদার, পারস্পরিক তথ্য বিনিময় বৃদ্ধি এবং ইইউ-ন্যাটো সহযোগিতাকে আরও শক্তিশালী করা হবে। এছাড়া সাইবার ও অন্যান্য হামলা থেকে জাহাজ ও গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক স্থাপনাগুলোকে সুরক্ষিত রাখতে নিয়মিত নৌ-মহড়া আয়োজনের পরিকল্পনাও রয়েছে। এর আগে ২০১৪ সালে 'ইইউ মেরিটাইম সিকিউরিটি স্ট্র্যাটেজি' প্রণয়ন করেছিল ইইউ।

পশ্চিম উপকূলীয় বন্দরের জটিলতা নিরসন

শ্রমচুক্তি নিয়ে জটিলতা নিরসনসহ বিভিন্ন দাবিতে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করে আসছিল যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার পশ্চিম উপকূলীয় বন্দরগুলোর ডক শ্রমিকরা। একসময় এই আন্দোলন ধর্মঘটের রূপ নেয়। এতে কানাডার ভ্যাঙ্কুভার ও প্রিন্স রুপার্ট পোর্ট এবং যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলস, লং বিচ, ওকল্যান্ড, টাকোমা ও সিয়াটলের মতো ব্যস্ততম বন্দরগুলোর কার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়ে।

অবশেষে প্রায় এক বছর ধরে চলা এই সংকটের সমাধান হয়েছে। চলতি বছরের মাঝামাঝি সময়ের দিকে শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন ইন্টারন্যাশনাল লংশোর অ্যান্ড ওয়্যারহাউস ইউনিয়নের (আইএলডব্লিউইউ) সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সমঝোতা ও নতুন চুক্তি হওয়ায় এই অচলাবস্থার অবসান হয়।

শীর্ষস্থান দখলের প্রতিযোগিতা

গ্রস টনেজের ভিত্তিতে গ্রিসকে সামান্য ব্যবধানে পেছনে ফেলে বিশ্বের শীর্ষ জাহাজমালিক দেশ হিসেবে জায়গা করে নিয়েছে চীন। ব্রিটিশ গবেষণা প্রতিষ্ঠান ক্লার্কসনস রিসার্চের তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে চীনের মালিকানাধীন বহরের সম্মিলিত গ্রস টনেজ ২৪ কোটি ৯২ লাখ। গ্রিসের গ্রস টনেজ ২৪ কোটি ৯০ লাখ। অবশ্য গ্রস টনেজে চীন এগিয়ে থাকলেও ডেডওয়েট টনের (ডিডব্লিউটি) ভিত্তিতে গ্রিসের শীর্ষস্থান এখনও অটুট। চীনের অবস্থান দ্বিতীয়।

এদিকে বাণিজ্যিক জাহাজ নিবন্ধনকারী শীর্ষ দেশ (ফ্ল্যাগ স্টেট) হিসেবে জায়গা করে নেওয়ার তীব্র প্রতিযোগিতায় নেমেছে পানামা ও লাইবেরিয়া। গত দুই দশক ধরে এই শীর্ষস্থান দখল করে রেখেছে পানামা। তবে গ্রস টনেজের দিক থেকে নিবন্ধনকারী দেশ হিসেবে পানামাকে পেছনে ফেলেছে লাইবেরিয়া। ক্লার্কসন রিসার্চের প্রতিবেদন অনুযায়ী, বর্তমানের লাইবেরিয়ার পতাকাবাহী জাহাজগুলোর মোট গ্রস টনেজ ২৪ কোটি ৬৫ লাখ টন, যা পানামার চেয়ে প্রায় ১ শতাংশ বেশি। তবে জাহাজের সংখ্যার দিক থেকে পানামার চেয়ে অনেক পিছিয়ে লাইবেরিয়া। পানামার বহরে রয়েছে ৮ হাজার ২০০টির বেশি জাহাজ। অন্যদিকে লাইবেরিয়ার পতাকাবাহী জাহাজের সংখ্যা ৫ হাজারের সামান্য বেশি।

ভেস্তে গেল ব্ল্যাক সি গ্রেইন ইনিশিয়েটিভ

জাতিসংঘ ও তুরস্কের মধ্যস্থতায় ২০২২ সালের জুলাইয়ে ব্ল্যাক সি গ্রেইন ইনিশিয়েটিভ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিল রাশিয়া ও ইউক্রেন। এর মাধ্যমে যুদ্ধকালীন দামামার মধ্যে কৃষ্ণসাগর দিয়ে খাদ্যশস্য পরিবহনের নিরাপদ করিডোর তৈরি হয়েছিল। তবে নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষিত না হওয়ার অভিযোগ এনে গত জুলাইয়ে চুক্তি থেকে সরে গেছে রাশিয়া।

রাশিয়া পিছু হঠায় ইউক্রেনের খাদ্যশস্য রপ্তানিতে নতুন করে সংকট তৈরি হয়। তবে ইউক্রেন তাদের বন্দরগুলোয় আটকে থাকা বিদেশি জাহাজগুলোর বের হয়ে যাওয়ার সুবিধার্থে অস্থায়ী মানবিক করিডোর চালু করেছে। এই করিডোর সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ লক্ষ্যে ব্যবহৃত হওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে রাশিয়াকে উদ্যোগটিতে সমর্থনের আহ্বান জানিয়েছে ইউক্রেন।

টাইটানের করুণ পরিণতি

বিশ্বখ্যাত জাহাজ টাইটানিকের ধ্বংসাবশেষ দেখতে গত জুনে পাঁচ আরোহী নিয়ে ডুব দিয়েছিল ওশানগেট এক্সপেডিশনের ডুবোযান আরওভি টাইটান। কিন্তু সাগরের নিচে দুই ঘণ্টার যাত্রা শুরুর ১ ঘণ্টা ৪০ মিনিটের মাথায় সেটি দূরনিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ হারিয়ে ফেলে। ডুবোযানটিতে জরুরি পরিস্থিতিতে ৯৬ ঘণ্টা পর্যন্ত অক্সিজেন সরবরাহের ব্যবস্থা ছিল।

এরপর টাইটানকে উদ্ধারে অভিযান চালানো হলেও ডুবোযানটি এবং এর আরোহীদের উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। শেষ পর্যন্ত করুণ পরিণতিই বরণ করে নিতে হয় তাদের। এই পাঁচ অভিযাত্রী হলেন ব্রিটিশ ধনকুবের হামিশ হারডিং, ফরাসি ডুবুরি পল-হেনরি নারজিওলেট, পাকিস্তানি বিলিয়নেয়ার শাহজাদা দাউদ ও তার ছেলে সুলাইমান দাউদ এবং ওশানগেটের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) স্টকটন রাশ।

আইএমওর পরবর্তী মহাসচিব ডমিঙ্গেজ ভেলাস্কো

ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম অর্গানাইজেশনের (আইএমও) নতুন মহাসচিব নির্বাচিত হয়েছেন সংস্থাটির মেরিটাইম এনভায়রনমেন্ট প্রটেকশন ডিভিশনের প্রধান ও পানামার প্রতিনিধি আর্সেনিও অ্যান্টোনিও ডমিঙ্গেজ ভেলাস্কো। গত জুলাইয়ে আইএমওর কাউন্সিল সভায় ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হন তিনি।

পেশাগত জীবনে একজন নৌ-প্রকৌশলী ডমিঙ্গেজ ২০১৭ সাল থেকে আইএমওর মেরিন এনভায়রনমেন্ট ডিভিশনের পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এছাড়া তিনি সংস্থাটির সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট কমিটিরও একজন সদস্য। আইএমওর সঙ্গে তার সম্পর্ক ২০০৪ সাল থেকে। সে বছর তিনি সংস্থাটিতে পানামার অল্টারনেট রিপ্রেজেন্টেটিভ নিযুক্ত হন। ২০১৪ সালে আইএমওর পূর্ণাঙ্গ প্রতিনিধি নিযুক্ত হন ডমিঙ্গেজ।

লাতিন আমেরিকার প্রথম কোনো ব্যক্তি হিসেবে আইএমওর মহাসচিব হতে যাচ্ছেন ডমিঙ্গেজ। আইএমওর বর্তমান মহাসচিব কিটাক লামের স্থলাভিষিক্ত হবেন তিনি। দক্ষিণ কোরীয় নাগরিক লামের মেয়াদ ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত।

বেইজিং কনভেনশনে ১৫ দেশের স্বাক্ষর

ইউনাইটেড নেশনস কনভেনশন অন দ্য ইন্টারন্যাশনাল ইফেক্টস অব জুডিসিয়াল সেলস অব শিপসে (যেটি বেইজিং কনভেনশন অন দ্য জুডিসিয়াল সেল অব শিপস হিসেবেও পরিচিত) স্বাক্ষর করেছে ১৫টি দেশ। গত সেপ্টেম্বরে চীনের বেইজিংয়ে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে কনভেনশনটিতে স্বাক্ষর করে চীন, বুরকিনো ফাসো, কমোরোস, এল সালভাদর, গ্রেনাডা, হন্ডুরাস, কিরিবাতি, লাইবেরিয়া, সাও তোমে অ্যান্ড প্রিন্সিপি, সৌদি আরব, সেনেগাল, সিয়েরা লিওন, সিঙ্গাপুর, সুইজারল্যান্ড ও সিরিয়া।

সাধারণত কোনো জাহাজ বা জাহাজমালিকের বিরুদ্ধে কোনো ধরনের ক্ষতিপূরণ দাবি থাকলে যে দেশে ঘটনা ঘটবে, সেই দেশের আদালত সেটি নিষ্পত্তি করার ক্ষমতা রাখেন। এক্ষেত্রে যদি জাহাজটি বিক্রি করে ক্ষতিপূরণ দেওয়া লাগে, তাহলে সেই আদেশ দেওয়ার ক্ষমতাও রয়েছে কেবল আদালতের। একে বলা হয় জাহাজের জুডিসিয়াল সেল।

প্রশান্ত মহাসাগরীয় জোট সিপিটিপিপিতে যোগ যুক্তরাজ্যের

জাপান, অস্ট্রেলিয়াসহ প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের ১১টি দেশের গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য চুক্তি কম্প্রিহেনসিভ অ্যান্ড প্রগ্রেসিভ এগ্রিমেন্ট ফর ট্রান্স-প্যাসিফিক পার্টনারশিপে (সিপিটিপিপি) আনুষ্ঠানিকভাবে যোগ দিয়েছে যুক্তরাজ্য। এর মাধ্যমে মুখ থুবড়ে পড়া ট্রান্স-প্যাসিফিক পার্টনারশিপের (টিপিপি) বিবর্তিত রূপের জোটটির সদস্য সংখ্যা ১২টিতে উন্নীত হলো। ২০১৮ সালে ১১টি দেশকে নিয়ে যাত্রা হয় সিপিটিপিপির। এরপর প্রথম কোনো নতুন দেশ হিসেবে এতে যুক্ত হলো যুক্তরাজ্য।

এদিকে চীন, তাইওয়ানসহ যেসব দেশ সিপিটিপিপিতে যোগদানের জন্য আবেদন করেছে, তারা চুক্তির 'উচ্চ মানদণ্ড' অনুসরণ করে চলার যোগ্যতা রাখে কিনা, সেই বিষটি যাচাই-বাছাই করে দেখা হচ্ছে বলে জোটের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। চীন-তাইওয়ান ছাড়াও ইউক্রেন, কোস্টারিকা, উরুগুয়ে ও একুয়েডর সিপিটিপিপিতে যোগ দেওয়ার জন্য আবেদন করে রেখেছে।

সবুজ রূপান্তরে জোরদার উদ্যোগ

প্রথাগত জীবাশ্ম জ্বালানির পরিবর্তে পরিবেশবান্ধব জ্বালানি ব্যবহারের মাধ্যমে জাহাজ ও বন্দর পরিচালনায় নিঃসরণ কমানোর বৈশ্বিক উদ্যোগ গতি পেয়েছে। বন্দরগুলোয় সবুজ জ্বালানি ব্যবহারে প্রণোদনা দেওয়া হচ্ছে। নিষিদ্ধ করা হচ্ছে দূষক জ্বালানির ব্যবহার। গ্রিন করিডোরের ঐচ্ছিক উদ্যোগও সম্প্রসারিত হচ্ছে। সব মিলিয়ে সবুজ রূপান্তরের ইতিবাচক ভবিষ্যৎ নিয়ে আশাবাদী হওয়াই যায়।

বন্দরবার্তা ডেস্ক

গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ কমাতে নতুন কর্মকৌশল আইএমওর

শিপিং খাতে নিঃসরণ কমানোর লক্ষ্যে সংশোধিত কর্মকৌশল ও গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণের নিট-জিরো স্ট্যাটাস অর্জনের পথে এগিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে নতুন লক্ষ্যমাত্রা গ্রহণ করেছে ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম অর্গানাইজেশন (আইএমও)। গত ৩-৭ জুলাই লন্ডনে অনুষ্ঠিত আইএমওর মেরিন এনভায়রনমেন্ট প্রটেকশন কমিটির (এমইপিসি) ৮০তম অধিবেশনে এই ঐকমত্য তৈরি হয়।

২০২৩ আইএমও স্ট্র্যাটেজি অন রিডাকশন অব গ্রিনহাউস গ্যাস এমিশন ফ্রম শিপস (২০২৩ আইএমও গ্রিনহাউস গ্যাস স্ট্র্যাটেজি) শীর্ষক এই কর্মকৌশলে মোটা দাগে যেসব উচ্চাকাঙ্ক্ষা বা লক্ষ্যমাত্রার কথা বলা হয়েছে, সেগুলো হলো :

- নতুন যেসব জাহাজ নির্মাণ করা হবে, সেগুলোয় জ্বালানি কার্যদক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে জাহাজের কার্বন নিঃসরণ কমানো।
- ২০৩০ সাল নাগাদ শিপিং খাতে পণ্য পরিবহন কার্যক্রমে কার্বন-ডাইঅক্সাইড নিঃসরণের পরিমাণ ২০০৮ সালের তুলনায় অন্তত ৪০ শতাংশ কমানোর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য আন্তর্জাতিক সমুদ্র পরিবহন খাতে কার্বন তীব্রতা কমানো।
- ২০৩০ সাল নাগাদ নিঃসরণমুক্ত অথবা স্বল্প নিঃসরণকারী জ্বালানি, প্রযুক্তি ও শক্তির ব্যবহার অন্তত ৫ শতাংশ নিশ্চিত করা এবং সম্ভব হলে ১০ শতাংশে উন্নীত করা।
- বিভিন্ন দেশের জাতীয় পরিস্থিতির ভিন্নতা যেমনই হোক না কেন, ২০৫০ সাল নাগাদ গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণের নিট জিরো পর্যায়ে পৌঁছানোর লক্ষ্যে যত দ্রুত সম্ভব পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

আইএমওর কর্মকৌশলে দুটি নির্দেশক চেকপয়েন্টের কথা বলা হয়েছে। এগুলো হলো–

- ২০৩০ সাল নাগাদ আন্তর্জাতিক সমুদ্র পরিবহন খাতে মোট বার্ষিক গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণের পরিমাণ ২০০৮ সালের তুলনায় অন্তত ২০ শতাংশ কমানো এবং সম্ভব হলে এই হার ৩০ শতাংশে উন্নীত করা।
- ২০৪০ সাল নাগাদ বার্ষিক নিঃসরণের মোট পরিমাণ অন্তত ৭০ শতাংশ এবং সম্ভব হলে ৮০ শতাংশ পর্যন্ত কমানো।

জি৭ মন্ত্রীদের প্রতিশ্রুতি

জাপানের সাপ্পোরো শহরে গত এপ্রিলে অনুষ্ঠিত জি৭ দেশগুলোর জ্বালানি ও পরিবেশবিষয়ক মন্ত্রীদের দুই দিনব্যাপী বৈঠকে সবুজ রূপান্তরের পালে হাওয়া দিতে জলবায়ু ও জ্বালানিবিষয়ক প্রয়োজনীয় সব ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। জি৭ দেশগুলো হলো কানাডা, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, জাপান, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ)। বৈশ্বিক অর্থনীতির প্রায় ৪০ শতাংশ, বৈশ্বিক জ্বালানি চাহিদার ৩০ শতাংশ ও বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রক্রিয়ায় মোট কার্বন-ডাইঅক্সাইড নিঃসরণের ২৫ শতাংশে হিস্যা রয়েছে এই জোটের। এ কারণে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সমুদ্র পরিবহনের মতো কার্বন-নিবিড় শিল্প খাতগুলোয় নিঃসরণ কমানোর ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ফোরাম হিসেবে দেখা হয় জি৭-কে।

গ্রিন করিডোরের ব্যাপ্তি বাড়ছে

বৈশ্বিক নিঃসরণ কমানোর প্রচেষ্টায় নিজেদের অবস্থান থেকে অবদান রাখার প্রচেষ্টা রয়েছে সমুদ্র পরিবহন খাতের। জাতিসংঘের সমুদ্রবিষয়ক সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম অর্গানাইজেশনেরও (আইএমও) এ বিষয়ে কিছু উদ্যোগ রয়েছে। তবে এসবের বাইরে বন্দর কর্তৃপক্ষগুলো পরিবেশবান্ধব শিপিং রুট প্রতিষ্ঠায় স্বেচ্ছায় উদ্যোগ নিচ্ছে, যার অন্যতম হলো গ্রিন করিডোর প্রতিষ্ঠা। এরই মধ্যে কয়েকটি বন্দরের মধ্যে গ্রিন করিডোর প্রতিষ্ঠায় চুক্তি হয়েছে।

২০২৫ সাল নাগাদ নিজেদের মধ্যে একটি পরিবেশবান্ধব ও ডিজিটাল শিপিং করিডোর প্রতিষ্ঠার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছে অস্ট্রেলিয়া ও সিঙ্গাপুর। এর আগে ২০২২ সালে গ্রিন করিডোর প্রতিষ্ঠার বিষয়ে নেদারল্যান্ডসের রটারডাম বন্দর কর্তৃপক্ষের সঙ্গেও একটি চুক্তি করে তারা। এছাড়া সিঙ্গাপুরের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলস ও লং বিচ বন্দর, সুইডেনের গোথেনবার্গ বন্দরের সঙ্গে নেদারল্যান্ডসের রটারডাম ও বেলজিয়ামের নর্থ সি পোর্ট এবং লস অ্যাঞ্জেলস বন্দরের সঙ্গে জাপানের টোকিও ও ইয়োকোহামা বন্দরকে গ্রিন করিডোরের মাধ্যমে যুক্ত করতে এরই মধ্যে চুক্তি হয়েছে।

রটারডামে সবুজ জ্বালানিতে বিশেষ সুবিধা

এখন থেকে যেসব জাহাজ নেদারল্যান্ডসের রটারডাম বন্দরে ফুয়েল বাংকারিংয়ের ক্ষেত্রে সবুজ জ্বালানি ভর্তি করবে, সেসব জাহাজ পোর্ট ফিতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে ছাড় পাবে। জিরো এমিশন মেরিটাইম বায়ারস অ্যালায়েন্স (জিইএমবিএ) কর্মসূচি প্রতিপালন এবং সমুদ্র শিল্পে কার্বন নিঃসরণ কমাতে ভূমিকা রাখা অংশীজনদের স্বীকৃতি প্রদানের অংশ হিসেবে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে রটারডাম বন্দর কর্তৃপক্ষ।

রটারডাম বন্দরের এই সুবিধা ভোগ করতে হলে জাহাজগুলোকে বন্দরে এমন জ্বালানি বাংকারিং করতে হবে, যেগুলো অন্তত ৯০ শতাংশ পর্যন্ত গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ কমাবে। এই ধরনের জ্বালানির মধ্যে রয়েছে গ্রিন মিথানল ও অ্যামোনিয়া।

বন্দরে হাইড্রোজেনভিত্তিক জ্বালানি ব্যবহারের পরিকল্পনা ভারতের

নিজেদের বন্দর খাতে জলবায়ু কর্মসূচি নিয়ে আরও অগ্রসর হচ্ছে ভারত। দেশটির সরকার 'হরিৎ সাগর' শীর্ষক একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে, যার মূল লক্ষ্য ২০৩৫ সাল নাগাদ দেশটির শীর্ষ ১২টি বন্দরে যেন হাইড্রোজেনভিত্তিক জ্বালানির ব্যবহার নিশ্চিত হয়।

জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ন্ত্রণে হাইড্রোজেনকে সম্ভাবনাময় একটি বিকল্প জ্বালানি হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে সারা বিশ্বেই। ভারতও এই সবুজ জ্বালানি ব্যবহারের ওপর জোর দিচ্ছে। হরিৎ সাগর সেই উদ্যোগেরই ফসল। ২০৩০ সাল নাগাদ প্রতি টন কার্গো হ্যান্ডলিংয়ের সময় কার্বন নিঃসরণ এক-চতুর্থাংশ ও ২০৪৭ সাল নাগাদ দুই-তৃতীয়াংশ কমানোর সার্বিক লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে ভারত সরকারের।

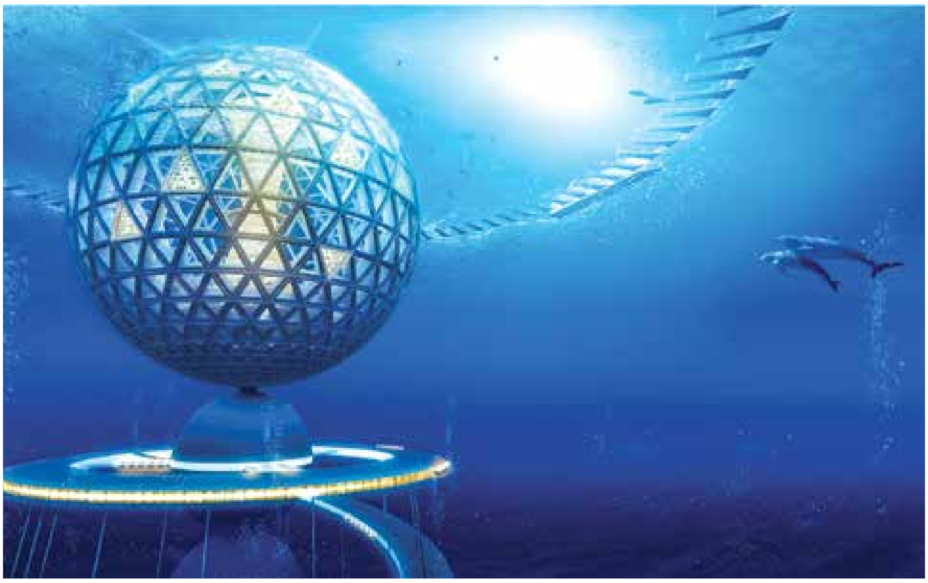

প্রযুক্তির ব্যবহারে টেকসই হচ্ছে সমুদ্র শিল্প

প্রযুক্তির উৎকর্ষ সমুদ্র শিল্পকে টেকসই ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে নিচ্ছে। বিশেষ করে সুনীল অর্থনীতির জোয়ারে যান্ত্রিক, কারিগরি, প্রকৌশল, তথ্য ও যোগাযোগ, ডিজিটাল—সব খাতেই প্রযুক্তির ব্যবহার বেড়েছে। একই সঙ্গে এসব খাতে সুরক্ষা এবং গবেষণা ও উন্নয়নে (আরঅ্যান্ডডি) বিনিয়োগও উর্ধ্বমুখী।

বন্দরবার্তা ডেস্ক

সিসিএস প্রক্রিয়ায় সাগরপৃষ্ঠে কার্বন-ডাইঅক্সাইড সংরক্ষণ

কার্বন ক্যাপচার অ্যান্ড স্টোরেজ (সিসিএ) প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রথমবারের মতো সাগরের তলদেশে কার্বন-ডাইঅক্সাইড সংরক্ষণ করেছে গ্রিনস্যান্ড প্রকল্প। সিসিএ প্রয়োগের লাইসেন্স পাওয়ার পর ২৩টি সংস্থার কনসোর্টিয়াম নিয়ে গঠিত প্রকল্পটি বেলজিয়ামের একটি শিল্পকারখানা থেকে সফলভাবে কার্বন-ডাইঅক্সাইড সংগ্রহ করে। সংগৃহীত তরল কার্বন-ডাইঅক্সাইড ক্যানিস্টারে ঢুকিয়ে বিশেষভাবে সজ্জিত উপকূলীয় জাহাজ অরোরা স্টর্মে করে ডেনিশ উত্তর সাগরের নিনি ওয়েস্ট তেলক্ষেত্রে নিয়ে যাওয়া হয়। বিশেষ পাম্পিং সিস্টেমের মাধ্যমে কার্বন-ডাইঅক্সাইড সাগরতলের ১ হাজার ৮০০ মিটার গভীরে সংরক্ষণ করা হয়। আশা করা যাচ্ছে, ২০৩০ সাল নাগাদ গ্রিনস্যান্ড প্রকল্প বছরে ৮ মিলিয়ন টন কার্বন-ডাইঅক্সাইড সংরক্ষণ করতে পারবে, যা ডেনমার্কের মোট কার্বন নির্গমনের ১৩ শতাংশ।

বিশ্বের গভীরতম অফশোর টার্বাইন ফাউন্ডেশন

স্কটল্যান্ডের সিগ্রিন উইন্ড ফার্মে গত এপ্রিলে ১৯২ ফুট গভীরতায় একটি অফশোর উইন্ড টার্বাইন ফাউন্ডেশন স্থাপন করা হয়। বিশ্বে গভীর সমুদ্র বায়ুবিদ্যুৎ প্রকল্পে এটি এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি গভীরতায় স্থাপিত টার্বাইন ফাউন্ডেশন।

সিগ্রিন উইন্ড ফার্মটির অবস্থান নর্থ সি-তে, স্কটল্যান্ডের পূর্ব উপকূল থেকে প্রায় ১৭ মাইল দূরে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের দায়িত্বে রয়েছে এসএসই রিনিউয়েবলস, আর ওনারশিপ পার্টনার হিসেবে রয়েছে টোটালএনার্জিস। স্কটল্যান্ডের সবচেয়ে বড় অফশোর উইন্ড ফার্ম হতে যাচ্ছে এটি। এর আগে ২০২২ সালের অক্টোবরে একই উইন্ড ফার্মে ১৮৮ ফুট গভীরতায় একটি ফাউন্ডেশন বসায় এসএসই রিনিউয়েবলস। প্রতিষ্ঠানটি জানিয়েছে, উইন্ড ফার্মটির অবস্থান এমন জায়গায় যে, সেখানে ১৮০ ফুটের বেশি গভীরতায় আরও কয়েকটি টার্বাইন ফাউন্ডেশন স্থাপন করতে হবে।

উপকূল গবেষণায় সিঙ্গাপুরে নতুন প্রতিষ্ঠান

উপকূল রক্ষা ও বন্যা ব্যবস্থাপনায় বিশেষজ্ঞ ও দক্ষ পেশাজীবী তৈরির লক্ষ্যে নতুন একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান চালু করেছে সিঙ্গাপুর। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সমুদ্রস্তরের উচ্চতা বৃদ্ধির সমস্যা মোকাবিলায় দেশীয় জনবলের দক্ষতা বাড়ানোর লক্ষ্যে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

সিঙ্গাপুরের ন্যাশনাল ওয়াটার এজেন্সি পিইউবি ও ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব সিঙ্গাপুরের (এনইউএস) যৌথ উদ্যোগে কোস্টাল প্রটেকশন অ্যান্ড ফ্লাড রেজিলিয়েন্স ইনস্টিটিউট (সিএফআই সিঙ্গাপুর) নামের নতুন প্রতিষ্ঠানটি গত সেপ্টেম্বরে উদ্বোধন করা হয়। পিইউবির ১২ কোটি ৫০ লাখ ডলারের কোস্টাল প্রটেকশন অ্যান্ড ফ্লাড ম্যানেজমেন্ট রিসার্চ প্রোগ্রামের কেন্দ্রে রয়েছে এই ইনস্টিটিউট।

কসকো শিপিংয়ের নতুন স্মার্ট প্ল্যাটফর্ম

নতুন একটি স্মার্ট সেইলিং প্ল্যাটফর্ম চালু করেছে কসকো শিপিং লাইনস। এই প্ল্যাটফর্মের একটি বড় বৈশিষ্ট্য হলো-এতে কার্বন ইনটেনসিটি ইন্ডিকেটর (সিআইআই) ডিজিটাল টুলবক্স, সংঘর্ষ-প্রতিরোধী কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও ক্রুদের আচরণ পর্যবেক্ষণকারী ব্যবস্থা রয়েছে।

জাহাজ পরিবহন সেবার মান ও সক্ষমতা বৃদ্ধি কসকোর এই স্মার্ট সেইলিং প্ল্যাটফর্ম চালুর মূল লক্ষ্য। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, বিগ ডেটা, ইন্টারনেট অব থিংসসহ (আইওটি) নতুন প্রজন্মের আরও কিছু তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে প্ল্যাটফর্মটি তৈরি করা হয়েছে।

নিরাপদে লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারি পরিবহনের জন্য তৈরি হচ্ছে নির্দেশিকা

সাম্প্রতিক বছরগুলোয় বৈদ্যুতিক গাড়ির চাহিদা ও ব্যবহার দুটোই বেড়েছে। আর এর সুবাদে বেড়েছে সমুদ্রপথে কনটেইনারে লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারি পরিবহন। তবে এই ধরনের ব্যাটারি পরিবহনের ক্ষেত্রে অগ্নিসংযোগসহ বেশকিছু ঝুঁকি থাকে। সমুদ্র পরিবহনের প্রতিটি ধাপে নিরাপদে লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারি বহনের জন্য অংশীদারদের সাথে মিলিতভাবে 'লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারিজ ইন কনটেইনারস গাইডলাইনস (১০১.এ)' তৈরি করছে কার্গো ইনসিডেন্ট নোটিফিকেশন সিস্টেম নেটওয়ার্ক। এর পাশাপাশি রেগুলেটরি কমপ্লায়েন্স চেকলিস্ট, রিস্ক ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ইমার্জেন্সি রেসপন্স এবং প্রশিক্ষণ ও শিক্ষামূলক সচেতনতা-সংক্রান্ত আরও তিনটি নথি প্রকাশের পরিকল্পনা রয়েছে তাদের। অগ্নিকাণ্ডের ঝুঁকি এড়াতে শিপিং কোম্পানিগুলো নিয়ন্ত্রিত মাত্রায় চার্জযুক্ত ব্যাটারি পরিবহন করে।

ঝুঁকিপূর্ণ এফএসও থেকে তেল স্থানান্তর

লোহিত সাগরে ইয়েমেন উপকূল থেকে ৪ দশমিক ৮ নটিক্যাল মাইল গভীরে রাস ইসা অঞ্চলে ১৯৮৮ সাল থেকে নোঙর করে রাখা ছিল পুরনো ফ্লোটিং স্টোরেজ অফশোর (এফএসও) ইউনিট সেফার। অনেকদিন ধরেই সেফারকে ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে সতর্ক করে আসছিল জাতিসংঘ।

এদিকে সেফারে থাকা প্রায় ১১ লাখ ব্যারেল লাইট ক্রুড (অপরিশোধিত তেলের একটি গ্রেড) মাথাব্যথা হয়ে দাঁড়িয়েছিল আইএমওর জন্য। কারণ ইউনিটটি ভেঙে পড়লে বা সেখানে কোনো বিস্ফোরণ ঘটলে যে পরিমাণ তেল ছড়িয়ে পড়বে, তা আটকানোর সক্ষমতা ইয়েমেনের নেই। এ কারণে জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির (ইউএনডিপি) তত্ত্বাবধানে এফএসওটি থেকে তেল সরিয়ে নেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। গত আগস্টে শিপ-টু-শিপ ট্রান্সফার পদ্ধতিতে তেল সরানোর এই কাজ করে নেদারল্যান্ডসভিত্তিক কোম্পানি রয়েল বোসকালিস ওয়েস্টমিনস্টারের সাবসিডিয়ারি স্মিট স্যালভেজ।

রূপান্তরিত এই সুপার ট্যাংকার ইয়েমেনের মারিব তেলক্ষেত্র থেকে আসা অপরিশোধিত জ্বালানি তেল গ্রহণ, সংরক্ষণ ও রপ্তানির কাজে ব্যবহৃত হচ্ছিল। তবে ২০১৫ সালে ইয়েমেন যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকেই এর কার্যক্রম বন্ধ ছিল।

আশঙ্কাজনক গতিতে বাড়ছে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন

গত পাঁচ মাস ধরে বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধির পরিমাণ আগের সব রেকর্ডকে ছাড়িয়ে গেছে। সম্প্রতি অক্সফোর্ড ওপেন ক্লাইমেট চেঞ্জ জার্নালে প্রকাশিত এক গবেষণায় স্মরণকালের সর্বোচ্চ উষ্ণায়নের সম্ভাব্য কারণ হিসেবে জাহাজের দূষণ কমানোকে দায়ী করেছেন একদল বিজ্ঞানী।

সমুদ্রপথে চলাচলের সময় জ্বালানি ব্যবহারের বাই-প্রোডাক্ট হিসেবে বাণিজ্যিক জাহাজগুলো নাইট্রোজেন অক্সাইড, সালফার অক্সাইড, গ্রিনহাউস গ্যাসসহ নানা বায়ুদূষণকারী উপাদান নির্গত করে। জাহাজের এগজস্ট দিয়ে নির্গত সালফার বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করলে দূষণের ক্ষুদ্র কণার চারপাশে জলীয়বাষ্প ঘনীভূত হয় এবং মেরিন ক্লাউড বা শিপ ট্র্যাকসের সৃষ্টি করে। বিশাল অঞ্চলজুড়ে বিস্তৃত শিপ ট্র্যাকস সূর্যের আলোকে প্রতিফলিত করে বায়ুমণ্ডলে তাপমাত্রার প্রবেশ রোধে সহায়তা করে।

সমুদ্র পরিবহন খাতের বায়ুদূষণ কমানোর লক্ষ্যে ২০২০ সালে ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম অর্গানাইজেশন (আইএমও) সালফার নির্গমনের মাত্রা ৩ দশমিক ৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে দশমিক ৫ শতাংশে নামিয়ে আনে। এর ফলে মেরিন ক্লাউডের পরিমাণ অনেকাংশে কমে যায় এবং সমুদ্রে তাপমাত্রা শোষণের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। এতে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল থেকে যতটা তাপ অবমুক্ত হচ্ছে, তার চেয়ে বেশি তাপ পৃথিবীতে আটকে যাচ্ছে এবং তাপমাত্রার ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি হচ্ছে।

গবেষণায় স্বনামধন্য মার্কিন বিজ্ঞানী জেমস হ্যানসন জানান, বর্তমানে পৃথিবীর তাপমাত্রার ভারসাম্যহীনতা এক দশক আগের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। শিপ ট্র্যাক বা মেরিন ক্লাউড কমাতে সালফারের নির্গমন প্রায় ৮০ শতাংশ কমিয়ে আনা হয়েছে। পরীক্ষামূলকভাবে প্রয়োগ করা বৈশ্বিক এই জিওইঞ্জিনিয়ারিং অপ্রত্যাশিতভাবে বৈশ্বিক উষ্ণায়নের অন্যতম প্রধান নিয়ামকে পরিণত হয়েছে। তাপমাত্রার এই ভারসাম্যহীনতার কারণেই বৈশ্বিক উষ্ণায়ন আরও ত্বরান্বিত হবে এবং মেরু অঞ্চলের বরফ দ্রুত গলতে শুরু করবে বলে মনে করেন হ্যানসন। তার মতে, আইএমওর বায়ুদূষণরোধী আইনগুলো জলবায়ুর ওপর উষ্ণায়নের দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব বিস্তার করবে এবং বিশ্ববাসী প্যারিস চুক্তি অনুযায়ী তাপমাত্রার বৃদ্ধি ১ দশমিক ৫ ডিগ্রিতে আটকে রাখা ব্যর্থ হবে। তাপমাত্রা বৃদ্ধির পরিমাণ ২ ডিগ্রিতে পৌঁছে যাবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেন তিনি।

গবেষণাপত্রে হ্যানসন ও তার সহকর্মীরা চলমান সমস্যার সমাধানে বৈশ্বিক কার্বন কর আরোপ, বায়ুমণ্ডলে ইচ্ছাকৃতভাবে সালফার ছিটিয়ে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ এবং পৃথিবীর বিকিরণ ভারসাম্যহীনতা কমিয়ে বৈশ্বিক উষ্ণায়নে লাগাম টানার পরামর্শ দেন। প্রসঙ্গত, সাম্প্রতিক এই গবেষণার সঙ্গে অনেক বিজ্ঞানী একাত্মতা পোষণ করলেও অনেকেই এর মানদণ্ড নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন।

২০২৪ সালে ইইউ কার্বন শুল্ক বাবদ বৈশ্বিক শিপিং খাতের সম্ভাব্য ব্যয় ৩৬০ কোটি ডলার

জলবায়ু পরিবর্তনে লাগাম টানতে আগামী ১ জানুয়ারি থেকে শিপিং খাতের কার্বন নির্গমনের ওপর শুল্ক আরোপ করবে ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ)। গ্লোবাল শিপিং কনসালট্যান্ট ড্রিউরির বিশ্লেষণ অনুযায়ী, ২০২৪ সালে ইইউর এমিশন ট্রেডিং সিস্টেমের (ইটিএস) আওতায় ইউরোপীয় বন্দরে আসা-যাওয়া করা জাহাজগুলোকে আনুমানিক ৩৬০ কোটি ডলার কার্বন শুল্ক পরিশোধ করতে হবে।

ক্ল্যাসিফিকেশন সোসাইটি ডিএনভির তথ্যমতে, প্রতি টন কার্বন নির্গমন বাবদ জাহাজগুলোকে প্রায় ১০০ ডলার কার্বন শুল্ক দিতে হবে। এমন অবস্থায় এটিএসের আওতায় ইউরোপ ও এশিয়ায় কার্যক্রম পরিচালনাকারী একটি কনটেইনার জাহাজকে ৮ লাখ ৮৭ হাজার ডলার কার্বন শুল্ক পরিশোধ করতে হবে, যা তার বার্ষিক জ্বালানি ব্যয়ের ১০ শতাংশ। ব্যয় কমাতে শিপিং কোম্পানিগুলো তাই শিপ টু শিপ ট্রান্সফার এবং ইউরোপের নিকটবর্তী বন্দরে কার্যক্রম পরিচালনার কথা ভাবছে।

স্পট রেটের লাগাতার পতনে প্রভাবিত হবে দীর্ঘমেয়াদি ফ্রেইট রেট

সম্প্রতি ফ্রেইটোস বাল্টিক গ্লোবাল স্পট ইনডেক্স ২০১৮ সালের এপ্রিলের পর সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে এসেছে। স্পট রেটের লাগাতার নিম্নমুখিতা দীর্ঘমেয়াদি ফ্রেইট রেটের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। স্পট রেটের পতন অব্যাহত থাকলে পণ্য পরিবহনের বার্ষিক চুক্তির মূল্যমান কমার আশঙ্কা প্রকাশ করছেন বিশেষজ্ঞরা।

গত এক বছরে জেনেটা শিপিং ইনডেক্সে দীর্ঘমেয়াদি ফ্রেইট রেট সূচক ৬২ দশমিক ২ শতাংশ কমেছে। ২০২৪ সালে বৈশ্বিক শিপিং খাতে বেশকিছু নতুন নিয়মকানুন বলবৎ হলে চলমান পরিস্থিতি আরও খারাপ হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এমন অবস্থায় আগামী বছর নতুন করে বার্ষিক পণ্য পরিবহন চুক্তি সম্পাদনের সময় দীর্ঘমেয়াদি ফ্রেইট রেটের হার চলতি বছরের চেয়ে অনেক কমবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

কনসেশন চুক্তির অবসানে কনটেইনার টার্মিনাল অপারেটরদের মধ্যে প্রতিযোগিতা বাড়ছে

বিশ্বজুড়ে কনটেইনার টার্মিনাল পরিচালনার কনসেশন চুক্তির মেয়াদ ফুরিয়ে আসছে। এমন অবস্থায় টার্মিনাল পরিচালনার নতুন চুক্তি নিয়ে অপারেটর কোম্পানিগুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতা তীব্রতর হচ্ছে।

সম্প্রতি নবায়নকৃত, পরিবর্ধিত ও মেয়াদোত্তীর্ণ ২৭টি টার্মিনাল কনসেশন চুক্তির ওপর বৈশ্বিক জরিপ চালিয়েছে শিপিং কনসালট্যান্ট ড্রিউরি। ড্রিউরি জানায়, ১৯৯০ ও ২০০০-এর দশকে যেসব কনসেশন চুক্তি হয়েছিল, সেগুলো নবায়নের সময় হয়ে এসেছে।

সংবাদ সংক্ষেপ

অস্ট্রেলিয়ার বাণিজ্যিক বহরে যুক্ত হচ্ছে ১২টি কার্গো জাহাজ

মেরিটাইম খাত পুনরুজ্জীবিত করতে জাতীয় বহরে নিজস্ব ক্রু ও পতাকাবাহী ১২টি বাণিজ্যিক কার্গো জাহাজ যুক্ত করছে অস্ট্রেলিয়া। বর্তমানে অস্ট্রেলিয়া সম্পূর্ণরূপে বিদেশি পতাকাবাহী জাহাজের ওপর নির্ভরশীল। দেশটির নিজস্ব বহরে থাকা ১৫টি জাহাজের মধ্যে মাত্র চারটি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করে। বৈশ্বিক শিপিং খাতের চলমান অস্থিতিশীল সময়ে বিদেশি নির্ভরশীলতা কমাতে এবং নিজস্ব সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে এই উদ্যোগ গ্রহণ করেছে অস্ট্রেলিয়া।

মানবসৃষ্ট দূষণে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বাল্টিক সাগরের পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য

বাল্টিক সাগরের অগভীর, আবদ্ধ ও কম লবণাক্ত জলে অনন্য সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্যের বাস। তবে মানবসৃষ্ট দূষণ, অতিরিক্ত মৎস্য আহরণ এবং বাসস্থানের ক্ষতি এখানকার বাস্তুসংস্থানের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। এতে বাল্টিক সাগরের জীববৈচিত্র্য সামগ্রিকভাবে হ্রাস পাচ্ছে। সম্প্রতি বাল্টিক সি ২০২৩ প্রতিবেদনে বাল্টিক মেরিন এনভায়রনমেন্ট প্রোটেকশন কমিশনের (হেলকম) বিশেষজ্ঞরা জানান, ২০১৬ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত সাগরের পরিবেশের তেমন কোনো উন্নতি হয়নি।

করোনা-পরবর্তী সময়ে সর্বোচ্চ পর্যায়ে সক্ষমতার প্রবৃদ্ধি

এশিয়া-উত্তর আমেরিকার পশ্চিম ও পূর্ব উপকূল, এশিয়া-উত্তর ইউরোপ এবং এশিয়া-ভূমধ্যসাগরীয় বাণিজ্যপথে সক্ষমতার প্রবৃদ্ধি ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। সি-ইন্টেলিজেন্সের তথ্যমতে, প্রবৃদ্ধির এই ধারা বছরের শেষ দশ সপ্তাহেও বিরাজমান থাকবে।

চলতি বছর গোল্ডেন উইক (২৯ এপ্রিল থেকে ৫ মে) পরবর্তী সময়ে শিপিং কোম্পানিগুলোর সক্ষমতা যেই হারে বেড়েছে তা ২০১৬ থেকে ২০১৯ সালের গড় এবং ২০১৯ সালের কোভিড চলাকালীন সময়ের চেয়ে অনেক বেশি। ব্ল্যাংক সেইলিং বৃদ্ধি না পাওয়ায় অতিরিক্ত সক্ষমতার এই ধারা বছরজুড়ে অব্যাহত থাকার আশঙ্কা রয়েছে।

বাজার স্থিতিশীল রাখতে ফ্রেইট রেটের প্রতিযোগিতা বন্ধের আহ্বান সিএমএ সিজিএমের

বাণিজ্যিক বহরে নতুন জাহাজ যুক্ত হওয়ায় ২০২৩ সালের শেষার্ধে বৈশ্বিক শিপিং খাতের সক্ষমতা ৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, যা আগামী বছর ৯ শতাংশ বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে। চাহিদার তুলনায় সক্ষমতা বাড়ায় তৃতীয় প্রান্তিকে সিএমএ সিজিএমের নিট আয় ৯৪ শতাংশ কমে ৩৮ কোটি ৮০ লাখ ডলারে নেমে এসেছে এবং মুনাফার মার্জিন ৪৬ শতাংশ থেকে কমে ১৭ দশমিক ৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। চলমান এই বৈশ্বিক সংকট নিরসনে শিপিং কোম্পানিগুলোকে ফ্রেইট রেট নিয়ে প্রতিযোগিতা বন্ধের আহ্বান জানিয়েছে সিএমএ সিজিএম।

সংবাদ সংক্ষেপ

মেরিটাইম খাতে গ্রিস-চীনের অংশীদারিত্ব জোরদার হচ্ছে

শিপিং অবকাঠামো নির্মাণে চীন ও গ্রিসের সহযোগিতাপূর্ণ সম্পর্ক দিন দিন মজবুত হচ্ছে। গত এক দশকে গ্রিক মালিকানাধীন নতুন জাহাজের অর্ধেক নির্মাণ করেছে চীন। জাহাজ নির্মাণ কার্যাদেশ অনুযায়ী, বর্তমানে প্রায় ৩৩টি গ্রিক শিপিং কোম্পানির ১২০টিরও বেশি জাহাজ চীনা শিপইয়ার্ডগুলোয় নির্মিত হচ্ছে। অন্যদিকে চীনের রাষ্ট্রায়ত্ত শিপিং কোম্পানি কসকোর পরিচালনায় ভূমধ্যসাগরের গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে গ্রিসের পিরেয়াস বন্দর। পিরেয়াস বন্দরের উন্নয়ন সাধনের মাধ্যমে গ্রিসের অর্থনীতি, সংস্কৃতি ও অর্থসংস্থানে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে চীন।

অবৈধ নাবিক নিয়োগের গড় ফি ১ হাজার ৮০০ ডলার

সম্প্রতি ৫ হাজার নাবিকের ওপর জরিপ চালিয়েছে নিয়োগকারী সংস্থা টার্টেল। জরিপে অংশগ্রহণকারী ৭০ শতাংশ নাবিক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় দুর্নীতির শিকার হয়েছেন। অধিকাংশ সময় চাকরি পাবার আগেই নাবিকেরা ম্যানিং এজেন্সিগুলোকে ১০০ থেকে সাড়ে ৭ হাজার ডলার পর্যন্ত (গড়ে ১ হাজার ৮০০) অর্থ প্রদান করতে বাধ্য হয়েছেন। এছাড়া ভুয়া চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে এসব সংস্থা প্রায়ই নাবিকদের থেকে অর্থ হাতিয়ে নেয়। দাতব্য সংস্থা মিশন টু সিফেয়ারার্স জানায়, ফি প্রদানকারী নাবিকদের ১০ শতাংশ এখনো ঋণের বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছেন।

নিকোবার দ্বীপপুঞ্জে ভারতের মেগা পোর্ট নির্মাণ

গ্রেট নিকোবার দ্বীপের গালাথিয়া উপসাগরে ইন্টারন্যাশনাল কনটেইনার ট্রান্সশিপমেন্ট পোর্ট (আইসিটিপি) নির্মাণ করছে ভারত। মেরিটাইম খাতের উন্নয়নে গৃহীত অমৃত কাল ভিশন ২০৪৭এর আওতায়, আনুমানিক ৫০০ কোটি ডলার ব্যয়ে আইসিটিপি প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে। কলম্বো-সিঙ্গাপুর রুটের ৪০ নটিক্যাল মাইল দূরে অবস্থিত আইসিটিপির গভীরতা ২০ মিটারেরও বেশি। ২০৫৮ সাল নাগাদ চার ধাপে বন্দরটির নির্মাণকাজ সম্পন্ন করা হবে। সম্পূর্ণরূপে কার্যক্ষম হলে আইসিটিপি বছরে ১ কোটি ৬০ লাখ টিইইউ হ্যান্ডলিং করবে।

বিনিয়োগ ও দক্ষ জনবলের অভাবে ব্যাহত হচ্ছে মেরিটাইম খাতের প্রযুক্তিগত বিপ্লব

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, অ্যাডভান্স ডেটা অ্যানালিটিক্সসহ অত্যাধুনিক নানা প্রযুক্তি ব্যবহার করে মেরিটাইম খাতের ব্যয় সংকোচন ও আয় বৃদ্ধির প্রচেষ্টা জারি থাকলেও প্রযুক্তি বাস্তবায়নে যে বিপুল পরিমাণ বিনিয়োগ প্রয়োজন তা জোগাড় করা বেশ দুরূহ। এছাড়া অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে দক্ষ জনবল খুঁজে পেতে অনেক ক্ষেত্রে দীর্ঘ সময় লাগায় সেগুলোর কার্যকারিতা শতভাগ নিশ্চিত করাও কষ্টকর হয়। বিশেষজ্ঞদের মতে, সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের বিনিয়োগ প্রযুক্তিগত বিপ্লব ত্বরান্বিত করবে।

উন্নত দেশের স্থিতিশীল টার্মিনাল মার্কেট যেখানে বৈশ্বিক অপারেটর এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সরব উপস্থিতি লক্ষণীয়, সেসব স্থানে এরই মধ্যে কনসেশন চুক্তি বর্ধিত বা নবায়ন করা হচ্ছে। তবে দক্ষিণ আমেরিকা, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও আফ্রিকার মতো উদীয়মান মার্কেট যেখানে দায়িত্বপ্রাপ্ত বৈশ্বিক অপারেটরদের দৌরাত্ম্য কম, সেখানে আবুধাবি পোর্ট, ডিপি ওয়ার্ল্ড, আদানি গ্রুপ ও অন্যান্য ফ্র্যাঞ্চাইজিদের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা চলছে।

কনটেইনার শিল্পের অতিরিক্ত সক্ষমতা টেকসই হবে না

বর্তমানে বিশ্বজুড়ে পণ্য পরিবহনের চাহিদার চেয়ে পণ্যবাহী জাহাজের জোগান বেশি। এর ফলে গুরুত্বপূর্ণ বৈশ্বিক বাণিজ্যপথে শীর্ষস্থানীয় শিপিং কোম্পানিগুলোর সক্ষমতা ৮ থেকে ৩৮ শতাংশ পর্যন্ত বেড়েছে। তবে কনটেইনার শিল্পের এই সক্ষমতা টেকসই হবে না বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছে মেরিটাইম ডেটা অ্যানালিসিস কোম্পানি সি ইন্টেলিজেন্স।

চলমান এই অস্থিতিশীল প্রবৃদ্ধির জেরে ফ্রেইট রেট লাগাতার কমছে। এমন অবস্থা অব্যাহত থাকলে নতুন বছরে পণ্য পরিবহন চুক্তি নবায়নের সময় কনটেইনার শিল্পকে নানা প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হবে। ব্ল্যাংক সেইলিং করে কিংবা নতুন বছরে ফ্রেইট রেট কমিয়ে অতিরিক্ত সক্ষমতা নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব বলে মনে করেন সি ইন্টেলিজেন্সের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা অ্যালেন মার্ফি। ফ্রেইট রেট কমানোর ফলে যে লোকসান হবে, তা পরবর্তীতে চীনা নববর্ষের সময় পূরণ করা সম্ভব বলে মনে করেন তিনি।

বিশ্বের সিকি ভাগ পুরনো কনটেইনার জাহাজের মালিক এমএসসি

বিশ বছর বা তার চেয়ে বেশি বয়সি ১ হাজার ২০০টি কনটেইনার জাহাজ বর্তমানে বৈশ্বিক শিপিং খাতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। আলফালাইনারের সাম্প্রতিক সাপ্তাহিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, বিশ্বের প্রায় ২৫ শতাংশ পুরনো জাহাজের মালিক মেডিটেরিয়ান শিপিং কোম্পানি (এমএসসি)।

২১২টি বিশ বছরোর্ধ্ব জাহাজ নিয়ে পুরনো জাহাজের মালিকানায় এমএসসি প্রথম, ৪৮টি জাহাজ নিয়ে মায়েরস্ক দ্বিতীয় এবং ৩৬টি জাহাজ নিয়ে এভারগ্রিন তৃতীয় স্থানে রয়েছে। পুরনো জাহাজের পাশাপাশি রেকর্ড পরিমাণ নতুন জাহাজ বহরে যুক্ত হওয়ায় শিপিং কোম্পানিগুলোয় চাহিদার চেয়ে জোগানের পরিমাণ বাড়ছে।

অন্যদিকে অনেক পুরনো জাহাজ ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। তবে এখন পর্যন্ত ডিকার্বোনাইজেশনের জন্য অল্প কিছু জাহাজ রেট্রোফিট করা হয়েছে, ১০০টিরও কম জাহাজে স্ক্রাবার যুক্ত করা হয়েছে এবং মাত্র ৭০টি রিসাইকেলিং করা হচ্ছে।

শীতকালীন চাহিদা বৃদ্ধির জেরে ট্যাংকারের শেয়ারদর বাড়ছে

চলতি বছরের তৃতীয় প্রান্তিকে প্রডাক্ট ট্যাংকার কোম্পানিগুলো প্রত্যাশাতীত ব্যবসা করেছে। শীতকালে জ্বালানি চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় বছরের শেষ প্রান্তিকেও প্রবৃদ্ধির এই ধারা অব্যাহত থাকবে। এমন অবস্থায় ট্যাংকারের শেয়ার দর বৃদ্ধির পূর্বাভাস ব্যক্ত করছেন বিশ্লেষকরা।

সাম্প্রতিক সময়ে পূর্বাভাসের চেয়ে অতিরিক্ত ব্যবসা করেছে শীর্ষস্থানীয় ট্যাংকার কোম্পানি ইন্টারন্যাশনাল সিওয়েজ এবং স্করপিও ট্যাংকারস। বর্তমানে স্করপিওর শেয়ারদর ৬০ ডলারের নিচে হলেও ভবিষ্যতে সেটা ৭০ থেকে ৮০ ডলারে পৌঁছার পূর্বাভাস ব্যক্ত করেছে ডয়েচ ব্যাংক, স্টিফেল, বিটিআইজির মতো আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো।

অন্যদিকে তৃতীয় ও চতুর্থ প্রান্তিকে প্রডাক্ট মার্কেটে শক্তিশালী অবস্থানে থাকায় টর্ম শিপিং কোম্পানির শেয়ারদরেও উত্থানের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। বিশ্লেষকের পূর্বাভাস অনুযায়ী, বর্তমানে টর্মের শেয়ারদর ৩১ ডলার হলেও আগামীতে সেটা ৩৮ ডলারে পৌঁছবে।

দানবাকৃতির ঢেউয়ের স্বরূপ জানতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার

সাগরের বুকে আছড়ে পড়া বিশ মিটার উঁচু দানবাকৃতির ঢেউ নিয়ে প্রাচীনকাল থেকেই নানা জল্পনা-কল্পনা বিরাজমান।

শিপিং খাতে তীব্র মন্দার শঙ্কা, চলছে ব্যয়সংকোচন

করোনাকালীন সময়ে আকাশছোঁয়া ফ্রেইট রেটের সুবাদে শিপিং কোম্পানিগুলো বেশ লাভজনক অবস্থানে ছিল। তবে চাহিদার তুলনায় জাহাজের জোগান বৃদ্ধি, ফ্রেইট রেট নিয়ে প্রতিযোগিতাসহ নানা কারণে শিপিং খাতে বর্তমানে মন্দাভাব বিরাজ করছে। চলমান মন্দাভাব প্রলম্বিত হওয়ার আশঙ্কায় ব্যয়সংকোচন, কর্মী ছাঁটাই ও ভিন্ন খাতে বিনিয়োগের দিকে ঝুঁকছে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় শিপিং কোম্পানিগুলো।

২০২১ ও ২০২২ সালে শীর্ষস্থানীয় শিপিং কোম্পানিগুলো ৩৬ হাজার ৪০০ কোটি ডলার আয় করেছে বলে জানান মেরিটাইম বিশেষজ্ঞ জন ম্যাকাও। বর্তমানে ফ্রেইট রেটের চেয়ে পণ্য পরিবহন খরচ বেড়ে যাওয়ায় শিপিং কোম্পানিগুলো লোকসানের মুখে পড়ছে। আগামী বছর ইউরোপীয় ইউনিয়নের কার্বন কর আরোপ, সুয়েজ ও পানামা খালে পণ্য পরিবহন ব্যয় বৃদ্ধি এবং ডিকার্বোনাইজেশন প্রক্রিয়ায় খরচের কারণে শিপিং খাতের মন্দাভাব অন্তত ২০২৪ সাল জুড়ে চলবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

ব্লুমবার্গের তথ্যমতে, বিশ্বের শীর্ষ শিপিং কোম্পানি এপি মোলার-মায়েরস্ক বর্তমানে তারল্য সংকটে ভুগছে। চলতি বছর কোম্পানিটির নগদ অর্থ ৮০ শতাংশ হ্রাস পাওয়ার এবং ২০২৪ সালে নগদ অর্থের ঘাটতি দেখা দেওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে মায়েরস্ক, হ্যাপাগ-লয়েড, সিএমএ সিজিএমসহ বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় পাঁচটি শিপিং কোম্পানি ব্যয় কমাতে শুরু করেছে।

অন্যদিকে লোকসান ও দেউলিয়াত্ব এড়াতে ব্যয় সংকোচনের পাশাপাশি ফ্রেইট রেট নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বন্ধের আহ্বান জানিয়েছেন বেশ কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তা। ফ্রেইট রেট নিয়ে কোম্পানিগুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতা অব্যাহত থাকলে দিন শেষে গোটা শিপিং খাতই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। পতনমুখী ফ্রেইট রেটে বাজার স্থিতিশীল রাখতে সংশ্লিষ্ট সকলকে একজোট হয়ে কাজ করার পরামর্শ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা।

মেরিটাইম খাতে প্রতারণামূলক কর্মকাণ্ড বাড়ছে

অর্থনীতির অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো মেরিটাইম খাতেও প্রতারণামূলক কর্মকাণ্ড দিন দিন বেড়েই চলেছে। জালিয়াতির পরিমাণ বেড়ে যাওয়ায় বৈশ্বিক সাপ্লাই চেইন বাধাগ্রস্ত হওয়ার পাশাপাশি মেরিটাইম খাত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পক্ষ আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

সাম্প্রতিক এক প্রতিবেদন অনুযায়ী, বর্তমানে মেরিটাইম খাতে চোরাচালান থেকে শুরু করে নথিপত্র জাল করা, বাংকারিং ও কার্গো পরিবহনের ক্ষেত্রে প্রতারণার আশ্রয় নেওয়া, সাইবার ফ্রডসহ নানা রকম প্রতারণার পরিমাণ বেড়েছে। বহিরাগত তৃতীয় পক্ষ এসব জালিয়াতি করলেও অনেক ক্ষেত্রে মেরিটাইম খাত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরাই এর সঙ্গে জড়িত থাকে।

চলতি বছরের মাঝামাঝি ফুয়েলট্রাস্ট জানায়, বাংকারিংয়ের সময় জ্বালানি-সংক্রান্ত তথ্যে জালিয়াতি করায় বিগত এক বছরে ছয়শর বেশি জাহাজ জ্বালানি সমস্যার কারণে বিকল হয়ে গেছে। এর ফলে বৈশ্বিক সাপ্লাই চেইনের ক্ষতি আনুমানিক ৫০০ কোটি ডলার ছাড়িয়েছে। এছাড়া কার্গো পরিবহনের ক্ষেত্রে ভুয়া বা জাল নথি পত্র ব্যবহার, অবৈধভাবে লেটার অব ক্রেডিট দাবি করা, কার্গোর পরিমাণ, গুণগত মান ও অবস্থা সম্পর্কে ভুল বা অসম্পূর্ণ তথ্য প্রদান, কার্গো চুরি এমনকি অস্তিত্বহীন কার্গো বিক্রির মতো ঘটনাও ঘটছে।

অন্যদিকে আমদানি-রপ্তানি শুল্ক ও কর ফাঁকি দিতে চালানে পণ্যের মূল্য কমিয়ে দেওয়া বা পণ্য-সংক্রান্ত মিথ্যা তথ্য প্রদান করা হচ্ছে। কাস্টমস ক্লিয়ারেন্সে পণ্য খালাসের সময় ঘুষ দিয়ে মেরিন সার্ভেয়ারদের ছাড়পত্র আদায়ের মতো প্রতারণাও বর্তমানে বেড়েছে। বৈশ্বিক কনটেইনার বাণিজ্যের ৭০ শতাংশ প্রতিনিধি আগামী পাঁচ বছরের ভেতর তাদের অর্ধেক বিল অব ল্যাডিং ডিজিটালি নথিভুক্ত করবে। ডিজিটালাইজেশনের ব্যাপক উত্থানে জালিয়াতির পরিমাণ আরও বাড়বে বলে আশঙ্কা করছে নৌ-বীমাকারী সংস্থাগুলো।

রুগ ওয়েভস নামে পরিচিত তীব্র এই ঝড়ো ঢেউয়ের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে কাজে লাগিয়েছে ভিক্টোরিয়া এবং কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল গবেষক।

ধারণা করা হতো, একাধিক ঢেউ একীভূত হয়ে পরস্পরের শক্তি গ্রহণ করলে দানবাকৃতির ঢেউ সৃষ্টি হয়। প্রায় ১০০ কোটি ঢেউয়ের তথ্য এবং ৭০০ বছরের ঢেউয়ের উচ্চতা ও সাগরের গতিবিধি বিশ্লেষণ করে গবেষকরা এই ধারণা ভুল প্রমাণিত করেছেন।

গবেষকরা জানান, সরলরৈখিক অবস্থানে থাকার কারণেই দানবাকৃতির ঢেউগুলো এত বড়ও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। পানির গভীরতা, বেথেমেট্রিক ডেটা ও সাগরের গতিবিধি বিশ্লেষণ করে সংশোধিত এআই মডেলটি তাৎক্ষণিকভাবে দানবাকৃতির ঢেউয়ের অস্তিত্ব শনাক্ত করে এর সম্ভাব্য ক্ষতির পরিমাণ মূল্যায়ন করতে সক্ষম।

পরিবেশবান্ধব জ্বালানি রূপান্তরে শিপিং ইন্ডাস্ট্রির ব্যয় বাড়ছে

২০৫০ সাল নাগাদ কার্বন নির্গমন শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনতে পরিবেশবান্ধব জ্বালানির দিকে ঝুঁকছে বৈশ্বিক শিপিং খাত। জ্বালানি রূপান্তর প্রক্রিয়া এবং ডিকার্বোনাইজেশন নীতিমালা অনুসরণের ফলে শিপিং শিল্পের পরিচালন ব্যয়, বিশেষত জ্বালানি-সংশ্লিষ্ট ব্যয় বাড়ছে। ক্রমবর্ধমান ব্যয় বৃদ্ধি এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের এমিশন ট্রেডিং সিস্টেম ও ফুয়েলইউ মেরিটাইম রেগুলেশনের মতো বৈশ্বিক ডিকার্বোনাইজেশন নীতিমালার বেড়াজালে ক্ষুদ্র ও মাঝারি আকারের কোম্পানিগুলো সবচেয়ে বেশি বাধাগ্রস্ত হবে। ব্যয় নিয়ন্ত্রণে একই সঙ্গে জ্বালানি খরচ ও কার্বন নির্গমন কমাতে সক্ষম এমন অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে বিনিয়োগের ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন ইয়ারা মেরিন টেকনোলজির প্রধান বিক্রয় কর্মকর্তা আলেকজান্ডার অ্যাস্কল্যান্ড। এছাড়া কমপ্লায়েন্স ব্যয় কমাতে ছোট কোম্পানিগুলোকে ক্ল্যাসিফিকেশন সোসাইটির মতো সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কার্য সম্পাদনের পরামর্শ দেন তিনি।

করোনা মহামারির পর নেয়ারশোরিং বৃদ্ধি পায়নি: সি ইন্টেলিজেন্স

কোভিড-১৯ মহামারির পর বিশ্বজুড়ে নেয়ারশোরিংয়ের পরিমাণ বেড়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছিল। তবে সাম্প্রতিক এক গবেষণা শেষে এই ধারণার সপক্ষে কোনো তথ্য-প্রমাণ খুঁজে পায়নি সি ইন্টেলিজেন্স।

নেয়ারশোরিংয়ে উৎপাদন প্রক্রিয়া ভোক্তার কাছাকাছি চলে আসায় সাপ্লাই চেইনে পণ্য পরিবহনের গড় দূরত্ব হ্রাস পায়। সি ইন্টেলিজেন্স জানায়, মহামারি-পরবর্তী সময়ে উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপে পণ্য পরিবহনের গড় দূরত্ব কমার বদলে আগের চেয়ে বেড়েছে।

অন্যদিকে বর্তমানে আন্তঃ-ইউরোপ ও আন্তঃ-উত্তর আমেরিকা মহাদেশীয় কনটেইনার পরিবহনের পরিমাণও করোনাকালীন সময়ের চেয়ে কম। ২০১৯ সালে উত্তর আমেরিকার মোট কনটেইনার আমদানির ১ দশমিক ২ শতাংশ আন্তঃমহাদেশীয় পণ্য পরিবহনের মাধ্যমে সম্পন্ন হলেও চলতি বছর এর পরিমাণ দশমিক ৬ শতাংশে নেমে এসেছে। বিপরীতমুখী এসব তথ্য এটাই প্রমাণ করে যে, সাম্প্রতিক সময়ে নেয়ারশোরিং বৃদ্ধি পায়নি।

দীর্ঘ তিন দশক পর সরে যাচ্ছে বিশ্বের সর্ববৃহৎ আইসবার্গ

এ২৩এ নামে পরিচিত বিশ্বের সর্ববৃহৎ আইসবার্গটি (হিমশৈল) সম্প্রতি দক্ষিণ মহাসাগরের দিকে সরে যাচ্ছে। স্যাটেলাইট চিত্র বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানীরা এই তথ্য জানান।

প্রায় ৪ হাজার বর্গকিলোমিটার আয়তনের এ২৩এ আকারে নিউইয়র্ক শহরের প্রায় তিনগুণ। ১ হাজার ৩০০ ফুট পুরুত্বের বিশালাকার এই আইসবার্গটির ওজন এক লাখ কোটি মেট্রিক টনের চেয়েও বেশি। ব্রিটিশ অ্যান্টার্কটিক সার্ভের হিমবাহবিদ

সংবাদ সংক্ষেপ

নৌবহরে বৃহদাকার পরিবেশবান্ধব জাহাজ যুক্ত করেছে এমএসসি

সম্প্রতি বিশ্বের অন্যতম বৃহদাকার কনটেইনার জাহাজ এমএসসি তুর্কির নামকরণ করেছে সুইজারল্যান্ডভিত্তিক মেডিটেরিয়ান শিপিং কোম্পানি (এমএসসি)। ২৪ হাজার টিইইউ ও ২ লাখ ৪১ হাজার ডিডব্লিউটির জাহাজটি চীনের জিয়াংসু ইয়াংসি জিনফু শিপইয়ার্ডে নির্মিত। ৩০ অক্টোবর প্রথম যাত্রায় তুরস্কের বৃহত্তম ট্রানজিট কনটেইনার বন্দর আসিয়াপোর্টে জাহাজটি পোর্ট কল করে। এয়ার লুব্রিকেন্ট সিস্টেম এবং হাইব্রিড স্ক্রাবার সিস্টেমের মতো পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি যুক্ত থাকায় ৬১ মিটার প্রশস্ত ও ৪০০ মিটার দীর্ঘ অত্যাধুনিক এই জাহাজটি সর্বনিম্ন মাত্রায় কার্বন নির্গমন করে।

বৈশ্বিক উষ্ণায়নের বাড়তি তাপ শুষে নিচ্ছে সমুদ্র

জলবায়ু পরিবর্তনের জেরে সৃষ্ট অতিরিক্ত তাপের একটা বড় অংশ সমুদ্র শুষে নিচ্ছে। সমুদ্র যে তাপ শোষণ করছে তা প্রতি আট মিনিটে সিডনি পোতাশ্রয় ফোটানোর পর কিংবা প্রতি সেকেন্ডে পাঁচটি হিরোশিমা বোমা বিস্ফোরণের পর নির্গত তাপের সমান। পাঁচটি মহাদেশের ৩০ জন সমুদ্র বিজ্ঞানীর সঙ্গে জরিপ শেষে 'কোড ব্লু : ওশানস ইন ক্রাইসিস' প্রতিবেদনে দ্য ক্লাইমেট কাউন্সিল এই তথ্য জানায়। মাত্রাতিরিক্ত তাপ শোষণের ফলে সামুদ্রিক উদ্ভিদ, প্রাণীসহ গোটা জলজ পরিবেশ বর্তমানে হুমকির মুখে পড়েছে।

সিঙ্গাপুরের প্রথম সম্পূর্ণ বিদ্যুৎ চালিত কার্গো জাহাজ হাইড্রোমুভ

ইয়েনসন গ্রিন টেক (ওয়াইজিটি), দ্য গোল জিরো কনসোর্টিয়াম, সিটেক সলিউশনস ইন্টারন্যাশনাল এবং শিফট ক্লিন এনার্জি সম্প্রতি আনুষ্ঠানিকভাবে সিঙ্গাপুরের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বৈদ্যুতিক কার্গো জাহাজ হাইড্রোমুভার চালু করেছে। স্থানান্তরযোগ্য ব্যাটারিসংবলিত সাড়ে ১৮ মিটারের এই জাহাজটির পরিচালন ব্যয় গতানুগতিক জাহাজের প্রায় অর্ধেক। জিরো এমিশন বৈশিষ্ট্যযুক্ত হাইড্রোমুভার ডিকার্বোনাইজেশন প্রক্রিয়া গতিশীল করে সিঙ্গাপুরের মেরিটাইম খাতকে পুরোপুরি বদলে দিতে সক্ষম। সম্মিলিতভাবে ১৫০ জাহাজের মালিক এমন পাঁচটি অংশীদার এরই মধ্যে হাইড্রোমুভার ব্যবহারের আগ্রহ প্রকাশ করেছে।

স্মরণকালের ভয়াবহ খরায় পানামায় চলছে না বৃহদাকার তেলের ট্যাংকার

৭৩ বছরের মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ খরার কবলে পড়েছে পানামা খাল। এখন পর্যন্ত কয়েক দফায় চলাচলকারী জাহাজের সংখ্যা এবং ড্রাফটের পরিমাণ কমিয়েছে পানামা খাল কর্তৃপক্ষ। ২০২৪ সালের ১ ফেব্রুয়ারি থেকে কর্তৃপক্ষ বুকিং স্লটে জাহাজের সংখ্যা ১৮টিতে নামিয়ে আনবে। এদিকে পানির স্তর কমায় বৃহদাকার তেলবাহী ট্যাংকারগুলো পানামায় কার্যক্রম গুটিয়ে নিয়েছে এবং বিকল্প পথে গন্তব্যে পৌঁছাচ্ছে। অন্যদিকে রেকর্ড পরিমাণ অর্থ (প্রায় ৪০ লাখ ডলার) ব্যয় করে বুকিং স্লটে নিজের অবস্থান এগিয়ে নিয়েছে জাপানের এনিওস গ্রুপ।

সংবাদ সংকেত

➤ সম্প্রতি পশ্চিমাঞ্চলীয় ভূমধ্যসাগরে মৎস্য আহরণ সীমিত করতে সম্মত হয়েছে ২০টিরও বেশি দেশ এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন। প্রবাল ও সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্যের সুরক্ষায় ক্যাবলিয়ার্স ব্যাংকের ৪০০ বর্গকিলোমিটার জায়গায় সব ধরনের বটম ফিশিং নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

➤ অতিরিক্ত খরার কারণে আমাজন অঞ্চলে নদীপথে শস্যবাহী জাহাজের চালান অপ্রত্যাশীতভাবে ব্যাহত হচ্ছে। পানির স্তর কমে যাওয়ায় প্রতিকূল স্থান অতিক্রম করতে বার্জগুলো পণ্য পরিবহনের পরিমাণ কমিয়েছে।

➤ শিপিং খাতের কার্বন নির্গমন হ্রাসে অ্যামোনিয়া ও মিথানল ব্যবহার উপযোগী ডুয়েল-ফুয়েল ইঞ্জিন নির্মাণের ক্রমবিকাশ ত্বরান্বিত হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, ২০৩০ সাল নাগাদ নবনির্মিত সকল নৌযান ডুয়েল-ফুয়েল ব্যবহার করতে সক্ষম হবে।

➤ ২০২৩ সালের প্রথম নয় মাসে চীনা জাহাজ নির্মাতাদের নতুন কার্যাদেশের পরিমাণ ৭৬ দশমিক ৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, যার পরিমাণ প্রায় ৫ কোটি ৭৩ লাখ ডিডব্লিউটি। এ সময় চীনা জাহাজ নির্মাতারা ৩ কোটি ৭ লাখ ডিডব্লিউটি জাহাজ সরবরাহ করেছে।

➤ দুবাইভিত্তিক ডকেনডেল শিপ ম্যানেজমেন্ট এবং পরিবেশবাদী সংস্থা গ্রিন মেরিন মিথানল-চালিত জাহাজের জন্য বিশ্বের প্রথম জাহাজ ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান চালু করেছে। ডকেনডেল গ্রিন মেরিন শিপ ম্যানেজমেন্ট মিথানল-চালিত জাহাজগুলোকে প্রযুক্তিগত ব্যবস্থাপনা সেবা প্রদান করবে।

➤ যুক্তরাজ্য ও জার্মান সরকার, ইউরোপীয় ইউনিয়নের পাশাপাশি ড্যানিশ কোম্পানি ভেস্তাস উইন্ড সিস্টেম এবং ব্রিটিশ কোম্পানি অক্টোপাস এনার্জি গ্রুপ বিনিয়োগ ও সহযোগিতা করায় সংকটময় বছর পেরিয়ে আশার আলো দেখছে ইউরোপের অফশোর উইন্ড সেক্টর।

➤ ২০৩০ সাল নাগাদ আর্কটিক গবেষণায় ১০০ কোটি ইউরো বিনিয়োগের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে ফ্রান্স। পৃথিবীর ক্রায়োস্ফিয়ারে বরফের আচ্ছাদন গলে বিশ্ববাসী যেসব ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে, নতুন একটি গবেষণা জাহাজের মাধ্যমে সেসব খতিয়ে দেখা হবে।

➤ সাম্প্রতিক সময়ে জাহাজ মালিক দেশের তালিকায় গ্রিস ও চীন শীর্ষস্থানে আধিপত্য বিস্তার করছে। বিমকোর তথ্যমতে, ডেডওয়েট টনের ভিত্তিতে বৈশ্বিক কার্গো বহরের আনুমানিক ৬১ হাজার জাহাজের ৩৪ শতাংশের মালিক গ্রিস ও চীন।

➤ চলতি বছরের প্রথম নয় মাসে হ্যাপাগ-লয়েড ৪৫০ কোটি ডলার আয় করেছে। এ সময় টিইইউ প্রতি গড় ফ্রেইট রেট ছিল ১ হাজার ৬০৪ ডলার, যা গত বছরের তুলনায় প্রায় অর্ধেক (২ হাজার ৯৩৮ ডলার)।

➤ সম্প্রতি দীর্ঘমেয়াদি এক চুক্তির মাধ্যমে বাল্ক শিপিংয়ে ১০০ কোটি ডলার বিনিয়োগ করেছে এইচএমএম। চুক্তির আওতায় ২০২৬ সাল থেকে ২০৪২ সাল পর্যন্ত চারটি জাহাজ এইচএমএমে বাল্ক শিপিংয়ের কাজ করবে।

➤ আগামী তিন বছরে রাশিয়ার জন্য তিন ধরনের মোট ২৪টি কার্গো জাহাজ নির্মাণ করবে ভারত। সবগুলো রাসায়নিক ট্যাংকার, কনটেইনার জাহাজ ও বাল্ক ক্যারিয়ার ২০২৭ সালের আগেই মস্কোকে হস্তান্তর করা হবে।

অলিভার মার্শ বলেন, সময়ের পরিক্রমায় এ২৩এর পুরুত্ব হয়তো কমেছে এবং এর ফলে আইসবার্গটির প্লবতা আগের চেয়ে বেড়ে গেছে। এতে করে এ২৩এ সমুদ্রতলদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ভেসে উঠেছে এবং স্রোতে ভর করে নিজ অবস্থান থেকে ক্রমাগত সরে যাচ্ছে। মার্শ জানান, সাগরের তাপমাত্রা যতই বাড়ুক এত বিশালাকার একটি আইসবার্গ দক্ষিণ মহাসাগরে দীর্ঘ সময় টিকে থাকতে সক্ষম।

চলতি বছর জাহাজের ব্যবহার ক্রমেই কমছে

মেরিটাইম ডেটা অ্যানালিসিস কোম্পানি সি ইন্টেলিজেন্সের তথ্যমতে, বছর শেষের দ্বারপ্রান্তে এসে জাহাজের ব্যবহার ক্রমেই কমছে।

বর্তমানে চাহিদার চেয়ে জাহাজের জোগান বৃদ্ধি পাওয়ায় শিপিং খাতে অতিরিক্ত সক্ষমতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। এর ফলে সাম্প্রতিক মাসগুলোয় জাহাজের ব্যবহার বেশ কমে গেছে। অতিরিক্ত সক্ষমতা নিয়ন্ত্রণে শিপিং কোম্পানিগুলো সম্প্রতি ব্ল্যাংক সেইলিংয়ের পরিমাণ বাড়িয়েছে। তা সত্ত্বেও অতিরিক্ত সক্ষমতা নিয়ন্ত্রণে আসছে না। বরং বছরওয়ারি হিসাবে জাহাজের সক্ষমতায় উল্লেখযোগ্যহারে প্রবৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়েছে।

সি ইন্টেলিজেন্সের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা অ্যালেন মার্ফি বলেন, সক্ষমতার প্রবৃদ্ধি ঠেকাতে শিপিং কোম্পানিগুলো ব্ল্যাংক সেইলিংয়ের দ্বারস্থ হলেও সেই পন্থা ফলপ্রসূ হয়নি। এমন অবস্থায় চলতি বছরের শেষ দুই মাসেও জাহাজের ব্যবহার পড়তির দিকেই থাকবে।

২০২৩ সালে অব্যবহৃত কনটেইনারের পরিমাণ বেড়েছে

চলতি বছর পণ্য পরিবহনের চাহিদার তুলনায় জাহাজের জোগান বৃদ্ধি পাওয়ায় অচলাবস্থায় থাকা কনটেইনারের পরিমাণও বেড়েছে। সম্প্রতি প্রকাশিত কনটেইনার ইকুইপমেন্ট ফোরকাস্টার প্রতিবেদনে ড্রিউরি জানায়, চলতি বছর কার্যক্রম পরিচালনাকারী কনটেইনারের পরিমাণ ২ দশমিক ৬ শতাংশ কমেছে এবং ২০২৪ সালেও এই ধারা অব্যাহত থাকবে।

বৈশ্বিক নৌবহরের ২ কোটি ৮০ লাখ টিইইউ ধারণক্ষমতা-সম্পন্ন ৬ হাজার জাহাজে বর্তমানে সাড়ে ৫ কোটি টিইইউ কনটেইনার পরিষেবা প্রদান করছে। এমন অবস্থায় হাজার হাজার উদ্বৃত্ত কনটেইনার বক্স কনটেইনার ডিপোগুলোতে পড়ে আছে। এর ফলে কনটেইনারের ইজারা বাবদ দৈনিক ভাড়া প্রদানের পাশাপাশি শিপিং কোম্পানিগুলোকে বাড়তি স্টোরেজ চার্জ গুনতে হচ্ছে।

প্রসঙ্গত, এর আগে ২০০৮ ও ২০০৯ সালে বৈশ্বিক আর্থিক মন্দাকালীন সময়ে সর্বশেষ অব্যবহৃত কনটেইনারের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছিল।

শিপিং খাত-সংশ্লিষ্ট পরিবেশগত অপরাধ দমনে কঠোর হচ্ছে ইইউ

পরিবেশ ও বাস্তুতন্ত্র সুরক্ষায় শিপিং খাত-সংশ্লিষ্ট পরিবেশগত অপরাধের তালিকা হালনাগাদ এবং এ-সংক্রান্ত নিয়মনীতি জারি করতে ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) প্রতিনিধিরা একটি অস্থায়ী চুক্তিতে সম্মত হয়েছেন।

নতুন নিয়ম অনুযায়ী, জাহাজ দ্বারা সৃষ্ট দূষণ, পারদ ও ফ্লোরিনযুক্ত গ্রিন হাউস গ্যাসের আমদানি ও ব্যবহার, বাস্তুতন্ত্রের জন্য ক্ষতিকর প্রাণী আমদানি এবং পানিসম্পদের অবৈধ ব্যবহার ইইউতে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড হিসেবে গণ্য হবে।

পরিবেশগত অপরাধের সঙ্গে জড়িত প্রতিষ্ঠানকে জেল-জরিমানা প্রদান, লাইসেন্স প্রত্যাহার, তহবিলের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি বা প্রতিষ্ঠান বন্ধের সাজা প্রদান করা হবে। প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি দোষী কর্মচারীদেরকেও শাস্তির আওতায় আনা হবে। সংঘটিত অপরাধের কারণে প্রাণহানির ঘটনা ঘটলে দশ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড, গুরুতর অপরাধের জন্য আট বছর পর্যন্ত এবং অন্যান্য ফৌজদারি অপরাধের জন্য পাঁচ পর্যন্ত কারাদণ্ড প্রদান করা হবে।

অবৈধ মৎস্য শিকারের জেরে অভিবাসী হচ্ছেন পশ্চিম আফ্রিকার জেলেরা

পশ্চিম আফ্রিকার বিপুল সংখ্যক নাগরিক খাদ্য ও জীবিকার জন্য প্রত্যক্ষভাবে মৎস্য আহরণের ওপর নির্ভরশীল। এই অঞ্চলে অবৈধ মৎস্য আহরণের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় কর্মহীন অবস্থায় তাদের অনেকেই দেশ ছেড়ে ইউরোপের উদ্দেশে পাড়ি জমাচ্ছেন। আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার (আইওএম) তথ্যমতে, ২০১৭ থেকে ২০২৩ সালে পশ্চিম ও মধ্য আফ্রিকা থেকে প্রায় ২ লাখ ৩৪ হাজার জন অভিবাসনপ্রত্যাশী সাগর ও স্থলপথে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে প্রবেশ করেছেন।

আঞ্চলিক জলসীমায় বিদেশি ট্রলারের কার্যক্রম বৃদ্ধি, ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) ও অন্যান্য বিদেশি সরকারের সঙ্গে একমুখী মৎস্য চুক্তি, অবৈধ মৎস্য আহরণ নিয়ন্ত্রণে দুর্বল আইন এবং আইনের যথাযথ প্রয়োগের অভাবসহ নানা কারণে পশ্চিম আফ্রিকার মাছের মজুদ দিন দিন কমছে। ইন্টারন্যাশনাল কালেকটিভ ইন সাপোর্ট অব ফিশারওয়ার্কারসের (আইসিএসএফ) মতে, অবৈধ মাছ শিকারের কারণে পশ্চিম আফ্রিকায় ৩ লাখের অধিক স্থানীয় জেলে কাজ হারিয়েছেন।

ফিন্যান্সিয়াল ট্রান্সপারেন্সি কোয়ালিশনের ২০২২ সালের প্রতিবেদন অনুযায়ী, অবৈধ, অনিয়ন্ত্রিত ও অগোচরীভূত মৎস্য আহরণের কারণে পশ্চিম আফ্রিকান দেশগুলোর বার্ষিক ক্ষতি আনুমানিক ৯৪০ কোটি ডলার। আর্থিক সংকটে পড়ে মৎস্য খাত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের অনেকেই তাই বিকল্প কর্মসংস্থানের সন্ধান করতে কিংবা বিদেশে পাড়ি জমাতে বাধ্য হচ্ছেন।

পশ্চিম আফ্রিকার অভিবাসনপ্রত্যাশীদের অধিকাংশই ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে নিকটবর্তী ইউরোপীয় দেশগুলোর উদ্দেশে যাত্রা করেন। যাত্রাপথে পানিশূন্যতা, অতিরিক্ত ঠান্ডা এবং নৌকাডুবিতে তাদের অনেকেই প্রাণ হারান। এ অবস্থায় চলমান সংকট নিরসনে পশ্চিম আফ্রিকার দেশগুলোকে একজোট হয়ে কাজ করার পরামর্শ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা।

বন্দর পরিচিতি

রিঝাও বন্দর

লয়েড'স লিস্টে ৩০তম স্থানে থাকা রিঝাও বন্দর চীনের শানডং উপদ্বীপের দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। রিঝাও বন্দরের উত্তর-পূর্বে চিংদাও, উত্তরে ওয়েফ্যাং এবং পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিমে লিনিয়ে শহর। ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট গভীর এই সমুদ্রবন্দর থেকে উত্তরে বোহাই সাগর এবং দক্ষিণে পীত সাগরে প্রবেশ করা যায়। কৌশলগত অবস্থান এবং কাজের পরিসরের কারণে রিঝাও বন্দর চীনের অন্যতম ব্যস্ত বন্দরে পরিণত হয়েছে।

চীনের অন্যান্য বন্দরের তুলনায় রিঝাও তুলনামূলক নবীন। রিঝাও শুরুতে শিজিউ বন্দর নামে পরিচিত ছিল। ১৯৮২ সালে এই বন্দরের নির্মাণকাজ শুরু হয় এবং ১৯৮৬ সালে বন্দরটি কার্গো পরিবহন কার্যক্রম শুরু করে। প্রাথমিক পর্যায়ে বন্দর পরিচালনার দায়িত্বে ছিল রিঝাও বন্দর কর্তৃপক্ষ এবং ল্যানশান বন্দর কর্তৃপক্ষ। ২০০৩ সালে বন্দর ব্যবস্থাপনার সংস্কার চলাকালীন সময় কর্তৃপক্ষ দুটির সমন্বয় সাধন করে রিঝাও পোর্ট গ্রুপ প্রতিষ্ঠা করা হয়।

চীনের উপকূলীয় এলাকার অন্যতম প্রধান পোর্ট হাব রিঝাও কার্যক্রম শুরুর পর থেকেই শিল্পোন্নত শানডং প্রদেশ তথা চীনের আমদানি-রপ্তানিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। শিজিউ ও ল্যানশান বন্দরের মতো দুটি গুরুত্বপূর্ণ পোতাশ্রয় অঞ্চল রিঝাও বন্দরের মালিকাধীন। বর্তমানে বন্দরের ৩২টি বার্থের বার্ষিক অনুমোদিত থ্রোপুট সক্ষমতা সাড়ে সাত কোটি মেট্রিক টন এবং মোট সম্পদের পরিমাণ প্রায় ১৮২ কোটি ডলার।

কয়লা টার্মিনাল, পূর্ব এবং পশ্চিম স্টিভডোরিং সেকশন; এই তিনটি প্রধান অংশে বন্দর এলাকাটি বিভক্ত। বর্তমানে রিঝাও বিশ্বের একশটির বেশি দেশের পাঁচ শতাধিক বন্দরের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেছে। বন্দরটি ৪৯টি অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক শিপিং কোম্পানি চালু করেছে। এসব কোম্পানি চীনের উপকূলীয় শহর, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, ভারত, ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রধান প্রধান বন্দরগুলোয় কার্যক্রম পরিচালনা করে।

রিঝাও বন্দর ব্রেক বাল্ক, কনটেইনার, তরল, ড্রাই বাল্ক, মাল্টিপারপাস ও রো-রো সেবা দিয়ে থাকে। এছাড়া রিঝাও শহরের গুরুত্বপূর্ণ পর্যটনকেন্দ্রগুলোর কাছাকাছি অবস্থিত হওয়ায় বন্দরটি প্রমোদতরী ও সাধারণ যাত্রী পরিবহন সেবাও প্রদান করে।

বর্তমানে জ্বালানি ও কাঁচামাল স্থানান্তরে রিঝাও বন্দর সারা বিশ্বের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই বন্দর দিয়ে চীন কয়লা, শস্যদানা, কৃষিজাত পণ্য এবং সিমেন্ট রপ্তানি করে। অন্যদিকে আমদানি পণ্যের তালিকায় রয়েছে লৌহ আকরিক, সয়াবিন, সার, ইস্পাত ও তেলজাত পণ্য, রাসায়নিক এবং সাধারণ কার্গো। ২০১২ সালে থ্রোপুট ২৮ কোটি ৪০ লাখ মেট্রিক টন ছাড়িয়ে যাওয়ায় রিঝাও চীনের দশম ব্যস্ততম বন্দরে পরিণত হয়। ২০২১ সালেও রিঝাও বন্দর প্রবৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রেখেছিল। এই বন্দরে মোট ৪৬টি টার্মিনাল রয়েছে। ২০২১ সালের ডিসেম্বরে বন্দরের টার্মিনালগুলোতে সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় কনটেইনারাইজড সিস্টেম চালু করা হয়, যা এর সক্ষমতা ৩০ শতাংশ বাড়িয়ে দেয়। সক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়ায় বন্দরের ৫০ শতাংশ শ্রম খরচ সাশ্রয় হয়।

২০২১ সালে বন্দরটির কনটেইনার থ্রোপুট বছরওয়ারি ৬ দশমিক ৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে মোট থ্রোপুট হয় ৫১ লাখ ৭৪ হাজার ২২০ টিইইউ। প্রবৃদ্ধির এই ধারা পরের বছরও অব্যাহত থাকে। ২০২২ সালে থ্রোপুট বছরওয়ারি ১২ দশমিক ২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৫৮ লাখ ৪ হাজার ৪০০ টিইইউতে পৌঁছে। এর ফলে সর্বশেষ লয়েড'স লিস্টে বিশ্বের শীর্ষ ১০০ বন্দরের তালিকায় ৫ ধাপ এগিয়ে রিঝাও বন্দর ৩০তম স্থান অর্জন করে।

দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলেও এই বন্দরের প্রভাব লক্ষণীয়। কয়েক বছর ধরে বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ (বিআরআই) বাস্তবায়নের মাধ্যমে বৈদেশিক বাণিজ্যপথ প্রসারিত করছে চীন। দ্বিতীয় ইউরো-এশিয়া কন্টিনেন্টাল ব্রিজের প্রাচ্য প্রান্তে অবস্থিত রিঝাও বন্দর বিআরআই প্রকল্পে অপরিহার্য ভূমিকা পালন করছে।

মেরিনটেক চীন

৫-৮ ডিসেম্বর, সাংহাই, চীন

আগামী ৫ থেকে ৮ ডিসেম্বর সাংহাইয়ের নিউ ইন্টারন্যাশনাল এক্সপো সেন্টারে চার দিনব্যাপী ট্রেড এক্সিবিশনের আয়োজন করা হয়েছে। সাংহাই সোসাইটি অব নাভাল আর্কিটেকচারস অ্যান্ড মেরিন ইঞ্জিনিয়ার্সের সঙ্গে যৌথভাবে এই এক্সপোর আয়োজন করেছে চীনের বৃহত্তম ট্রেড এক্সিবিশন অর্গানাইজার ইনফর্মা মার্কেটস। উদ্ভাবন ও সহযোগিতার ওপর গুরুত্বারোপ করে মেরিটাইম খাতসংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে এই আয়োজনে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দিচ্ছে মেরিনটেক চীন। মেরিটাইম বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত আঠারোর্ধ্ব দর্শনার্থীরা আনুষ্ঠানিকভাবে নিবন্ধন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পরই এক্সপোতে প্রবেশ করতে পারবেন।

বিস্তারিত : https://bit.ly/3SqPcfV

মেরিটাইম ডিকার্বোনাইজেশন কনফারেন্স, আমেরিকা ২০২৩

১৪-১৫ ডিসেম্বর, হিউস্টন, যুক্তরাষ্ট্র

ডিসেম্বর মাসের ১৪ ও ১৫ তারিখ যুক্তরাষ্ট্রের হিউস্টনে আয়োজিত মেরিটাইম ডিকার্বোনাইজেশন কনফারেন্সে জাহাজ মালিক, অপারেটর ও বন্দরগুলোর সঙ্গে ভ্যালু চেইনের সংযোগ স্থাপিত হবে। সেসঙ্গে কনফারেন্সে-সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর টেকসই কর্মকৌশল পর্যালোচনা, কার্বন নির্গমন হ্রাসে গৃহীত নিয়মনীতি, উদ্যোগ ও প্রযুক্তি সম্পর্কে হালনাগাদ তথ্য-আদান প্রদান করা হবে। কনফারেন্সে মেরিটাইম খাতের ৪৪ জন বিশেষজ্ঞ বক্তা নিজেদের বক্তব্য পেশ করবেন। এতে করে অংশগ্রহণকারীরা মেরিটাইম খাতের ডিকার্বোনাইজেশন সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করবে।

বিস্তারিত : https://bit.ly/3SnzDWe

ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল কার্গো শো (আইআইসিএস), ২০২৩

১৩-১৫ ডিসেম্বর, মুম্বাই, ভারত

আগামী ১৩ থেকে ১৫ ডিসেম্বর মুম্বাইয়ের জিও ওয়ার্ল্ড কনভেনশন সেন্টারে আন্তর্জাতিক কার্গো প্রদর্শনীর আয়োজন করেছে আপস্ট্রিম বিজনেস সলিউশনস। এই আয়োজনের মাধ্যমে গোটা কার্গো এবং লজিস্টিকস ইন্ডাস্ট্রি অর্থাৎ জল, স্থল ও আকাশপথে পণ্য পরিবহন-সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষ এক ছাদের নিচে সমবেত হবে। দেড় শতাধিক কোম্পানি এবং প্রায় ১২ হাজার দর্শনার্থী এতে অংশগ্রহণ করবেন। ৬০ জনের অধিক বিশেষজ্ঞ বক্তব্য প্রদান করবেন এবং ১০টির বেশি প্যানেল ডিসকাশনের আয়োজন করা হবে। দর্শনার্থীরা বিনামূল্যে প্রদর্শনীতে প্রবেশ করতে পারবেন।

বিস্তারিত : https://bit.ly/3U8kiKC

গ্রন্থ পরিচিতি

সল্ট টু দ্য সি

রুটা সেপ্যাটিস

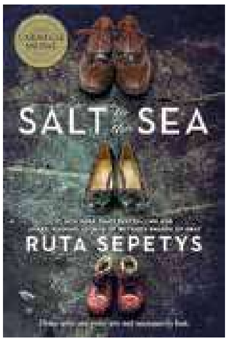

দীর্ঘ তিন বছরের গবেষণা, ইউরোপের ছয়টি দেশ ভ্রমণ এবং অগুনতি সাক্ষাৎকার গ্রহণের পর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিতে সল্ট টু দ্য সি উপন্যাস লেখায় হাত দেন লিথুয়ানিয়ান-আমেরিকান লেখিকা রুটা সেপ্যাটিস। নিউইয়র্ক টাইমস বেস্টসেলার, কার্নেগি পদক ও একাধিক সাহিত্য পুরস্কার বিজয়ী হিস্ট্রিক্যাল ফিকশনটিতে সেপ্যাটিস ইতিহাস ও কল্পনার এক অদ্ভুত সুন্দর মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন। লেখিকার অন্যান্য লেখার মতো এই বইতেও চরিত্রের গাঁথুনি এবং অতিরঞ্জিন বিবর্জিত সাবলীল সত্য প্রাধান্য পেয়েছে।

লিথুনিয়ান নার্স জোয়ানা, পূর্ব প্রুশিয়ার শিল্পী ফ্লোরিয়ান, পোলিশ অনাথ কিশোরী এমিলিয়া এবং নাৎজি সদস্য আলফ্রেড; এই চার তরুণের জবানিতে ইতিহাস বিস্মৃত এক ট্র্যাজেডি সল্ট টু দ্য সি'তে পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠেছে। টাইটানিকের চেয়ে ছয়গুণ বেশি প্রাণহানি ঘটা সত্ত্বেও জার্মান জাহাজ দ্য উইলহাম গুজলফের করুণ পরিণতি অনেকটাই লোকচক্ষুর আড়ালে রয়ে গেছে। সেপ্যাটিসের লেখায় সামুদ্রিক দুর্ঘটনার ইতিহাসে সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডিতে প্রাণ হারানো হতভাগ্য ব্যক্তিদের অব্যক্ত কষ্ট ফুটে উঠেছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মান প্রমোদতরী উইলহাম গুজলফ প্রথমে হাসপাতাল এবং পরবর্তীতে ব্যারাক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যুদ্ধের শেষদিকে রেড আর্মি পূর্বদিকে অগ্রসর হয়। এ অবস্থায় তৎকালীন পূর্ব প্রুশিয়া এবং জার্মানি-অধিকৃত বাল্টিক রাজ্যগুলো থেকে বেসামরিক নাগরিক ও জার্মান সৈনিকদের সরিয়ে নিতে 'অপারেশন হ্যানিবল' পরিচালিত হয়। ১৯৪৫ সালের ৩০ জানুয়ারি জার্মানি পরিচালিত সেই অভিযানে ধারণক্ষমতার প্রায় ছয়গুণ বেশি যাত্রী (সাড়ে দশ হাজারের বেশি) নিয়ে যাত্রা করে উইলহাম গুজলফ।

যাত্রা শুরুর কিছুক্ষণের ভেতর সোভিয়েত সাবমেরিন এস-১৩ থেকে ছোড়া তিনটি টর্পেডো উইলহাম গুজলফে আঘাত হানে। টর্পেডো হামলার মাত্র এক ঘণ্টার ভেতর ৫ হাজার শিশুসহ মোট ৯ হাজার ৩৪৩ জন যাত্রী নিয়ে সাগরগর্ভে তলিয়ে যায় জার্মান জাহাজটি। সল্ট টু দ্য সি বইতে জোয়ানা, ফ্লোরিয়ান, এমিলিয়া ও আলফ্রেডের দৃষ্টিকোণ থেকে উইলহাম গুজলফ ট্র্যাজেডি এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অ্যাম্বার রুমের বিষয়টি তুলে ধরেছেন সেপ্যাটিস।

২০১৬ সালে ফিলোমেল বুকস থেকে প্রকাশিত পাঠকপ্রিয় বইটির হার্ডকভার সংস্করণের মূল্য ৭ ডলার ৬৮ সেন্ট এবং কিন্ডেল সংস্করণের মূল্য ৯ ডলার ৯৯ সেন্ট।

আইএসবিএন-১০: ০১৪২৪২৩৬২৯
আইএসবিএন-১৩: ৯৭৮-০১৪২৪২৩৬২২

মেরিটাইম ফ্যাক্ট

বায়োফাউলিং

জাহাজের কাঠামো, সাবমেরিন এবং পানির নিচে থাকা পাইপলাইন ও অন্যান্য স্থাপনায় অনুজীব, শৈবাল, জলজ উদ্ভিদ, শামুক, ঝিনুকের মতো ক্ষুদ্র প্রাণীর স্তর জমে যাওয়াকে বায়োফাউলিং বা বায়োলজিক্যাল ফাউলিং বলে। ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম অর্গানাইজেশনের (আইএমও) তথ্যমতে, জাহাজ পানিতে ভাসানোর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে বায়োফাউলিং প্রক্রিয়া শুরু হয়।

বায়োফাউলিং জাহাজ কাঠামো ও প্রপলারের ওজন বাড়িয়ে জাহাজের গতি ও চলনশীলতা কমিয়ে দেয়, যার ফলে জাহাজ চালাতে অতিরিক্ত জ্বালানি খরচ হয়। এতে জাহাজের জ্বালানি ব্যয় বৃদ্ধির পাশাপাশি কার্বন নির্গমনের পরিমাণও বেড়ে যায়। অন্যদিকে জাহাজ কাঠামোতে আটকে থাকা অনুজীব ও প্রাণী জাহাজের সাথে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তরিত হয় এবং উপকূলীয় জীববৈচিত্র্যকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। সাগরে ক্ষতিকর রাক্ষুসে প্রজাতির প্রাণী বিস্তারের ৭০ শতাংশ বায়োফাউলিংয়ের মাধ্যমে ঘটে, যার প্রভাবে প্রতি বছর কয়েক হাজার কোটি ডলারের আর্থিক ক্ষতি হয়।

বেশকিছু বিষয় বায়োফাউলিং প্রক্রিয়াকে বেগবান করে। জাহাজের নিস এরিয়ার (সি চেস্ট, বো থ্রাস্টার, রাডার, কিল, প্রপলার বাকেট, ব্রেকহেডসহ জাহাজের যেসব অংশ দীর্ঘ সময় পানিতে ডুবে থাকে) নকশা ও জাহাজ নির্মানের ধরনের ওপর বায়োফাউলিংয়ের বিস্তার অনেকাংশে নির্ভরশীল। এছাড়া জাহাজের গতি, জাহাজটি কতক্ষণ চলমান ও স্থবির ছিল সেই সময়ের অনুপাত, জাহাজের যাত্রাপথ, কোন কোন বন্দরে জাহাজটি পোর্ট কল করেছে (সেই জায়গার পানির তাপমাত্রা, লবণাক্ততা এবং ফাউলিং সৃষ্টিকারী জীবের উপস্থিতি) এবং কোথায় জাহাজ নোঙর করা হয়েছে, তার ওপর বায়োফাউলিংয়ের পরিমাণ ও ধরন নির্ভর করে।

অন্যদিকে বায়োফাউলিং প্রক্রিয়া রোধে জাহাজ নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠানগুলো কিউপ্রাস অক্সাইড, ট্রিবিউটিলটন, সিলিকন কোটিং ও ফ্লোরোপলিমারের মতো অ্যান্টিফাউলিং উপকরণ ব্যবহার করে। এছাড়া নির্দিষ্ট সময় পরপর জাহাজ মেরামত, জাহাজ কাঠামো পরিষ্কারসহ জাহাজের রক্ষণাবেক্ষণ প্রক্রিয়া চালিয়ে যেতে হয়।

মেরিটাইম ব্যক্তিত্ব

লিওনেল লুকিন

১৮৫৪ আধুনিক যুগের যুগান্তকারী আবিষ্কার লাইফবোট প্রতিনিয়ত বিপদসঙ্কুল উত্তাল সাগরে শত শত মানুষের প্রাণ রক্ষা করে চলেছে। অগুনতি মানুষের জীবনরক্ষাকারী এই নৌযান বিশ্বব্যাপী ব্যাপক সমাদৃত হলেও এর আবিষ্কারক লিওনেল লুকিন বরাবরই পাদপ্রদীপের আড়ালে ছিলেন।

১৭৪২ সালে ইংল্যান্ডের এসেক্সে এক সচ্ছল কৃষক পরিবারে লুকিনের জন্ম। তাঁর পূর্বপুরুষ এডমিরাল লিওনেল লেন অ্যাংলো-ডাচ যুদ্ধে এইচএমএস ভিক্ট্রির নেতৃত্ব দেন। শরীরে নাবিকের রক্ত থাকলেও সুদক্ষ ঘোড়াগাড়ি নির্মাতা হিসেবে পেশাজীবন শুরু করেন লুকিন। সফল ঘোড়াগাড়ির ব্যবসায়ী লুকিন তাঁর উদ্ভাবনী দক্ষতার পুরোটা কাজে লাগিয়ে এমন একটি জাহাজ নির্মাণ করেন, যা সব ধরনের বৈরী পরিস্থিতিতেও পানিতে ভেসে থাকতে সক্ষম। ১৭৮৫ সালে বিশ্বের প্রথম অনিমজ্জনীয় (আনসিংকেবল) জাহাজের নকশা নিজের নামে পেটেন্ট করেন লুকিন। তাঁর নকশা করা জাহাজ সাগরে কাত হয়ে গেলেও সেটা পানিভর্তি হয়ে ডুবে যায় না।

লাইফবোটের ভারসাম্য স্থিতিশীল করার ওপর সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করেন লুকিন। দুই মাস্তুল-বিশিষ্ট পালতোলা নরওয়েজিয়ান ইয়লের নকশা সংস্কার করে লাইফবোট তৈরি করেন তিনি। জাহাজের অভ্যন্তরীণ কাঠামোতে তিনি বায়ুনিরোধী কম্পার্টমেন্ট জুড়ে দেন এবং হালের ওপরের অংশকে প্লাবমান করে তোলেন। ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য জাহাজের নিচে লোহার একটি নকল কিল লাগানো হয়, যা ব্যালাস্ট হিসেবে কাজ করে। ভারী এই কিলের কারণে লুকিনের তৈরি জাহাজ উত্তাল সাগরে কাত হয়ে গেলেও নিমজ্জিত না হয়ে পুনরায় ভেসে ওঠে। জাহাজের প্লবতা বৃদ্ধি পাওয়ায় এতে অধিক সংখ্যক আরোহী বহন করা সম্ভব হয়।

অভূতপূর্ব এই আবিষ্কার থেকে লুকিন কোনো অর্থ আয় করেননি। কারণ মুনাফা অর্জন নয় বরং উত্তাল সাগরে বিপদে পড়া মানুষের প্রাণ রক্ষাই তাঁর কাছে মুখ্য ছিল।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৪ নভেম্বর ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে পতেঙ্গা কনটেইনার টার্মিনাল উদ্বোধন করেন। টার্মিনাল প্রান্তে চট্টগ্রামের সংসদ সদস্যবৃন্দ, বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান ও স্টেকহোল্ডার প্রতিষ্ঠানের নেতৃবৃন্দসহ আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। প্রধানমন্ত্রীর উদ্বোধন ঘোষণার পর ফলক উন্মোচন করেন জাতীয় সংসদের হুইপ শামসুল হক চৌধুরী এমপি, এমএ লতিফ এমপি, মো. নজরুল ইসলাম চৌধুরী এমপি এবং বন্দর চেয়ারম্যান রিয়ার এডমিরাল মোহাম্মদ সোহায়েল

পতেঙ্গা কনটেইনার টার্মিনাল উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের মেগা প্রকল্প পতেঙ্গা কনটেইনার টার্মিনাল উদ্বোধন ও বে-টার্মিনালের মাস্টার প্ল্যানের মোড়ক উন্মোচন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ১৪ নভেম্বর তিনি গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে উদ্বোধন ও মোড়ক উন্মোচন করেন। একই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী।

নবনির্মিত পতেঙ্গা কনটেইনার টার্মিনালে এ উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে চট্টগ্রামের সংসদ সদস্যবৃন্দ, ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ, বন্দরের স্টেকহোল্ডার প্রতিষ্ঠানগুলোর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ও বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান, সদস্যবৃন্দ, কর্মকর্তাবৃন্দ ও সিবিএ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

পতেঙ্গা কনটেইনার টার্মিনাল চট্টগ্রাম বন্দরের নিজস্ব অর্থায়নে নির্মিত টার্মিনাল। এতে একসাথে তিনটি কনটেইনারবাহী জাহাজ ভিড়তে পারবে। রয়েছে তেল খালাসের জন্য আলাদা একটি জেটিও। টার্মিনালটি পরিচালনায় বিদেশি অপারেটরের নিয়োগ চূড়ান্ত হয়েছে।

বে-টার্মিনাল চট্টগ্রাম বন্দরের আরেকটি মেগা প্রকল্প। প্রকল্পের আওতায় তিনটি টার্মিনাল নির্মাণ করা হবে। বন্দরের নিজস্ব অর্থায়নে নির্মিত হবে মাল্টিপারপাস টার্মিনাল, এ ছাড়া পিপিপি মডেলে নির্মিত হবে অন্য দুটি টার্মিনাল। মাস্টার প্ল্যান চূড়ান্ত করার মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়ন আরও একধাপও এগিয়ে গেল।

মাতারবাড়ী চ্যানেল উদ্বোধন ও বন্দরের প্রথম টার্মিনালের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্রবন্দরের ১৪ দশমিক ৩ কিলোমিটার দীর্ঘ নৌ-চলাচলের কৃত্রিম চ্যানেলের উদ্বোধন এবং গভীর সমুদ্রবন্দরের প্রথম টার্মিনালের নির্মাণকাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন। ১১ নভেম্বর মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্রবন্দর প্রকল্প এলাকায় আয়োজিত অনুষ্ঠানে মাতারবাড়ী চ্যানেলের উদ্বোধনী ফলক উন্মোচন ও বন্দরের প্রথম টার্মিনাল নির্মাণকাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন প্রধানমন্ত্রী। নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মো. মোস্তফা কামাল ও চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান রিয়ার এডমিরাল মোহাম্মদ সোহায়েল। এ সময় বন্দর চেয়ারম্যান স্বাগত বক্তব্য দেন।

অনুষ্ঠানে মন্ত্রিপরিষদের সদস্যগণ, সিনিয়র সচিবগণ, বিভিন্ন বাহিনীর প্রধানগণ ও সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

বন্দরের উন্নয়নকাজ শেষ হলে ৮ থেকে ১০ হাজার কনটেইনারবাহী জাহাজ সরাসরি জেটিতে আসতে সক্ষম হবে। প্রায় ১৭ হাজার ৭৭৭ কোটি টাকা ব্যয়ে দেশের প্রথম গভীর সমুদ্রবন্দর মাতারবাড়ী বন্দর উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তবায়নের মেয়াদকাল ২০২৬ সালের ৩১ ডিসেম্বর। কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড (সিপিজিসিবিএল) মাতারবাড়ী আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল কোল ফায়ারড পাওয়ার প্রজেক্টের আওতায় নির্মিত চ্যানেল গত ২০ সেপ্টেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে বন্দর কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করেছে।

বিশ্বব্যাংক বে-টার্মিনাল প্রকল্পে দ্রুত অর্থায়ন করবে

চট্টগ্রাম বন্দরের সক্ষমতা বাড়াতে নেওয়া বে-টার্মিনাল প্রকল্পের ব্রেকওয়াটার এবং চ্যানেল নির্মাণে বিশ্বব্যাংক দ্রুত অর্থায়নে যাবে বলে জানিয়েছেন বিশ্বব্যাংকের বাংলাদেশ ও ভুটানের কান্ট্রি ডিরেক্টর আবদৌলায়ে সেক। চট্টগ্রামের ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে ১ নভেম্বর চট্টগ্রাম চেম্বার নেতৃবৃন্দের সাথে মতবিনিময়কালে তিনি এ কথা জানান।

আবদৌলায়ে সেক বলেন, বে-টার্মিনাল প্রকল্পে অর্থায়নের আগে সামাজিক ও পরিবেশগত ফিজিবিলিটি স্টাডির অংশ হিসেবে বেসরকারি খাতের মতামত জানতে আমরা এ মতবিনিময় সভায় মিলিত হয়েছি। এ প্রকল্প বাস্তবায়ন হলে নৌযোগাযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে লজিস্টিকস হাবে পরিণত হবে চট্টগ্রাম। পাশাপাশি চট্টগ্রামের সঙ্গে ভারতের ভূবেষ্টিত উত্তর-পূর্বাঞ্চলসহ ভুটান ও নেপালের মধ্যে চলমান কানেক্টিভিটি প্রকল্পও ফলপ্রসূ হবে।

তিনি আরও জানান, বাংলাদেশ ২০২৬ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে রূপান্তরের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। একই সাথে বাড়ছে বাংলাদেশের আমদানি-রপ্তানির পরিমাণ। দেশের এ অগ্রযাত্রায় বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নে সহযোগিতা করে যাচ্ছে বিশ্বব্যাংক। বিশ্বব্যাংক জনসম্পৃক্ত বিভিন্ন প্রকল্পের ব্যবহারকারী, বিশেষ করে বেসরকারি খাতের চাহিদা যাচাই করে অর্থায়ন করে।

চট্টগ্রাম চেম্বার সভাপতি ওমর হাজ্জাজ বলেন, দেশের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের প্রায় ৯০ শতাংশ পরিচালিত হয় চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর দিয়ে। চট্টগ্রাম অঞ্চলে পাঁচটি এবং কক্সবাজারে তিনটি শিল্পাঞ্চলে বাড়ছে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ। ফলে ব্যবসায়িক প্রসারের জন্য আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য আরও গতিশীল করতে বে-টার্মিনাল ব্যবহারে উন্মুখ হয়ে আছেন এ অঞ্চলের ব্যবসায়ীরা। বে-টার্মিনাল প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে ঢাকা-চট্টগ্রাম এবং চট্টগ্রাম-কক্সবাজার অর্থনৈতিক করিডোর আরও গতিশীল হবে।

ন্যাশনাল সিঙ্গল উইন্ডো দ্রুত বাস্তবায়নের ওপর গুরুত্বারোপ

চট্টগ্রামে আয়োজিত এক কর্মশালায় বক্তারা দেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের

বাংলাদেশ শিপিং করপোরেশনের ৪৬তম বার্ষিক সাধারণ সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন নৌপ্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী এমপি

সময় ও খরচ কমিয়ে আনার লক্ষ্যে 'ন্যাশনাল সিঙ্গল উইন্ডো' পদ্ধতির দ্রুত বাস্তবায়নের ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। একই সাথে তারা জাতীয় লজিস্টিকস নীতিমালা প্রণয়ন এবং অধিকতর অটোমেশনের মাধ্যমে বন্দরে পণ্য খালাসের সময়হ্রাসের আহ্বান জানিয়েছেন। চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় ৪ নভেম্বর অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি) 'প্রতিযোগী সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে ট্রেড ফ্যাসিলেটেশন : চ্যালেঞ্জ এবং উত্তরণের উপায়' কর্মশালার আয়োজন করে।

এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ইআরডি সচিব শরিফা খান। বিশেষ অতিথি ছিলেন রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) ভাইস চেয়ারম্যান এএইচএম আহসান, চট্টগ্রাম বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার মো. তোফায়েল ইসলাম এবং চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের সদস্য মো. হাবিবুর রহমান। কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসক আবুল বাসার মোহাম্মদ ফখরুজ্জামান।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, একটি দেশের বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডে গতি আনতে বাণিজ্য সহজীকরণের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। বাণিজ্য সহজীকরণের জন্য বাণিজ্য-সংক্রান্ত নিয়ম, নীতি ও পদ্ধতিসমূহের প্রয়োজনীয় আধুনিকীকরণ ও সমন্বয় সাধন প্রয়োজন। বাণিজ্য সহজীকরণ ব্যবসা-বাণিজ্যের দক্ষতা ও প্রতিযোগিতা সক্ষমতা অর্জন এবং বাণিজ্য সম্পাদনে সময় ও খরচ কমিয়ে আনতে সহায়তা করে।

তারা বলেন, চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর এবং এ অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা ও লজিস্টিকস খাতের বর্তমান পরিস্থিতি পর্যালোচনা, বাণিজ্য সহজীকরণের লক্ষ্যে বিদ্যমান সমস্যা ও সম্ভাবনাসমূহ চিহ্নিতকরণ এবং তার আলোকে দেশের অর্থনীতি ও বাণিজ্যের সার্বিক প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কী ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায় তা পর্যালোচনার লক্ষ্যে কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের সদস্য মো. হাবিবুর রহমান বলেন, বন্দরসমূহের প্রয়োজনীয় সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মধ্যকার সামুদ্রিক যোগাযোগ এবং বাণিজ্যের অন্যতম কেন্দ্রস্থল হিসেবে আবির্ভূত হওয়ার সুযোগ রয়েছে।

কর্মশালার মূল বিষয়বস্তুর ওপর প্রেজেন্টেশন দেন ইআরডির সাপোর্ট টু সাস্টেইনেবল গ্র্যাজুয়েশন প্রকল্পের কম্পোনেন্ট ম্যানেজার ড. মোস্তফা আবিদ খান।

কর্মশালায় প্যানেলিস্ট হিসেবে বক্তব্য দেন চট্টগ্রাম কাস্টম হাউসের কমিশনার মোহাম্মদ ফাইজুর রহমান, চট্টগ্রাম চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির প্রেসিডেন্ট ওমর হাজ্জাজ, বাংলাদেশ শিপিং এজেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান সৈয়দ মোহাম্মদ আরিফ এবং বাংলাদেশ ফ্রেইট ফরোয়ার্ডার্স অ্যাসোসিয়েশনের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট মো. আমিরুল ইসলাম চৌধুরী।

জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াকরণে বছরে আয় ৮০ কোটি ডলার

দেশে জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ শিল্প থেকে বছরে আয় হয় ৮০০ মিলিয়ন বা ৮০ কোটি ডলারের বেশি। সেখানে সরকারের রাজস্ব আয় হয় প্রায় ১০ থেকে ১২ কোটি ডলার। একই সাথে এ শিল্পের সাথে প্রত্যক্ষভাবে ৩০ থেকে ৫০ হাজার মানুষ জড়িত। আর পরোক্ষভাবে প্রায় ১ লাখ ৫০ হাজার মানুষ এর ওপর নির্ভরশীল। ৮ নভেম্বর রাজধানীর সোনারগাঁও প্যান প্যাসিফিক হোটেলে এক কর্মশালায় শিল্প মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জাকিয়া সুলতানা এসব তথ্য তুলে ধরেন।

শিল্প মন্ত্রণালয় ও ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম অর্গানাইজেশন (আইএমও) যৌথভাবে অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এতে প্রধান অতিথির বক্তব্যে জাকিয়া সুলতানা বলেন, জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ বাংলাদেশের জন্য একটি সম্ভাবনাময় খাত। বাংলাদেশ বিশ্বের মধ্যে অন্যতম প্রধান জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াকারী দেশ।

বাংলাদেশে ১০৮টি জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ ইয়ার্ড রয়েছে, যা চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড উপজেলায় অবস্থিত। এই ইয়ার্ডগুলোর মধ্যে কার্যত সচল রয়েছে ৫০টি। এদের বার্ষিক জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ সক্ষমতা এক কোটি মেট্রিক টনের বেশি। বাংলাদেশের বার্ষিক জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের গড় প্রবৃদ্ধি প্রায় ১৪ শতাংশ।

দেশের মোট আয়রন (লোহা) চাহিদার ৬০ থেকে ৭০ শতাংশ আসে জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ শিল্প থেকে। এ শিল্পের ওপর ৩০০টিরও অধিক রি-রোলিং স্টিল মিল নির্ভরশীল। ফলে দেশের সামগ্রিক টেকসই উন্নয়নে এই শিল্প ব্যাপক ভূমিকা রাখছে।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশে নিযুক্ত নরওয়ের রাষ্ট্রদূত এসপেন রিকটার-ভেন্ডসেন, জাপানের রাষ্ট্রদূত ইয়োমা কিমিনোরি, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর টুমো পোটিআইনেন উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশে জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ শিল্পে অর্থায়নের জন্য তাদের প্রতি আহ্বান জানান জাকিয়া সুলতানা।

সিঙ্গাপুরের দুই কনটেইনার জাহাজের ১০ লাখ টাকা জরিমানা

সিঙ্গাপুরভিত্তিক দুই প্রতিষ্ঠানের দুই কনটেইনার জাহাজকে জরিমানা করেছে নৌবাণিজ্য অধিদপ্তর। ১৩ নভেম্বর এ জরিমানা করা হয়। বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজ (স্বার্থ রক্ষা) আইন অনুযায়ী অব্যাহতি সনদ ছাড়া কনটেইনার বোঝাই করায় এ জরিমানা করা হয়েছে বলে আদেশে উল্লেখ করা হয়েছে।

এ দুই জাহাজের একটি সিঙ্গাপুরভিত্তিক কনটেইনার জাহাজ পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান এক্সপ্রেস ফিডারের এমভি এক্সপ্রেস লোটাস, এটি লাইবেরিয়ার পতাকাবাহী। আরেকটি সিঙ্গাপুরভিত্তিক স্ট্রেটস ওরিয়েন্ট লাইনের জাহাজ এমভি এসওএল প্রমিজ; এটি পানামার পতাকাবাহী। জাহাজ দুটি চট্টগ্রাম-কলম্বো পথে আমদানি-রপ্তানি পণ্যবাহী কনটেইনার পরিবহন করে আসছে। দুটি জাহাজকে ৫ লাখ করে মোট ১০ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়।

বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজ (স্বার্থরক্ষা) আইন, ২০১৯ এর ৩ ধারা অনুযায়ী, সমুদ্রপথে পণ্য পরিবহনের ৫০ শতাংশ দেশীয় পতাকাবাহী জাহাজে পরিবহন করা বাধ্যতামূলক। তবে দেশীয় জাহাজে জায়গার সংকুলান না হলে অব্যাহতি সনদ নিয়ে বিদেশি জাহাজে পণ্য পরিবহন করা যাবে।

জানতে চাইলে নৌবাণিজ্য দপ্তরের মুখ্য কর্মকর্তা ক্যাপ্টেন সাব্বির মাহমুদ বলেন, বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজ (স্বার্থরক্ষা) আইন, ২০১৯ অনুযায়ী জাহাজ দুটির স্থানীয় এজেন্ট অব্যাহতি সনদ নেওয়ার আবেদন করেছিল। এ সময় চট্টগ্রাম বন্দর জেটিতে দেশীয় জাহাজ থাকায় অব্যাহতি সনদ দেওয়া হয়নি। এরপরও নির্ধারিত সীমার বেশি সংখ্যক কনটেইনার পরিবহন করায় জাহাজের মালিকের প্রতিনিধিদের এ জরিমানা করা হয়েছে।

আরও একধাপ এগোল বে-টার্মিনাল বাস্তবায়ন

চট্টগ্রাম বন্দরের সক্ষমতা বাড়াতে বে-টার্মিনাল নির্মাণের উদ্যোগ নেয় বন্দর কর্তৃপক্ষ। জমি অধিগ্রহণ, প্রকল্পের মাস্টার প্ল্যান তৈরি, অর্থায়ন ইত্যাদি চূড়ান্ত করতে বেশ কয়েক বছর পার হয়েছে। তবে শিগগির বে-টার্মিনালের কাজ শুরু হতে যাচ্ছে। দ্বিতীয় দফায় সংশোধনের পর প্রকল্পটির মাস্টার প্ল্যান চূড়ান্ত করেছে বন্দর কর্তৃপক্ষ। গত ১৪ নভেম্বর প্রকল্পটির চূড়ান্ত মাস্টার প্ল্যানের মোড়ক উন্মোচন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এর মধ্য দিয়ে বাস্তবায়নের পথে আরও একধাপ এগিয়েছে প্রকল্পটি। মাস্টার প্ল্যান চূড়ান্ত হওয়ার পর এখন ডিটেইল ড্রইং ডিজাইনের কাজ চলছে। এই কাজ শেষ হলে প্রকল্পটি দৃশ্যমান বাস্তবায়নের কাজ শুরু হবে।

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোস্তফা কামাল বলেন, বে-টার্মিনালের

মাস্টার প্ল্যান হওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী এর মোড়ক উন্মোচন করেছেন। এখন শুধু কাজ শুরুর অপেক্ষা। আশা করছি, ২০২৬ সালের মধ্যে নির্মাণকাজ শেষ হয়ে যাবে। ২০২৭ সাল থেকে বে-টার্মিনাল পুরোপুরি চালু হবে।

নগরীর ইপিজেড এলাকা থেকে দক্ষিণ কাট্টলী রাসমনিঘাট পর্যন্ত বঙ্গোপসাগরের তীরে ৮৭০ একর জমিতে বে-টার্মিনাল প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয় বন্দর কর্তৃপক্ষ। প্রকল্পটির অধীনে প্রাথমিকভাবে তিনটি টার্মিনাল নির্মাণ করার সিদ্ধান্ত হয়। এর মধ্যে একটি ১ হাজার ২২৫ মিটার দীর্ঘ কনটেইনার টার্মিনাল (কনটেইনার টার্মিনাল-১), একটি ৮৩০ মিটার দীর্ঘ কনটেইনার টার্মিনাল (কনটেইনার টার্মিনাল-২) এবং একটি ১ হাজার ৫০০ মিটার দীর্ঘ মাল্টিপারপাস টার্মিনাল নির্মাণের সিদ্ধান্ত হয়। তিনটির মধ্যে মাল্টিপারপাস টার্মিনাল বন্দর কর্তৃপক্ষ নিজস্ব অর্থায়নে করবে। বাকি দুটি নির্মাণ হবে পিপিপি মডেলে।

দ্রুত প্রকল্পের কাজ শুরু হবে বলে প্রত্যাশা ব্যবসায়ীদের। তারা বলছেন, মাস্টার প্ল্যান যেহেতু চূড়ান্ত হয়ে গেছে, তাহলে এখন শিগগির বাস্তবায়ন কাজ শুরু হবে।

চট্টগ্রাম চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি ওমর হাজ্জাজ বলেন, বে-টার্মিনালটি নির্মাণের দাবি অনেকদিনের। প্রধানমন্ত্রী প্রকল্পটির মাস্টার প্ল্যানের মোড়ক উন্মোচন করায় ব্যবসায়ীদের মধ্যে আশার সঞ্চার হয়েছে। আমরা আশা করছি, বন্দরের নিজস্ব অর্থায়নে বে-টার্মিনাল প্রকল্পের আওতায় যে মাল্টিপারপাস টার্মিনাল নির্মাণ করার কথা রয়েছে, সেটির কাজ দ্রুত শুরু হয়ে যাবে। এই কাজ শেষ হলে ওই টার্মিনাল থেকে বাল্ক এবং কার্গো দুই ধরনের সুবিধা পাওয়া যাবে।

বিএসসিতে আরও ২১টি সমুদ্রগামী জাহাজ যুক্ত করার পরিকল্পনা

জাতীয় পতাকাবাহী বাংলাদেশ শিপিং করপোরেশনের (বিএসসি) বহরে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন ধরনের ২১টি সমুদ্রগামী জাহাজ যুক্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি বিএসসি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আন্তর্জাতিক নৌপথে নিজস্ব জাহাজ দিয়ে আমদানি-রপ্তানি পরিচালনা করতে বিএসসি গড়েছিলেন তিনি।

চট্টগ্রামের রেডিসন ব্লু চট্টগ্রাম বে-ভিউ হোটেলে ১৬ নভেম্বর বিএসসির ৪৬তম বার্ষিক সাধারণ সভায় স্বাগত বক্তব্যে এসব কথা বলেন নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী। এ সময় নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মো. মোস্তফা কামাল, স্বতন্ত্র পরিচালক প্রফেসর এম শাহজাহান, বিএসসির সদস্য ড. পীযূষ দত্ত, পরিচালক (প্রযুক্তি) মো. ইউসুফ, মোস্তফা জামানুল বাহার উপস্থিত ছিলেন।

‘বাংলার দূত’ বিএসসির প্রথম জাহাজ জানিয়ে প্রতিমন্ত্রী বলেন, বিএসসির উন্নয়নে এরই মধ্যে ছয়টি নতুন জাহাজ কেনা হয়েছে। মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্রবন্দর চ্যানেল উদ্বোধন হয়েছে, প্রথম টার্মিনালের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে। চট্টগ্রাম বন্দরের পতেঙ্গা কনটেইনার টার্মিনাল উদ্বোধন হয়েছে। বে-টার্মিনালের মাস্টার প্ল্যান বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরু হয়েছে। মোংলা ও পায়রা বন্দর আপগ্রেডেশনসহ মাতারবাড়ীতে ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল, এলএনজি পরিবহনে পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। ফ্ল্যাগ ভেসেল অ্যাক্ট অনুযায়ী পণ্য পরিবহনে বিএসসি অগ্রাধিকার পাবে। করোনাকালে বিরাট সংকটে ছিল বিএসসি। শেয়ারহোল্ডাররা আস্থা ও বিশ্বাস রেখেছিলেন। ২০২২-২৩ অর্থবছরে বিএসসির শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ২৫ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ এজিএমে অনুমোদন হয়েছে। কর সমন্বয়ের পর ২৪৬ কোটি ২৯ লাখ টাকা নিট লাভ হয়েছে।

বিএসসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক কমডোর মো. জিয়াউল হক বলেন, ২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট আয় ৬৬৭ দশমিক ২৩ কোটি টাকা, মোট ব্যয় ৩৭৫ দশমিক ৬৪ কোটি টাকা। এর আগের অর্থবছরের চেয়ে নিট আয় বেড়েছে ২০ দশমিক ৪৮ শতাংশ। বিএসসিকে ৩ বিলিয়ন ডলার সাহায্য দেবে একটি বিদেশি সংস্থা। আমরা দেশের প্রধান শিপিং সংস্থা হতে চাই। কার্বন নিঃসরণ কমাতে ডুয়াল ফুয়েল কনটেইনার জাহাজ তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে। বিএসসির আয় বাড়লে শেয়ারহোল্ডারদের বেশি লভ্যাংশ দেওয়া হবে।

৫০ বছর পর চট্টগ্রাম বন্দরে শুভেচ্ছা সফরে রুশ নৌবহর

চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দরে শুভেচ্ছা সফর করেছে রুশ নৌবহর। গত পঞ্চাশ বছরে এই প্রথম কোনো রুশ যুদ্ধজাহাজ বাংলাদেশের বন্দরে ভিড়েছে। প্যাসিফিক ফ্লিট নামের এই নৌবহরে এডমিরাল ট্রাইবাটস ও এডমিরাল প্যান্টেলেভ নামে দুটি সাবমেরিন বিধ্বংসী যুদ্ধজাহাজ ও পেচেঙ্গা নামে একটি ট্যাঙ্কার জাহাজ রয়েছে। ১২ নভেম্বর জাহাজ দুটি চট্টগ্রাম বন্দরে এসে পৌঁছে।

১৯৭২ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের পর চট্টগ্রাম নৌবন্দর থেকে মাইন অপসারণের জন্য একটি রুশ নৌবহর মোতায়েন করা হয়েছিল। মূলত সদ্য স্বাধীন হওয়া একটি দেশকে মানবিক বিপর্যয়ের হাত থেকে বাঁচাতেই সে সময় ওই রুশ নৌবহর বাংলাদেশে আসে। যুদ্ধ চলাকালে বন্দরে অনেক মাইন বসানো হয়েছিল, মাইনের কারণে অনেক জাহাজ সে সময় ডুবেও গিয়েছিল।

বাংলাদেশে নিযুক্ত রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত আলেক্সান্ডার মন্টিটস্কি বলেন, সে সময় মাইন সমস্যা সমাধানে সহায়তার জন্য বাংলাদেশ সরকার অনেক দেশের কাছেই আবেদন জানিয়েছিল। কিছু দেশ সেই আবেদনে সাড়া দিলেও বিনিময়ে অনেক অর্থ দাবি করে। সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের কাছে তখন অত টাকা ছিল না। তবে এবার রুশ নৌবহর আগমনের লক্ষ্য একেবারেই ভিন্ন। এবার তারা এসেছেন প্রীতি সফরে।

চট্টগ্রামে রাশিয়ার অনারারি কনসাল আশিক ইমরান বলেন, রুশ নাবিকেরা আবারও চট্টগ্রাম বন্দরে এসেছেন। তবে এবার তারা কোনো অপারেশনে আসেননি। তাদের এই প্রীতি সফর প্রমাণ করে যে, দুই রাষ্ট্রের মধ্যে বর্তমানে খুব ভালো সম্পর্ক রয়েছে।

প্রথম অপারেশন সম্পর্কে রুশ রাষ্ট্রদূত জানান, তখন (১৯৭২ সালে) একমাত্র দেশ হিসেবে সোভিয়েত ইউনিয়ন (বর্তমান রাশিয়া) বাংলাদেশকে সহযোগিতা করতে রাজি হয়েছিল। দীর্ঘ ২৬ মাস ধরে সোভিয়েত নৌবাহিনীর ৮ শতাধিক নাবিকের অক্লান্ত পরিশ্রমে সে সময় চট্টগ্রাম বন্দরের মাইন অপসারণ হয়। অভিযানে এক রুশ ডুবুরি নিহত হন। তবে লক্ষ্য অর্জনের পরই চট্টগ্রাম বন্দর ছাড়েন সোভিয়েত নৌসেনারা।

চট্টগ্রাম বন্দরে সেই কার্যক্রমকে ‘মাইন ক্লিয়ারিং অপারেশন’ নামে অভিহিত

রাশিয়ান নৌবহরের একটি প্রতিনিধিদল বাংলাদেশ সফরকালে চট্টগ্রাম বন্দর চেয়ারম্যান রিয়ার এডমিরাল মোহাম্মদ সোহায়েলের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন

ছবিতে সংবাদ

বিশ্বব্যাংকের বাংলাদেশ ও ভুটানের কান্ট্রি ডিরেক্টর আবদৌলায়ে সেক ১ নভেম্বর চট্টগ্রাম বন্দর চেয়ারম্যান রিয়ার এডমিরাল মোহাম্মদ সোহায়েলের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

ঘূর্ণিঝড় মিধিলির প্রভাবে সম্ভাব্য সব ধরনের ক্ষয়ক্ষতি রোধে ১৭ নভেম্বর করণীয় ঠিক করতে জরুরি সভা করে বন্দর কর্তৃপক্ষ। এতে সভাপতিত্ব করেন সদস্য (প্রশাসন ও পরিকল্পনা) মো. হাবিবুর রহমান।

মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্রবন্দর চ্যানেল উদ্বোধন ও প্রথম টার্মিনাল উদ্বোধনে প্রধানমন্ত্রীর আগমন উপলক্ষে ৮ নভেম্বর অনুষ্ঠানস্থল পরিদর্শন করেন নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মো. মোস্তফা কামাল।

মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্রবন্দর চ্যানেল উদ্বোধন ও প্রথম টার্মিনাল উদ্বোধনে প্রধানমন্ত্রীর আগমন উপলক্ষে ৯ নভেম্বর নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহ্‌মুদ চৌধুরী এমপি অনুষ্ঠানস্থল পরিদর্শন করেন। এ সময় বন্দর চেয়ারম্যানসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্রবন্দর চ্যানেল উদ্বোধন ও প্রথম টার্মিনাল উদ্বোধনে প্রধানমন্ত্রীর আগমন উপলক্ষে ৯ নভেম্বর চট্টগ্রাম বন্দর চেয়ারম্যান রিয়ার এডমিরাল মোহাম্মদ সোহায়েল অনুষ্ঠানস্থল পরিদর্শন করেন। এ সময় ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

করা হয়। অপারেশনটি ১৯৭২ সালের এপ্রিলে শুরু হয়ে ১৯৭৪ সালের জুন পর্যন্ত চলে। তারপর থেকেই মূলত চট্টগ্রাম বন্দর থেকে বিশ্বে জাহাজ চলাচলের পথ সুগম হয়।

তিনদিনের শুভেচ্ছা সফর শেষে রুশ নৌবাহিনীর যুদ্ধজাহাজ তিনটি ১৪ নভেম্বর চট্টগ্রাম বন্দর ত্যাগ করে। বাংলাদেশে অবস্থানকালীন জাহাজগুলোর অধিনায়করা কমান্ডার চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চল, কমান্ডার বিএন ফ্লিট এবং চট্টগ্রাম বন্দর চেয়ারম্যানের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। এ ছাড়া সফররত জাহাজের কর্মকর্তা ও নাবিকরা বাংলাদেশ নৌবাহিনীর যুদ্ধজাহাজ, বাংলাদেশ নেভাল একাডেমি, নৌবাহিনীর যুদ্ধকৌশল-বিষয়ক প্রশিক্ষণকেন্দ্র স্কুল অব মেরিটাইম ওয়ারফেয়ার অ্যান্ড ট্যাকটিস এবং নৌবাহিনী পরিচালিত বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের জন্য প্রতিষ্ঠিত 'আশার আলো' স্কুল পরিদর্শন করেন। পাশাপাশি রুশ নৌবাহিনীর সদস্য ও বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সদস্যদের মধ্যে প্রীতি ফুটবল ও বাস্কেটবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়।

জাহাজগুলো বাংলাদেশ ত্যাগ করার সময় বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সঙ্গে যৌথ মহড়া অনুষ্ঠিত হয়। রাশিয়ার জাহাজগুলোর এ সফরের মধ্য দিয়ে দুই দেশের নৌবাহিনীর কর্মকর্তা ও নাবিকদের পেশাগত মানোন্নয়নের পাশাপাশি উভয় দেশের নৌবাহিনীর দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক আরও জোরদার হবে বলে আশা করছে বাংলাদেশ।

চীন মোংলা বন্দর উন্নয়নকাজ পাচ্ছে

দেশের দক্ষিণের একমাত্র সমুদ্রবন্দর মোংলার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ পাচ্ছে চীন। ৪ হাজার ২৮২ কোটি ৭৬ লাখ টাকার এই প্রকল্পে সরকারি তহবিল থেকে ব্যয় হবে ৫০০ কোটি ৩৯ লাখ টাকা। বাকি ৩ হাজার ৭৮২ কোটি ৩৬ লাখ টাকা দেবে চীন। চীন ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী জিটুজি পদ্ধতিতে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হবে।

বাস্তবায়ন করবে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়। প্রকল্পের কাজ পেয়েছে চীনা প্রতিষ্ঠান চায়না সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কনস্ট্রাকশন করপোরেশন (সিসিইসিসি)।

গত ১২ সেপ্টেম্বর জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) এক সভায় মোংলা বন্দরের সুবিধাদি সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন শীর্ষক এই প্রকল্প অনুমোদন দেওয়া হয়। এখন সরকারি ক্রয়-সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির (সিসিজিপি) অনুমোদন পেলেই কাজ শুরু হবে।

প্রকল্প প্রস্তাবে বলা হয়েছে, মোংলা বন্দর দেশের উত্তর ও দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের পাশাপাশি ভারত, নেপাল, ভুটান ও চীনের সীমান্ত এলাকার কার্গো হ্যান্ডলিংয়ের জন্য সুবিধাজনক অবস্থানে আছে। এসব দেশের জন্য ট্রানজিট কার্গো হ্যান্ডলিংয়ের সম্ভাবনা বিদ্যমান। এছাড়া নতুন খুলনা-মোংলা রেলপথের কারণে মোংলা বন্দরের মাধ্যমে কার্গো হ্যান্ডলিং অনেকাংশে বৃদ্ধি পাবে। এসব দিক বিবেচনায় নিয়ে প্রকল্পটি অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

প্রকল্পে প্রশাসনিক ও অন্যান্য অস্থায়ী কাজের ব্যয় ধরা হয়েছে ২২৯ কোটি ৪৬ লাখ ৫৭ হাজার টাকা। ভূমি উন্নয়নে ৩২৭ কোটি ১৬ লাখ টাকা। পেভমেন্টের (আরসিসি ওয়ার্কস) জন্য ৫৫৭ কোটি ৭৩ লাখ টাকা। মেরিন স্ট্রাকচার তৈরিতে ৬৬৯ কোটি ৯৯ লাখ ৫৫ হাজার টাকা এবং হ্যান্ডলিং ইকুইপমেন্ট কিনতে ব্যয় হবে ১ হাজার ৫৬ কোটি ২১ লাখ ১১ হাজার টাকা।

মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের পরিকল্পনা বিভাগের প্রধান জহিরুল হক বলেন, ২০২৭ সালের জুনে কাজ শেষ হওয়ার কথা রয়েছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে বন্দরে স্মার্ট ইকুইপমেন্ট হ্যান্ডলিং সিস্টেম, একটি হ্যাজার্ড কার্গো সেভ জোন, দুটি কনটেইনার জেটি, একটি কনটেইনার ডেলিভারি ইয়ার্ড, গাড়ি পার্কিংয়ের জন্য হাইরাইজ বিল্ডিং নির্মাণসহ অধিক গভীরতাসম্পন্ন জাহাজ চলাচলের জন্য নৌ-চ্যানেল খনন করা হবে।

জহিরুল হক আরও বলেন, প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হলে স্মার্ট ইকুইপমেন্ট হ্যান্ডলিং সিস্টেমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে কনটেইনার ওঠানো ও নামানো যাবে। একেকবারে এই স্মার্ট ইকুইপমেন্টের চার লাখ টিইইউ কনটেইনার হ্যান্ডলিং সক্ষমতা থাকবে।

নিম্নমুখী ভেসেল ইউটিলাইজেশন : অব্যবহৃত থাকছে জাহাজের সক্ষমতার বড় অংশ

ভেসেল ইউটিলাইজেশন হলো একটি জাহাজের কত শতাংশ কার্গো পরিবহনের জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে, সেই হিসাব। গবেষণা প্রতিষ্ঠান সি-ইন্টেলিজেন্স সম্প্রতি এই ভেসেল ইউটিলাইজেশনের ট্রেন্ড নিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। এক্ষেত্রে জাহাজের ব্ল্যাংক সেইলিংকে একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।

এশিয়া-ইউরোপ রুটে ভেসেল ইউটিলাইজেশন (৪ সপ্তাহের গড়)

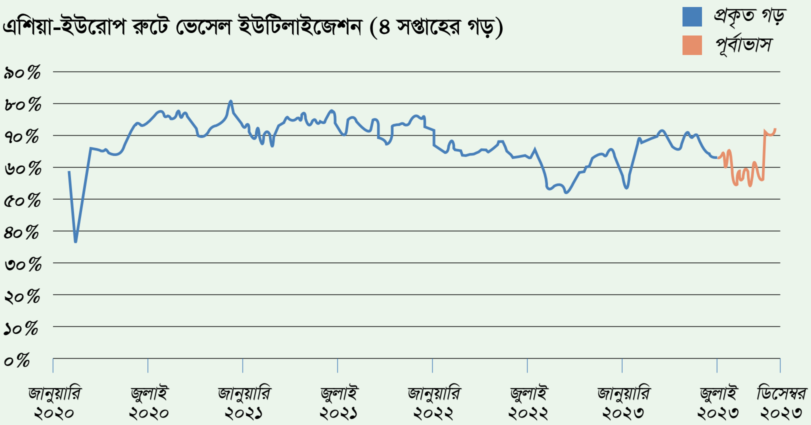

- ২০২২ সালের শুরু থেকেই ভেসেল ইউটিলাইজেশন পতনমুখী।
- ২০২৩ সালের প্রথমার্ধে এর গড়মান কিছুটা বাড়লেও দ্বিতীয়ার্ধে আবার তাতে ধস নেমেছে। এ সময় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ব্ল্যাংক সেইলিংয়ের তথ্য দিয়েছে অপারেটররা।
- ডিসেম্বরে সমুদ্র পরিবহনের চাহিদায় উল্লম্ব প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস দেওয়া হলেও সেটি সত্যি না হওয়ার আশঙ্কাও রয়েছে। ডিসেম্বরের এই পূর্বাভাস তৈরি করা হয়েছে মূলত ২০১৯ সালের ডিসেম্বরে চাহিদা বৃদ্ধির ট্রেন্ডকে বিবেচনায় নিয়ে।

উন্নতির লক্ষণ নেই নিয়ারশোরিংয়ে

- *নিয়ারশোরিং হলো এক ধরনের ব্যবসায়িক কৌশল, যেখানে কোম্পানিগুলো তাদের ম্যানুফ্যাকচারিং কার্যক্রম নিজ দেশ থেকে টার্গেট মার্কেটের কাছাকাছি কোনো জায়গায় স্থানান্তর করে। এতে উৎপাদিত পণ্য আরও দ্রুত গ্রাহকদের হাতে তুলে দেওয়া যায়। এছাড়া উৎপাদনস্থল ও বাজারের দূরত্ব কমে যাওয়ায় পরিবহন ব্যয়ও কমানো যায়।*
- *নিয়ারশোরিং সমুদ্র পরিবহনের চাহিদা খুব বেশি কমায় না। কেবল জাহাজের যাত্রাপথের দূরত্ব কমায় ও সাপ্লাই চেইনকে কিছুটা সংক্ষিপ্ত করে।*

সমুদ্রপথে একটি কনটেইনার কতটা পথ পাড়ি দেয় (নটিক্যাল মাইলে গড়)

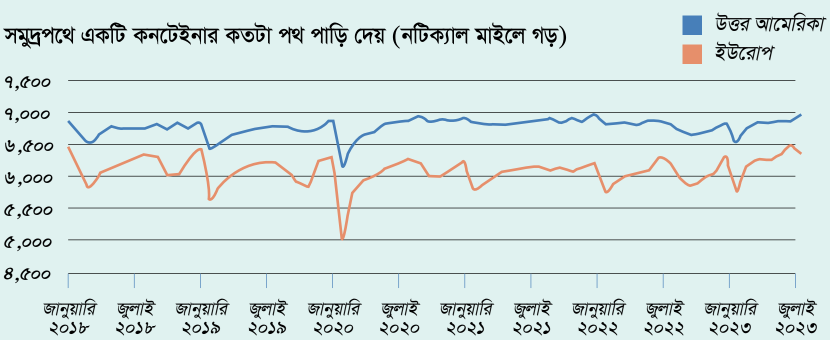

- জাহাজের যাত্রাপথের দূরত্ব বেশি থাকার অর্থ নিয়ারশোরিংয়ের প্রবণতা কম।
- উত্তর আমেরিকায় জাহাজের যাত্রার দূরত্ব করোনাপূর্ব সময়ের তুলনায় বেড়েছে। অর্থাৎ নিয়ারশোরিং কমেছে।
- ইউরোপে করোনা মহামারির মধ্যে আমদানি খানিকটা কমলেও বর্তমান চিত্র পুরোপুরি বিপরীত। ২০২২ সাল থেকেই ইউরোপমুখী জাহাজের যাত্রার দূরত্ব উর্ধ্বমুখী রয়েছে।

২০২২ ও ২০২৩ সালের নভেম্বর মাসের তুলনামূলক চিত্র

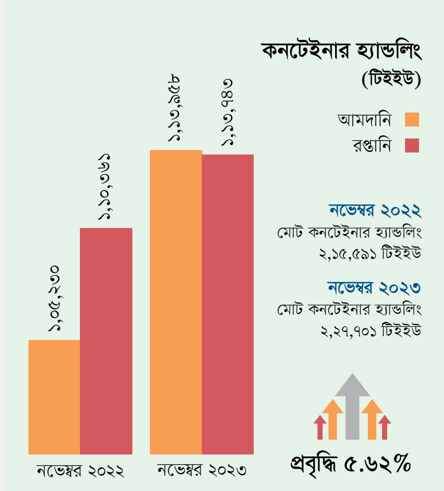

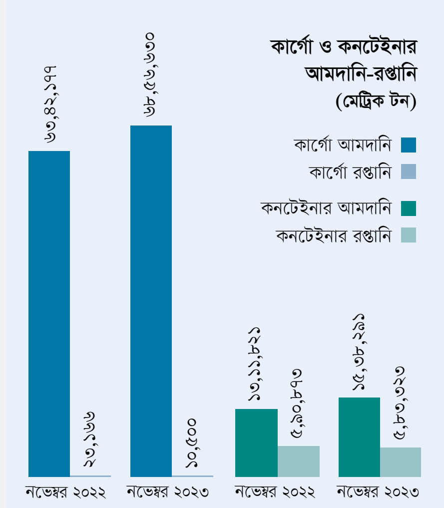

তথ্যযোগ

১. মাহমুদুল হাসান
নিম্নমান বহিঃসহকারী

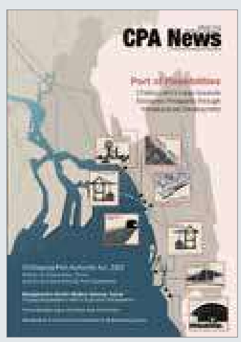

MARITIME MAGAZINE IN ENGLISH FROM CPA

Request for your hardcopy:
enlightenvibes@gmail.com
or find in online:
https://cpanewsbd.com

BANDARBARTA
a monthly maritime magazine by
Chittagong Port Authority